আহলে ছুন্নত
বনাম
আহলে বিদআত

বহু গ্রন্থ প্রণেতা পীরে তরিকত রাহনুমায়ে শরিয়ত উস্তাযুল উলামা
সুলতানুল মোনাজিরীন হযরতুল আল্লামা মুহিউস সুন্নাহ
শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী (মা.জি.আ.)
প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ:
সিরাজনগর গাউছিয়া জালালিয়া মমতাজিয়া ছুন্নীয়া ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা

প্রকাশনায়
আল্ আক্বাঈদুল ইসলামীয়া ওয়াল ক্বানুনুশ শারীয়াহ
সিরাজনগর দরবারশরীফ
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

আহলে ছুন্নত বনাম আহলে বিদআত

বহু গ্রন্থ প্রণেতা পীরে তরিকত রাহনুমায়ে শরিয়ত উস্তাযুল উলামা
সুলতানুল মোনাজিরীন হযরতুল আল্লামা মুহিউস সুন্নাহ
শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী (মা.জি.আ.)
প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষঃ সিরাজনগর গাউছিয়া জালালিয়া মমতাজিয়া ছুন্নীয়া ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা
০১৭১১-৩২৯৩৩৬

প্রকাশনায়
আল্ আক্বাঈদুল ইসলামীয়া ওয়াল ক্বানুনুশ শারীয়াহ
সিরাজনগর দরবারশরীফ
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

প্রকাশক: আল্ আক্বাঈদুল ইসলামীয়া
ওয়াল ক্বানুনুশ শারীয়াহ

প্রকাশকাল : অষ্টম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

স্বত্ত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

বর্ণবিন্যাস : মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ আবু তাহের মিছবাহ
শিক্ষক, সিরাজনগর ফাজিল মাদ্রসা।
০১৭১৫-৫৮২০৪৫

মুদ্রক : মুদ্রণবিদ কম্পিউটার অ্যান্ড অফসেট প্রিন্টার্স
কলেজ রোড, শ্রীমঙ্গল, ০১৭১১-৩১৭১৮০

পরিবেশনায় :

প্রাপ্তিস্থান : সিরাজনগর দরবারশরীফ
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

লেখক পরিচিতি

ইসলামের সাধক পুরুষ হযরত শাহজালাল ইয়ামনী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সাথী ৩৬০ আউলিয়ার পুণ্য স্মৃতিবিজড়িত ও বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী বলে খ্যাত বৃহত্তর সিলেটের মধ্যস্থিত প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল-এর নীরব নিভৃত পল্লী সিরাজনগর। এখানে গড়ে উঠেছে যুগশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ সিরাজনগর গাউছিয়া জালালিয়া মমতাজিয়া ছুন্নীয়া ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা। যার নিরলস ও অকৃপণ শ্রম ও অর্থ উৎসর্গের বিনিময়ে এ মহান কীর্তিটি ঈমানদার মুসলমানদের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষা ও ভালবাসার বস্তুতে পরিণত হয়েছে, তিনি হলেন আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা ও হুজুর সুন্নিয়তের আপসহীন ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী (মা.জি.আ.)। সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় অবিচল দৃঢ়চেতা ও পুষ্পের ন্যায় চরিত্রের অধিকারী এ মহান ব্যক্তিত্ব উত্তরাধিকারসূত্রেই মূলত প্রাপ্ত হয়েছেন এমনতর বৈশিষ্ট্য।

হুজুর কেবলার আব্বাজান আলহাজ্ব শেখ মোহাম্মদ মমতাজ ছিলেন একনিষ্ঠ খোদাভীরু ধার্মিক ব্যক্তি। ইসলামের অনুশাসনে আল্লাহ ও রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টিই ছিল তাঁর একমাত্র কাম্য। নশ্বর ধরার পার্থিব লোভ ছিল না– ছিল পরকালে পুণ্যবানদের সঙ্গী হবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, অবসর পেলেই নিমগ্ন হয়ে যেতেন প্রভুর আরাধনায়। কখনো কখনো তন্ময়তার মধ্যে ডুবে থাকতেন আল্লাহ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেমের সবোবরে। জীবনে বহুবার রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিদার লাভে ধন্য হয়েছেন এ ক্ষণজন্মা মহাত্মা। হুজুর কেবলা সবেমাত্র কামিল পাশ করে গৃহে ফিরেছেন। আলহাজ্ব শেখ মোহাম্মদ মমতাজ স্নেহের সন্তানকে পাশে বসিয়ে বললেন– 'বাবা কামিল পাশ করেছে, আমি খুশি হয়েছি। আল্লাহপাকের দরবারে কামনা করি– তিনি যেন তোমাকে দ্বীনি খেমদত আঞ্জাম দেবার ক্ষমতা দেন। বাবা,

যদি আল্লাহ ও রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তুষ্টি চাও– তবে দ্বীনের খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ কর। সরকারি, বেসরকারি কোন স্কুল-কলেজে না যেয়ে বরং মাদ্রাসা ও দ্বীনি খেদমতে নিয়োজিত থেকো। আল্লাহপাক তোমাকে সাহায্য করবেন।'

পিতার অমর উপদেশবাণী সন্তানের হৃদয় মর্মে মঙ্গলধ্বনি হয়ে বাজলো। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি, স্কুল-কলেজ থেকে শিক্ষকতার পেশা পালনের আহ্বান আসতে লাগলো। কিন্তু হুজুর কেবলা পিতার উপদেশ পালনে মরণপণ-অবিচল ও অনঢ়। ভাগ্যের আকাশে দেখা দিল সেতারায়ে জুহরা। পিতার উপদেশ পালনে তিনি হবিগঞ্জ জেলার ছালেহাবাদ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকেরভার গ্রহণ করেন। প্রায় ৮ মাস পরে ১৯৬৯ইং সনের ২২ এপ্রিল হুজুর কেবলা মৌলভীবাজার টাউন সিনিয়র মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক মনোনীত হলেন এবং ঐতিহ্যবাহী দেওয়ানী জামে মসজিদের খতিবের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

হুজুর কেবলার মরহুম আব্বাজানের একান্ত ইচ্ছে ছিল একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার। সে মর্মে হুজুর কেবলা কামিল পাশ করে গৃহে ফিরে আসার পরে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদানপূর্বক দুকেদার (৬০ শতক) জমি হুজুর কেবলার নামে রেজিস্ট্রি করে দিলেন। ১৯৭১ইং সালের স্বাধীনতাসংগ্রামের কিছুকাল পূর্বে ১৯ ফেব্রুয়ারি হুজুর কেবলার আব্বাজান আলহাজ্ব শেখ মোহাম্মদ মমতাজ সাহেব ইহধ্যাম ত্যাগ করেন।

হুজুর কেবলা তখন মৌলভীবাজার টাউন সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক ও দেওয়ানী জামে মসজিদের খতিব ছিলেন। ১৯৭৪ইং সালে একদা ঘুমের ঘোরে হুজুর কেবলা স্বপ্নে দেখেন– তাঁর মরহুম পিতা আলহাজ্ব শেখ মোহাম্মদ মমতাজ বাড়ির সামনে (যে জায়গাটুকু তিনি হুজুর কেবলার নামে রেজিস্টারি করে দিয়েছিলেন সে জায়গাতে) প্রায় ১৫০ হাত লম্বা একটি দালানের একতলার উপর ছড়ি হাতে (হাতের লাঠি) নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দালানের দুতলার অসম্পূর্ণ কাজ করাচ্ছেন। অপর পাশে প্রায় সমপরিমাণ আরেকটি দালান যা শুধুমাত্র ভিটা পর্যন্ত

কাজ সমাপ্ত হয়েছে। হুজুর কেবলা জিজ্ঞাসা করলেন 'আব্বাজান এটা কী? জবাবে তিনি বললেন 'একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান' হুজুর কেবলা প্রশ্ন করলেন– এত বড় কাজ কীভাবে হবে। জবাবে তিনি বললেন, 'কাজ করে যাও- আল্লাহর মর্জিতে শেষ হবে।'

পরক্ষণেই হুজুর কেবলার ঘুম ভেঙে গেল। পরের দিন সকালে হুজুর কেবলা তাঁর প্রিয় ছাত্র (বর্তমান মাদ্রাসার শিক্ষক) মৌলভী ক্বারী আব্দুল গফুর সাহেবের নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত জানিয়ে বললেন– আব্বাজান কেবলার হুকুম হয়ে গেছে ইনশায়াল্লাহ মাদ্রাসা হয়ে যাবে।

মরহুম পিতার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নাদেশ পূরণের নিমিত্তে ১৯৭৬ইং সালের ৩০ ফেব্রুয়ারি তিনি মৌলভীবাজার টাউন সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক ও দেওয়ানী জামে মসজিদের খতিবের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। তড়িৎ গতিতে আব্বাজানের স্বপ্নাদেশ পূরণে ১৯৭৬ইং সালের ১ মার্চ তারিখে বাড়ির সামনে (পিতার দেওয়া রেজিস্ট্রিকৃত জমি যেখানে স্বপ্নে পিতাকে মাদ্রাসার কাজ করাতে দেখা গিয়েছিল সেখানে) সিরাজনগর গাউছিয়া জালালিয়া মমতাজিয়া ছুন্নীয়া ফাজিল মাদ্রাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

সিরাজনগরের আকাশে উদিত হলো চির কাঙ্ক্ষিত মঙ্গলরবি। দিগন্ত বিদারী উঠলো আনন্দের হর্ষধ্বনি। প্রাণে প্রাণে জাগলো সাড়া। তমসাচ্ছন্ন এলাকাবাসীর হৃদয়-মন্দিরে জ্বলে উঠলো ধর্মের সিরাজ। মনে হল কেহ যেন নরকের সব আবর্জনা পরিস্কার করে ছায়া ঢাকা মায়াভরা, চিরসবুজ আচ্ছাদিত সিরাজনগরকে করে দিল এক সৌরভময় স্বর্গ উদ্যানে।

মানুষ বিলাসের মোহে অনেক কিছু করে। কিন্তু এ সিরাজনগর মাদ্রাসার স্থাপন কোন অভিলাষ নয় বরং এটা ছিল সুন্নি মুসলমানদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশার একটি বাস্তব পদক্ষেপ। হুজুর কেবলার মুরিদানসহ এলাকার মুসলমানগণ মাদ্রাসাটির উন্নতির জন্য দৃপ্ত অঙ্গীকারে এগিয়ে আসেন। মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপনের পর হুজুর কেবলার চাচাতভাই জনাব আছকির মিয়া সাহেব ভিটার মাটি ভরাটের

জন্য অর্থ প্রদান করেন এবং তাঁর এই অর্থ দিয়েই মাদ্রাসা ভিটের মাটি ভরাট করা হয়। মাটি ভরাটের কাজ সমাপ্ত হবার পর হুজুর কেবলার পুণ্যময়ী মাতা মোছাম্মৎ আজমতুন্নেছা (পরভানু) তাঁর নিজের জায়গা বিক্রি করে মাদ্রাসা ঘর নির্মাণের অর্থ প্রদান করেন। যা ছিল বদান্যতার এক যুগান্তকারী স্মরণীয় স্মৃতি। নিরলস প্রচেষ্টার পরে গড়ে উঠে একটি তৃণকুটির। শুরু হয় মাদ্রাসার রীতিমত ক্লাশ। দূর-দূরান্ত থেকে আগত জ্ঞানপিপাসু ছাত্র-ছাত্রী আসতে শুরু করলো। অল্পদিনের মধ্যে এত বেশি ছাত্র-ছাত্রী জমায়েত হল যে, স্থানের সংকুলান না হওয়ায় হুজুর কেবলার বৈঠকখানায় (বাংলো ঘরে) মাদ্রাসার ক্লাশ চালু করতে হলো। কথায় আছে, মুধুর আশায় মৌমাছি নাকি সুদূর উদয়পুরে জঙ্গলেও যায়। কথাটির সত্যতা প্রমাণিত হল। হুজুর কেবলার বৈঠকখানাতেও ছাত্র-ছাত্রী সংকুলান না হওয়ায় বাড়ির বাইরে গাছের নীচেও ক্লাশ শুরু করতে হল। হুজুর কেবলা নিজ সর্বক্ষণ পাঠদানসহ মাদ্রাসা তদারকিতে থাকেন। সেদিনের তৃণকুটিরের মাদ্রাসা আজ এক নগরীর রূপ লাভ করেছে। যা শুধু বিস্ময় নয় বরং এক নজীরবিহীন ইতিহাস। হুজুর কেবলার অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ সিরাজনগর দরবারশরীফ কমপ্লেক্সকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গাউছিয়া জালালিয়া মমতাজিয়া ছুন্নীয়া ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা, গাউয়িয়া খাজা গরীবে নাওয়াজ এতিমখানা ও কারিগরী প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স সিরাজনগর, সিরাজনগর গাউছিয়া দেওয়ানীয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা, সিরাজনগর গাউছুল আজম জামে মসজিদ, গাউছিয়া দারুল ক্বিরাত সিরাজনগর।

উক্ত কমপ্লেক্সকে যুগপোযোগী শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র গড়বার নিমিত্তে আল্লামা ছাহেব কিবলা সিরাজনগরীর সহধর্মিনী সৈয়দা তৈয়বা খাতুন, গাউছিয়া খাজা গরীবে নাওয়াজ এতিমখানা ও কারিগরী প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স সিরাজনগর নামে এতিম নিবাসীদের স্থায়ী আবাস স্থলের জন্য বিগত ০৮/১২/৯৮ইং তারিখে ৩০ (ত্রিশ) শতক জমি ওয়াক্ফ করে দেন।

এতেও এতিম নিবাসীদের সংকুলান হবে না ভেবে বিগত ২.১.২০০০ইং তারিখে পূর্বের ওয়াক্‌ফকৃত ভূমির সংলগ্নে এতিম নিবাসীদের স্থায়ী আবাসের জন্য আরও ৩০ (ত্রিশ) শতক ভূমি, হুজুর কেবলা ও সৈয়দা তৈয়বা খাতুন উভয়ে ওয়াক্‌ফ করে দিয়ে এতিমদের প্রতি যে সহানুভুতি দেখিয়েছেন তা সত্যিই বদান্যতার এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর। এতে আল্লাহ ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হয়েছেন আমাদের বিশ্বাস। অত্র কমপ্লেক্সের আওতাধীন সিরাজনগর গাউছুল আজম জামে মসজিদের কাজ তুমুল গতিতে চলছে। যার বাজেট প্রায় এক কোটি টাকা।

পীরে তরিকত আল্লামা শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী ইবনে মরহুম আলহাজ্ব শেখ মোহাম্মদ মমতাজ ইবনে মরহুম শেখ দেওয়ান ১৯৪৮ ইংরেজি ১ জানুয়ারি মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার অন্তর্গত সিরাজনগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত দ্বীনি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর পূর্বপুরুষ শ্রীমঙ্গল থানাধীন নয়ানশ্রী গ্রামে শেখ রাজা পরিবারের বংশদ্ভুত। তাঁর মাতা ছিলেন বরুণা গ্রামের মুলক মোহাম্মদ যিনি নবাবী আমলের ৪৭৯৬১/৭০৫নং তাল্লুকের মালিক ছিলেন তাঁরই বংশদ্ভুত। এককথায় তিনি হলেন রাজপরিবারের লোক।

তিনি একজন নবীপ্রেমিক, এজন্য তরিকতের ও হাদীসের সনদ সংগ্রহে সৈয়দ বংশীয় লোকদের সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করতে তিনি আওলাদে রাসূল থেকে হাদীসের সনদ সংগ্রহ করতে সুন্নিয়তের প্রাণকেন্দ্র আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত আল্লামা শাহ আহমদ রেজাখাঁন বেরলভী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিষ্ঠিত 'মাদ্রাসায়ে মানজারুল ইসলাম' বেরেলীশরীফে গমন করেন এবং তবররুকান হাদীসশরীফের দরসে অংশগ্রহণ করে ১৯৮৬ইং এর ২৯ জানুয়ারি অত্র মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস আওলাদে রাসূল আল্লামা সৈয়দ আরিফ রেজভী নানপুরী সাহেবের নিকট থেকে ইলমে হাদীসের 'মুকাম্মাল সনদ' অর্জন করেন।

তিনি আওলাদে রাসূল থেকে তরিকতের সনদ অর্জন করার মানসে খাজা মঈনুনিদ্দন চিশতী হাসান সঞ্জরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে ফয়েজ ও বরকত হাসিল করার জন্য বার বার যাতায়াত করেন এবং সেখানকার সাজ্জাদানশীন কাদেরিয়া চিশতিয়া রেজভীয়া দারুল মুতালেয়া খানকাহশরীফের ওলীয়ে কামেল আওলাদে রাসূল (যিনি সৈয়দ ফখরুদ্দিন গরদেজেভীর বংশদ্ভুত) সৈয়দ আহমদ আলী রেজভী চিশতী কাদেরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট থেকে ১৯৯২ইং সনের ২ জানুয়ারি কাদেরিয়া ও চিশতিয়ায়ে আলীয়া উভয় তরিকার সনদ অর্জন করে আল্লাহর হাবীবের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

এমনিভাবে তিনি নিজামউদ্দিন আউলিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারশরীফের গদ্দিনিশীন পীর আওলাদে রাসূল আল্লামা সৈয়দ ইসলামউদ্দিন বোখারীর দরবারশরীফ থেকে চিশতিয়ায়ে নিজামিয়া তরিকার খেলাফত ও খেরকা লাভ করে নবী বংশীয় ওলীদের মারফতে আল্লাহর হাবীবের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পথ সুগম করেন।

আল্লামা সিরাজনগরী সাহেব মুজাদ্দিদে আলফেসানীর দরবারের গদ্দিনিশীন পীর আওলাদে রাসূল সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াহইয়া মোজাদ্দেদীর নিকট থেকেও ১৯৯৬ইং সনের ৫ নভেম্বর নক্সবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়া তরিকার খেলাফত অর্জন করে নবী বংশীয় ওলী আল্লাহগণের মাধ্যমে আল্লাহর হাবীবের সঙ্গে নিসবত অর্জন করেন।

এমনকি হুজুর কেবলা আল্লাহর হাবীবের মহব্বত লাভ করার মানসে আত্মীয়তার সম্পর্কও সৈয়দ পরিবারের সঙ্গেই করতে ভালবাসেন। কারণ সৈয়দ পরিবারে লোকজন বেশি দ্বীনদার হয়ে থাকেন।

ফলে মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর থানার অন্তর্গত তাহার লামুয়া সৈয়দ পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাঁর সহধর্মিনীর নাম সৈয়দা তৈয়বা খাতুন। তিনিও নবীপ্রেমিক। তাই হুজুর কেবলার বড় সাহেবজাদা মাওলানা মুফতি শেখ শিব্বির

আহমদকে কুলাউড়া নিবাসী দেওগাঁও সৈয়দবাড়ি বর্তমান রাউতগাঁওস্থ এক সৈয়দ পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।

হুজুর কেবলার মেজো সাহেবজাদা মাওলানা শেখ জাবির আহমদকেও হবিগঞ্জ সুলতানসী হাবিলীতে এক সৈয়দ পরিবারের সাথে বিয়ে করিয়ে সৈয়দ পরিবারসমূহের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ককে উসিলা করে আওলাদে রাসূল তথা আল্লাহর হাবীবের বংশপরম্পরার সাথে গাঢ় সম্পর্কের প্রমাণ করেন।

তাঁর দুইজন মেয়ের বিয়ের জন্যও সুন্নি নবীপ্রেমিক দুইজন পরহেজগার মাওলানাকে নির্বাচন করেন। এককথায় তিনি সুন্নি আলেম, নবীবংশীয়, নবীপ্রেমিকদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে ভালবাসেন। যেন পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে ইলমে দ্বীন শিক্ষার দিকে ধাবিত করার পথ সুগম হয়।

হুজুর কিবলা ১৯৬২ইং সনে শায়েস্তাগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসা হতে প্রথম বিভাগে (বৃত্তি পেয়ে) দাখিল ও ১৯৬৪ইং সনে আলিম পাশ করেন। ১৯৬৬ইং সনে ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসা হতে প্রথম বিভাগে (বৃত্তি পেয়ে) ফাজিল ও ১৯৬৮ ইং সনে কামিল (হাদিস) পাশ করেন।

তিনি দীর্ঘদিন যাবত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বায়েদের প্রচার ও প্রসারে নিষ্ঠাপূর্ণভাবে দায়িত্ব পালন করেন। একাধিক বিষয়ের উপর বই-পুস্তক রচনা করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্থা, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত আছেন। তিনি ১৯৮১ইং সনে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ওলামা সংসদ বাংলাদেশ নামে একটি ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৮ইং সনে যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম আন্তর্জাতিক ঈদেমিলাদুন্নবী কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। কনফারেন্স সমাপ্তির পর যুক্তরাজ্যের প্রধান প্রধান শহরে সংগঠনের কাজে প্রায় তিনমাস অতিবাহিত করেন। বহু চেষ্টার ফলে সেখানে উক্ত সংগঠনের শাখা গঠন করেন এবং তিনি শাখার প্রেট্রন পদে মনোনীত হন।

পরবর্তীতে একাধিকবার উক্ত সংগঠনের আমন্ত্রণে যুক্তরাজ্যে সফর করেন। তিনি একাধিকবার পবিত্র হজ্ব ও উমরা আদায় করেছেন।

বিভিন্ন দরবার থেকে সনদ অর্জন

সিলেটের প্রবীণ ও প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার ভূতপূর্ব মুহাদ্দিস ও সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রিন্সিপাল আল্লামা হরমুজ উল্লাহ শায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট থেকে এলমে ফিকাহ ও ফতোয়া প্রদানের এজাজত লাভ করেন।

শরীয়ত ও তরিক্বতের উচ্চতর জ্ঞান-সমুদ্রে অবগাহন করতে তিনি গমন করেন হিন্দুস্তানের সুন্নিয়তের প্রাণকেন্দ্র আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত আল্লামা শাহ্ আহমদ রেজাখাঁন বেরলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর প্রতিষ্ঠিত 'মাদ্রাসায়ে মানজারুল ইসলাম' বেরেলীশরীফে। ১৯৮৬ইং এর ২৯ জানুয়ারি এ মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস আওলাদে রাসূল আল্লামা সৈয়দ আরিফ রেজভী নানপুরী সাহেবের নিকট থেকে ইলমে হাদিসের 'মুকাম্মাল সনদ' অর্জন করেন। তা নিম্নরূপ–

এছাড়াও তিনি আওলাদে আলা হযরত হযরতুল আল্লামা মাওলানা ছুবহান রেজাখাঁন মা.জি.আ. এর দরবার থেকে খেদমতে খাল্‌ক বা সৃষ্টির সেবা করার নিমিত্তে তা'বীজাত এর উপরও একখানা সনদ লাভ করেন। তা নিম্নরূপ–

شهادة اجازة الاوراد والاعمال

الحمد لله سبحانه، المتصل احسانه وفيضانه، المسلسل اعطائه وانعامه، ريحان جوده ابراهيم، وحامد رضاه مصطفىً لكل النعم والفضل الجسيم، والصلوة والسلام على حبيبه سيد الانبياء محمدن المبعوث الى كافة الناس هدىً، وعلى اله وصحبه البررة الاتقياء، خصوصًا على الائمة الاربعة الخلفاء، وعلى من تبعهم بالصدق والصفاء، وعلينا معهم وبهم يا مجيب الدعاء، اما بعد فيقول العبد الفقير الى الله الحنان المنان محمد سبحان رضا خان خادم السجادة القادرية البركاتية الرضوية الحامدية المصطفوية غفر الله ذنوبه وستر عيوبه ورزقه العبودية والعرفان، لما سألني اخي ومحبي [illegible] اجازة الاوراد والاعمال والاذكار والاشغال، فاجزته على بركة الله ورسوله كما اجازني بها مشائخي الكرام ومرشدنا العظام، عليهم رحمة الله المنعام، واوصيه ان يلازم التقوى ويتبع الشريعة البيضاء، ويجتنب اهل البدع والهوى، وينفع المسلمين بها ولا يكون غاية جهده الدنيا، وان لا ينساني بها بالدعوات الصالحات في الخلوات والجلوات، وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله تعالى على افضل رسله وعلى اله وصحبه وابنه وحزبه والحمد لله رب العلمين

اجازت اور اس کے شرائط (شمع شبستان رضا)

(۱) سب سے پہلے اپنا ایمان اور عقیدہ بالکل قرآن پاک کے مطابق ہوجسکے لئے تمہید ایمان کا پڑھنا اشد ضروری ہے کہ اگر کچھ خامی ہوئی تو اس سے اصلاح ہوجائیگی۔

(۲) بات کم کرے۔ کم سوئے۔ کھانا بھی کم کھائے جھوٹ سے بالکل دور رہے

(۳) مذہب اہل سنت پر قائم رہتے ہوئے جس کی معلومات کے لئے اعلیحضرت قدس سرہٗ کی تصنیفات کا مطالعہ کرتا رہے۔ اور اپنے احباب میں ان کی اشاعت کرتا رہے

(۴) کوئی عمل کسی ناجائز کام کے لئے ہرگز نہ کیا جائے۔ اگر کوئی مجبور کرے تو اس کو ہر طرح سمجھائے۔ تاکہ وہ اس برے کام سے باز رہے

جو ان چار باتوں پر مع شرائط عمل کرے گا وہ اس کتاب کے عملیات نقش نقوش سے پورا پورا فائدہ اٹھائیگا۔ مولیٰ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو اس سے فیضیاب فرمائے۔ آمین ثم آمین

دستخط فقیر قادری محمد سبحان رضا سبحانی غفرلہٗ

[illegible]

سبحان رضا خاں

محلہ سوداگران بریلی شریف، یو۔پی ۲۴۳۰۰۳

১৯৭১ইং সনে নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত মুর্শিদে বরহক ইমামে রাব্বানী শায়খুল ইসলাম আল্লামা সৈয়দ আবিদশাহ মোজাদ্দেদী আলমাদানী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর তরবিয়াতুল মুহাদ্দিসীন ক্লাশে ভর্তি হয়ে তাঁর নিকট থেকে হাদিসশরীফ ও ক্বেরাআতের উচ্চতর সনদ অর্জন করেন। তাঁর সনদ নিম্নরূপ:

اجازنى شيخ الاسلام سلطان المناظرين ابونصر سيد عابدشاه المجددي المدنى قال اجازنىبه استاذى وشيخى مولانا ملك العلماء فاضل بهار محمد ظفر الدين القادرى الرضوى قال اجازنى شيخنا مجدد المأئة الحاضرة مولانا الشاه احمد رضاخان البريلوى قال اجازنى شيخنا السيد الشاه ال الرسول الاحمدى المارهربى قدس سره قال اجازنى استاذى مولانا الشاه عبدالعزيز الدهلوى قال اجازنىبها الشاه ولى الله الدهلوى قال اخبرنا شيخنا ابوطاهر محمد بن ابراهيم الكردى المدنى ناابى اناالحمد القشاشى انا احمد الشناوى انا الشمس الرملى انا الزين زكريا انا الحافظ بن حجر العسقلانى انا ابرهان انا ابراهيم التنوخى الشامى انا احمد الحجاز انا السراج حسين الزبيدى انا ابوالوقت السجزى انا

الداودى انا الخمولى انا الفريرى اخبرنا الحافظ الحجة محمد بن اسمعيل البخارى

উল্লেখ্য যে, সনদে বর্ণিত সৈয়দ শাহ আলে রাসূল আল আহমদী মারহরবী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজাখাঁন বেরলভী ইলমে হাদীস, ইলমে ফেকাহ, ইলমে ক্বেরাআত ও ইলমে তাসাউফ তথা তরিকতের উচ্চতর সনদ হাসিল করেছিলেন।

আল্লামা আবিদশাহ আলমাদানী রাদিয়াল্লাহু আনহু ১৯৭৪ইং সনে সিরাজনগর (খাঁনবাড়ির সামনের মাঠে) এক সভায় আল্লামা সিরাজনগরীকে খেলাফত প্রদানপূর্বক বয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করানোর এজাজত দান করেন।

১৯৮৮ইং সনে ৯ জানুয়ারি 'ইমামে রাব্বানী দরবারশরীফে' বহু উলামায়ে কেরামের উপস্থিতিতে শাজারায়ে কাদেরীয়া রেজভীয়া প্রচারের জন্য লিখিত অনুমতিপত্রে ইমামে রাব্বানী দস্তখত করেন এবং আল্লামা কাজী নূরুল ইসলাম হাশেমী সাহেবের মাধ্যমে তা আল্লামা সিরাজনগরীকে প্রদান করেন। তা এই,

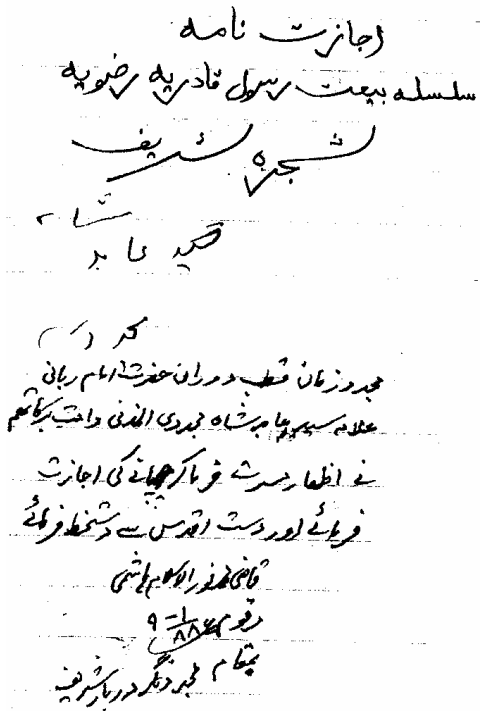

اجازت نامہ
سلسلہ بیعت رسول قادریہ رضویہ
شجرہ شریف
مجدد زمان قطب دوران حضرت امام ربانی
علامہ سید حامد شاہ مجددی المدنی دامت برکاتہم
نے اظہار مسرت فرما کر چھاپنے کی اجازت
فرمائی اور دست اقدس سے دستخط فرمائے
قاضی محمد فضل الاسلام ہاشمی
بمقام مجددنگر دربار شریف

১৯৯১ইং সনের ২৭ ডিসেম্বর আল্লামা সিরাজনগরী যখন ভারতের বেরেলীশরীফে 'দরবারে আলা হযরত' জিয়ারতে যান, তখন দরবারে আলা হযরতের গদ্দিনীসিন মুর্শিদে বরহক হযরতুল আল্লামা ছুবহান রেজাখাঁন (মা.জি.আ.) অতি আনন্দের সাথে তাকে গ্রহণ করেন এবং এক শুভক্ষণে কাদেরীয়া আলিয়া তরিকার খেলাফতনামা প্রদান করেন। তা এই,

يا الله جل جلاله
يا رسول الله صلى الله عليك وسلم
سند الاجازة
اللهم رب محمد صل عليه وسلما
وعلى ذويه والدا ابد الدهور وكرما
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله العلي الاعلى وكفى والصلوة الابهى
والسلام الاسنى الاوفى على عباده الذين اصطفى خصوصا على حبيبه سيدنا محمد ن المصطفى نبيه

১৯৯২ইং সনের ২ জানুয়ারি আল্লামা সিরাজনগরী গেলেন হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী হাসান সঞ্জরী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মাজার জিয়ারত করতে। তখন (মাজার সন্নিকটস্থ) কাদেরীয়া চিশতিয়া রেজভীয়া দারুল মুতালেয়া খানকাহশরীফের পীর আল্লামা হযরত সৈয়দ আহমদ আলী চিশতি (মা.জি.আ.) আল্লামা সিরাজনগরীকে পাশে বসিয়ে বহু আলাপ আলোচনার পরে অতি আগ্রহে চিশতিয়া আলিয়া ও কাদেরীয়া তরিকার খেলাফতনামা প্রদান করেন। তা এই–

خلافت نامۂ سلسلۂ عالیہ قادریہ چشتیہ

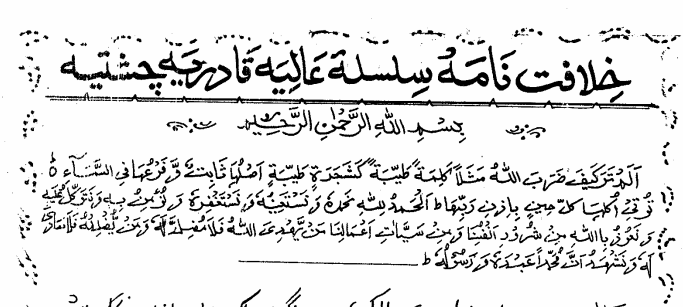

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ۝ تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ط اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ط

১৯৯৫ইং সনের ৩০ এপ্রিল আল্লামা সিরাজনগরী সাহেব কিবলা দিল্লীর হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মাজার জিয়ারত করতে গেলে তথাকার মহান ওলী হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দরবার শরীফের গদ্দিনীসিন পীর হযরত শাহ সৈয়দ আল্লামা ইসলাম উদ্দিন বুখারী (মা.জি.আ.) পরম যত্নে তাকে চিশতিয়া নিজামিয়া তরিকার খেলাফতনামা ও খেরকা প্রদান করেন। তাই এই–

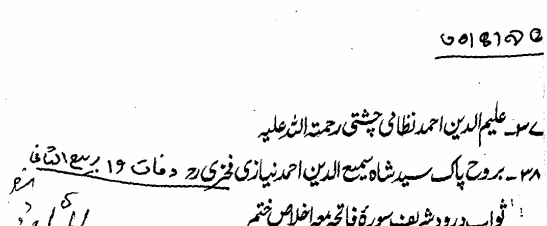

১৯৯৬ইং সনের ৫ নভেম্বর আল্লামা সিরাজনগরী মোজাদ্দেদে আলফেসানী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মাজারশরীফ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করেন। সেখানকার বর্তমান সাজ্জাদানসীন খানকায়ে আলিয়া হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানীর খলিফা সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াহইয়া মোজাদ্দেদী তাঁকে নক্সবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়া তরিকার খেলাফতনামা প্রদান করেন। তা এই–

(KHALIFA) SYED MOHD. YAHYA MUJADDEDI

SAJJADA NASHEEN KHANQAHE ALIA HAZRAT
MUJADDID ALF SANI (Rh) ROUZA SHAREEF

AT : SIRHIND-140406 DT, FATAHGARH SAHIB (PUNJAB) INDIA
PH : 30444 (CODE NO. 01763)

(خلیفہ) سید محمد یحیی مجددی
سجادہ نشین خانقاہ عالیہ حضرت مجدد الف ثانیؒ روضہ شریف سرہند
ضلع فتح گڑھ صاحب پن کوڈ: ۱۴۰۴۰۶ - پنجاب (ہند)

REF .... نمبر :

DATED .... مورخہ :

محترم شیخ محمد عبدالکریم صاحب سراج نگری ہمراہ مریدین ومعتقدین
مزار اقدس حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی مسرہند شریف
بروز ۵ نومبر ۱۹۹۶ء نذرانہ عقیدت پیش کرنے حاضر ہوئے۔ فقیر شیخ
محمد عبدالکریم صاحب و نیز تمام مریدین ومعتقدین کیلئے دعا گو ہے کہ اللہ تعالی
ان حضرات کی حاضری قبول فرمائے۔ فیضان نقشبندیہ مجددیہ سے مالا مال
فرمائے۔ اور حضرت مجدد الف ثانی کی تمام تر توجہات خصوصی سے سرفراز فرمائے۔

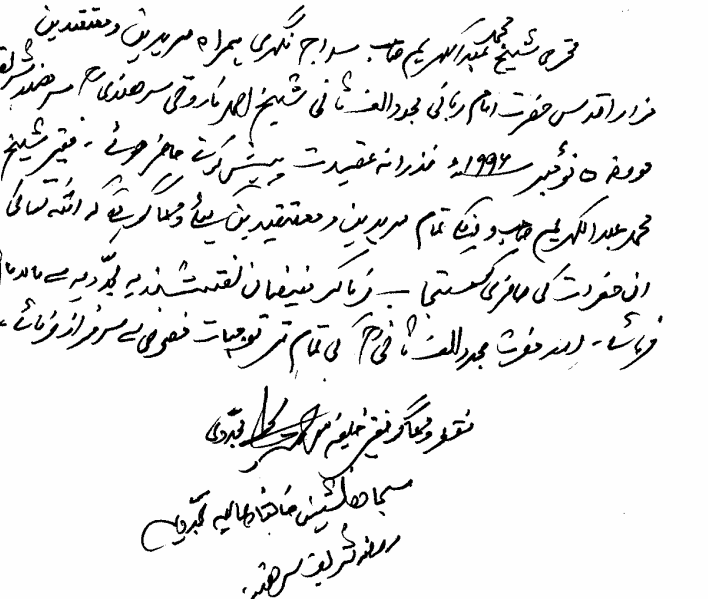

فقط دعاگو فقیر خلیفہ سید محمد یحیی مجددی
سجادہ نشین خانقاہ عالیہ مجددیہ
روضہ شریف سرہند۔

সংকলনে

মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ নুরুল আবছার চৌধুরী
শিক্ষক, সিরাজনগর ফাজিল মাদ্রাসা

আহলে সুন্নাত বনাম আহলে বিদআত পুস্তক প্রণয়নের প্রেক্ষাপট

প্রারম্ভিকা

সম্প্রতি মুফতি তালিব উদ্দীন আহমদ কর্তৃক সংকলিত জনাব নূর উদ্দীন গওহর পুরী ছাহেব ও মুফতী নুরুল্লাহ ছাহেব (বি, বাড়িয়া) কর্তৃক প্রশংসাসুচক অভিমত সম্বলিত 'কোরআন, হাদিস, ফেকাহ ও আরবি গ্রামারের দৃষ্টিতে ইয়া নবী সালাম আলাইকা (নুরুল ইসলাম ওলীপুরী সাহেবের বিরুদ্ধে লিখিত পুস্তিকার জবাব) নামক একটা পুস্তক বাজারে বের হয়েছে।

এতে একদিকে কোরাআন, সুন্নাহ, ফেকাহ ও আরবি গ্রামারের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে প্রকৃত অর্থকে বিকৃত করে নিজের কুমতলব হাসিল করা হয়েছে। অপরদিকে নজদি ওহাবী ভ্রান্ত আকিদাসমূহকে অতি চতুরতার সাথে বহি:প্রকাশ ঘটানো হয়েছে। তাছাড়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিপন্থী বাতিল আকিদাসমূহ প্রসারের মানসে আরবি গ্রামারের মনগড়া ব্যাখ্যা করে পবিত্র মিলাদ মাহফিলে পঠিত মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পঠিত সালাম যেমন–

يا نبى سلام عليك يا رسول سلام عليك

يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك–

পাঠ করাকে নাজায়েয ও ভুল প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে।

আরবি গ্রামারের নাকেরা ও মারেফা প্রসঙ্গ টেনে সুপরিচিত ও অপরিচিত এর ধূয়া তুলে কতকগুলো উদ্ভট যুক্তি পেশ করা হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, বিগত ২৭/১০/১৯৯৯ইং তারিখে গোলাপগঞ্জ থানার বাটুলগঞ্জ মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত মাহফিলে মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলীপুরী সাহেব পবিত্র কোরআন সুন্নাহর অপব্যাখ্যা করত: পবিত্র মিলাদ মাহফিলে পঠিত সালাত ও সালাম পাঠ করা সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করেন। উক্ত মাহফিলে তার প্রদত্ত ও ভ্রান্ত বক্তব্য শুনে স্থানীয় সুন্নি মুসলামানদের নিকট তার আসল চেহারা ফুটে উঠে এবং তার প্রকৃত স্বরূপ উম্মোচিত হয়। তিনি যে প্রকৃত ওহাবী মতবাদের বিশ্বাসী তাও প্রকাশ হয়ে পড়ে। এমনকি স্থানীয় কোন কোন আলেম তার উক্ত অপব্যাখ্যার খণ্ডনে বিভিন্ন বই পুস্তকাদি প্রকাশ করে তার প্রকৃত স্বরূপ সমাজে তুলে ধরেছেন। ফলশ্রুতিতে ওলীপুরী সাহেব ও তার সমর্থকদের ভীষণ গাত্রদাহ শুরু হয়। এতে তিনি ও তার সমর্থকদের শান্ত না স্বরূপ তার শুভাকাঙ্খী মুফতী তালিব উদ্দীন সাহেব 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা' নামক বই লিখে তাদের গাত্রদাহ উপশমের ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন।

তার উক্ত পুস্তিকায় পবিত্র মিলাদ কিয়ামের বিরূপ সমালোচনা সহ আহলে সুন্নাত ওয়ালা জামায়াতের আকিদার পরিপন্থী অনেক ভ্রান্ত আকিদা সমূহের পুনরুল্লেখ করেছেন। এতে সরলমনা সুন্নি মুসলমানগণ বিভ্রান্তির শিকার হওয়ার আশংকা রয়েছে। কারণ উক্ত পুস্তিকায় প্রকৃত সুন্নাতকে বিদআত ও

বিদআতকে সুন্নতরূপে আখ্যায়িত করে নব চক্রান্তের অশুভ সূচনা করা হয়েছে।

এছাড়া নুরুল ইসলাম ওলীপুরী সাহেব 'সুন্নী নামের অন্তরালে' ও কার ফতোয়ায় কে কাফের' নামক দুইটি বই লিখে মুসলিমসমাজকে বিভ্রান্ত করার আরেক অপকৌশল অবলম্বন করছে।

এসে সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য, তালকে তিল, তিলকে তাল বানানোর এক প্রতারণা চালিয়েছেন। নুরুল ইসলাম ওলীপুরীর এ বিভ্রান্ত ও প্রতারনামূলক বইদ্বয়ের খণ্ডন করাও আমি প্রয়োজন মনে করছি। যাতে পাঠকসমাজের কাছে তার মূল হাকিকত প্রকাশ হয়ে পড়ে।

এ সংকটময় মুহূর্তে শরিয়তভিত্তিক সঠিক ফয়সলা মুসলিমসমাজের সমানে উপস্থাপন করা অপরিহার্য কর্তব্য মনে করছি। কেন না ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেসানী শায়খ আহমদ সিরহিন্দী রাদিয়াল্লাহু আনহু লিখিত 'তাঈদে আহলে সুন্নত' নামক কিতাবে একখানা হাদিসশরীফ বর্ণনা করেছেন–

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ظهرت الفتان او البدع فليظهر العالم علمه فان لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ولايقبل الله صرفا وعدلا–

অর্থাৎ 'রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন ফিতনা ফাসাদ অথবা সুন্নত ধ্বংসকারী বিদআত বিপুলভাবে প্রচলন হতে থাকবে, তখন কোরআন সুন্নাহভিত্তিক সঠিক তথ্য জানা সত্ত্বেও যদি কোন আলেম তা

প্রকাশ না করে, তবে তার উপর (এ আলেমের উপর) পড়বে আল্লাহ তা'য়ালার লা'নত, ফেরেশতাদের লা'নত এবং সমস্ত মানুষের লা'নত এমনকি তার কোন ফরয ও নফল বন্দেগী আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না।'

উক্ত হাদিসের মর্মানযায়ী আমাদের ঈমানী দায়িত্ব হল সর্বপ্রকার বাতিল ও বিদআতীদের বিরুদ্ধে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে সোচ্চার হওয়া। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আদর্শ বিচ্যুত ওহাবী আকিদায় অনুপ্রাণিত দেওবন্দী আলেমগণের পদাঙ্খ অনুসারি নুরুল ইসলাম ওলীপুরী ও তার অন্যতম সহকারীর বহু দিনের অপতৎপরতার ফলে 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা' বইয়ের ভ্রান্তি অপনোদনই মূলত: এই বইখানা লেখার মূল প্রেক্ষাপট।

রাসূল প্রেমে উজ্জীবিত ও আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ আমাদের এই পুস্তকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ও তত্ত্বভিত্তিক নব্য ওহাবী ও বিদআতীদের উল্লেখযোগ্য অপপ্রচারের জওয়াব দেয়া হয়েছে।

মনযোগী পাঠকের আন্তরিকতার সাথে বইটি পাঠান্তে তার সত্যতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন ইনশায়াল্লাহ। অনেক সতর্কতা অবলম্বনের পরেও অনিচ্ছাকৃত ভুল থেকে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। সুহৃদয় পাঠকের তথ্যসহ ভুল সংশোধনে সহায়তা করলে সাদরে গৃহীত হবে। পরবর্তী সংস্করণে তা সংযুক্ত করব।

এই পুস্তকখানা রচনায় যারা আমাকে সার্বিক সহযোগিতা, তথ্যপ্রদান ও লেখনীতে অংশগ্রহণ করেছেন, তারা হলেন– আমার স্নেহের উপাধ্যক্ষ মাওলানা শেখ সিরাজুল ইসলাম

আল্ কাদেরী, মোহাম্মদ রহমত আলী (এমএ, বিএড) ও মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ আবু তাহের মিছবাহ। তাদেরকে বিশেষভাবে দোয়া করছি এবং এ পুস্তকখানা প্রকাশনায় যাদের আর্থিক অনুদান রয়েছে তাদের প্রতিও আমার দোয়া রইল।

পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে এই টুকুই কামনা, তিনি যেন আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করে, সত্যানুসন্ধানী মু'মিন মুসলমানদের ঈমান ও আমলকে হেফাজত রাখতে সহায়ক হোন। আমিন, ছুম্মা আমিন। বিহুরমাতে সায়্যিদুল মুরসালীন।

গ্রন্থকার।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আকাইদের দৃষ্টিতে মুসলমানগণ প্রথমত: দুইভাগে বিভক্ত, হকপন্থী ও বাতিলপন্থী। হকপন্থীদের অপর নাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত। আহলে সুন্নাত ওয়াত জামায়াতের খেলাপ বা পরিপন্থী আকিদা যারা পোষণ করে, তারাই বাতিল, গোমরাহ বা বিদআতী ফেরকা।

হকপন্থী একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্টিত থাকবে এবং তারা ইমাম মেহদী আলাইহিস সালামের সঙ্গি হবে।

এ প্রসঙ্গে হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একখানা হাদিস মিশকাতশরীফের ৪৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে। রাসুলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

لاتزال طائفة من امتى على الحق ظاهرين لايضرهم من خالفهم حتى يأتى امر الله — رواه ابوداؤد والترمذى

অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত হক বা সত্যের উপর বিজয়ী থাকবে। তাদের বিরোধী কোন (বিদআতী) দল তাদেরকে ক্ষতি করতে পারবে না।

অনুরূপ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত অপর এক হাদিস মিশকাতশরীফের ৩০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে। রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

ان بنى اسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق امتى على ثلث وسبعين ملة كلهم فى النار الاملة واحدة قالوا من هى يارسول الله قال ما انا عليه واصحابى– رواه الترمذى

অর্থাৎ 'বনী ইসরাইল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে এবং একদল ব্যতীত বাকী সব দলই জাহান্নামী হবে, এতদ শ্রবণে সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই নাজাত বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোনটি? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন– ما انا عليه واصحابى 'আমি এবং আমার সাহাবীগণ যে মতাদর্শের (যে আকিদার) উপর রয়েছি।' (ইহাই নাজাতপ্রাপ্ত দল)

উক্ত হাদিসশরীফের ব্যাখ্যায় মিশকাতশরীফের শরাহ মিরকাত নামক কিতাবের ১ম খণ্ড ২০৫ পৃষ্ঠায় আল্লামা মূল্লা আলী ক্বারী রাদিয়াল্লাহু আনহু উল্লেখ করেন–

فلا شك ولا ريب انهم هم اهل السنة والجماعة–

অর্থাৎ 'নিঃসন্দেহে উপরোক্ত হাদিসে উল্লেখিত নাজী বা বেহেশতী দলই হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত।
আকাইদ বা কালাম শাস্ত্রের অন্যতম গ্রন্থ 'শরহে আকাইদে নাসাফী' নামক কিতাবের ৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে–

ما وردبه السنة ومضى عليه الجماعة فسموا اهل السنة والجماعة–

অর্থাৎ 'যা 'সুন্নত' দ্বারা প্রমাণিত এবং যার উপর 'জামায়াতে সাহাবা' প্রতিষ্ঠিত এরই নাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত।'
উল্লেখ্য যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সাহাবায়ে কেরামের আকাইদের অনুরূপ এবং তাদের আমলে আসল বা মূল সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পাওয়া যায়।
বাতিলপন্থী বিদআতী ৭২ দলে বিভক্ত। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ বিন আহমদ মাহমুদ নাসাফী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'তাফসিরে মাদারিক' নামক কিতাবের ২য় খণ্ড ৪০ পৃষ্ঠায় ان هذا صراطى مستقيما الخ আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় নিম্বলিখিত হাদিসখানা বর্ণনা করেছেন–

روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا مستويا ثم قال هذا سبيل الرشد وصراط الله فاتبعوه ثم خط على كل سبيل منها شيطان يدعوا اليه فاجتنبوها وتلاهذة الاية ثم يصير كل واحد من الاثنى عشر طريقا ستة طرق فتكون اثنين وسبعين وعن ابن عباس رضى الله عنهما هذه الايات محكمات لم ينسخهن شئ من جميع الكتب–

অর্থাৎ 'বর্ণিত আছে, নিশ্চয়ই রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা একটি সোজা রেখা টেনে বললেন, এটাই হেদায়েতের পথ ও আল্লাহর পথ তোমরা ইহাকে অনুসরন কর। অতঃপর সোজা রেখার উভয় পার্শ্বে আরও ছয়টি রেখা টানলেন, অতঃপর বললেন, এই প্রত্যেকটি রাস্তার উপর শয়তান অবস্থান করে তোমাদেরকে (পথভ্রষ্ট করার জন্য) তার দিকে ডাকছে। সুতরাং তোমরা উহা থেকে বেঁচে থাক। এ নির্দেশ দিয়ে উপরোক্ত আয়াতখানা তেলাওয়াত করলেন। অতঃপর ছয়টি রেখার প্রত্যেকটি রেখাতে ১২টি করে পথ চিহ্নিত করলেন। সুতরাং উহাদের প্রত্যেকটি ১২ ভাগে বিভক্ত হয়ে (৬*১২=৭২) দল হয়েছে।'

পীরানে পীর দস্তেগীর গাউছুল আ'জম শায়খ সৈয়দ মহিউদ্দিন আব্দল কাদির জিলানী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'গুনিয়াতু ত্বালিবীন' নামক কিতাবের ১৪৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

فاصل ثلث وسبعين فرقة عشرة اهل السنة والخوارج والشيعة والمعتزلة المرجية والمشبهة والجهمية والضرارية والنجارية والكلابية فاهل السنة طائفة واحدة والخوارج خمس عشر فرقة والمعتزلة ست فرقة والمرجية اثنا عشر فرقة والشيعة اثنتان وثلثون فرقة والجهمية والنجارية والضرارية والكلابية كل واحدة فرقة واحدة والمشبهة ثلث فرق فجميع ذلك ثلث وسبعين فرقة على مااحبربه النبى صلى الله عليه وسلم واما الفرقة الناجية فهى اهل السنة والجماعة–

অর্থাৎ 'সহীহ হাদিসশরীফ মোতাবেক আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভবিষ্যতবানী অনুযায়ী

আখেরী জামানায় মুসলিম উম্মাহর দল-উপদলের সংখ্যা ৭৩ (তেয়াত্তর)। যা মূলতঃ প্রধান দশটি দলের শাখা-প্রশাখা।

১। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ১ (এক) দল।

২। খারেজী (বহুবচন খাওয়ারিজ) ১৫ (পনের) দল।

৩। শিয়া ৩২ (বত্রিশ) দল।

৪। মু'তাজিলা ৬ (ছয়) দল।

৫। মুরজিয়া ১২ (বারো) দল।

৬। মুশাব্বিহা ৩ (তিন) দল।

৭। জাহমিয়া ১ (এক) দল।

৮। নাজ্জারিয়া ১ (এক) দল।

৯। দারারিয়া ১ (এক) দল।

১০। কালাবিয়াহ ১ (এক) দল।

মোট ৭৩ (তেয়াত্তর) দল।

উপরোক্ত ৭৩ (তেয়াত্তর) দলের মধ্যে কেবলমাত্র আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত নাজাতপ্রাপ্ত দল।'

প্রসঙ্গত একথা প্রনিধানযোগ্য যে, আশারিয়া মাতুরিদীয়া, চার মাযহাব যথা: হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী, চার তরিকা যথা: কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নক্সবন্দীয়া, মুজাদ্দেদীয়া, সবাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত। তাদের সকলের আকাইদ এক ও অভিন্ন। আকাইদে কোন প্রার্থক্য নেই, তাই তারা একই দলের মধ্যে পরিগণিত। এতদ্ব্যতিত বাকি উল্লেখিত ৭২ (বায়াত্তর) দলের সকলেই বাতিল ফেরকাভুক্ত।

আহলে ছুন্নত ওয়াল জামায়াতের উলেখযোগ্য বিশেষ বিশেষ আক্বাঈদ

আক্বীদা (এক) : আলাহ্ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর পবিত্র যাত (সত্ত্বা), ছিফাত (গুণাবলী) কার্যাবলী ইত্যাদিতে কোন শরীক বা অংশীদার নেই। তিনি ওয়াজিবুল ওজুদ অর্থাৎ এমন এক বিরাট অস্তিত্ব যার হওয়া নিতান্ত দরকার এবং না হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আলাহ ওয়াজিবুল অজুদ তথা চিরঞ্জীব, অনাদি, অনন্ত, যার শুরুও নেই, শেষও নেই, তিনি নিরাকার, অক্ষয়, সাদৃশ্যহীন, অব্যয় এবং তাঁর ইলিম ও কুদরত সর্বত্র বিরাজমান। তিনি আপন অস্তিত্ব রক্ষার্থে কারও সাহায্যপ্রার্থী নহেন। ইসলামী আক্বাঈদে ওয়াজিবুল অজুদ একমাত্র আলাহ্ তা'য়ালা। (শরহে আক্বাঈদে নছফী)

আক্বীদা (দুই) : আলাহ তা'য়ালার যাত ও ছিফাত ব্যতিত বাকী সব আছে বা সৃষ্ট অর্থাৎ যা পূর্বে ছিল না, পরে তা অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। (শরহে আক্বাঈদে নছফী)

আক্বীদা (তিন) : আলাহ সকল কামালিয়াত বা পরিপূর্ণতার ও সৌন্দর্যের আধার। তিনি যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে পূতঃপবিত্র অর্থাৎ – তার মধ্যে কোন প্রকার দোষ-ত্রুটি হওয়া অসম্ভব। এমনকি পরিপূর্ণও নয়, ত্রুটিপূর্ণও নয় এরকম হওয়াটাও অসম্ভব। যেমন– মিথ্যা, ধোকাবাজি, ওয়াদাভঙ্গ, অত্যাচার, অজ্ঞতা, নির্লজ্জতা ইত্যাদি। দোষ তার থেকে প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ– সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। (শরহে আক্বাঈদে নছফী)

আক্বীদা (চার) : হায়াত, কুদরত, শোনা, দেখা, বাকশক্তি, ইলিম ও ইচ্ছা হচ্ছে তাঁর নিজস্ব ছিফাত বা গুণাবলী। কিন্তু কান, চোখ ও মুখ দিয়ে শোনা, দেখা ও কথা বলা আলাহ তা'য়ালার শানবিরোধী। (শরহে আক্বাঈদে নছফী)

আক্বীদা (পাঁচ) : আলাহ তা'য়ালা চক্ষু ব্যতিত দেখেন, কর্ণ ব্যতিত শুনেন, দিল ব্যতিত জ্ঞান রাখেন, হস্ত ব্যতিত ধরণ এবং যন্ত্র ব্যতিত সৃষ্টি করেন। তার গুণ সৃষ্টির গুণের তুল্য নহে। তাঁর অস্তিত্ব, অস্তিত্বের তুল্য নহে। (ইয়াহইয়াউল উলুমুদ্দিন ১ম জিলদ ৫৪ পৃ.)

আক্বীদা (ছয়) : আলাহ তায়ালা অশরীরি, নিরাকার, পরিমাণ শূন্য, সাদৃশ্যহীন, অবিভাজ্য, অণু-পরমাণু শূন্য। তাঁর দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ নেই, কোন জিনিষের দ্বারা তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় না। তিনি কোন জিনিসের তুল্য নহেন। তিনি পরিমাণের ভিতর সীমাবদ্ধ নহেন, কোন স্থানের ভিতর তিনি নিবদ্ধ নহেন, কোন দিক তাকে বেষ্টন করতে পারে না। আছমান ও জমিন তাকে লুকিয়ে রাখতে পারে না। তিনি পরিশ্রম, বিশ্রাম স্থিতি, স্থান পরিবর্তন হতে মুক্ত। (এই ইয়ায়ে উলুমিদ্দীন ১ম জিলদ ৫৩ পৃ.)

আক্বীদা (সাত) : আলাহ তা'য়ালা খালিক বা সৃষ্টিকর্তা যার কোন আরম্ভও নেই, শেষও নেই। আলাহর হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামকে আলাহ তা'য়ালা সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টিকুলের মধ্যে অতুলনীয় সৃষ্ট। আল-

াহর হাবীব সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের নূর মোবারক, আলাহ তা'য়ালার সর্বপ্রথম সৃষ্টি। (মাওয়াহিবে লাদুনীয়া)

আক্বীদা (আট) : আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদুর রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম ওহী প্রাপ্তির পূর্বে ও পরে এক মুহূর্তের জন্যেও কবীরা-ছগীরা কোনরূপ গোনাহের কাজ করেননি এত কারো দ্বিমত নেই, যেমন ইমামে আজম আবু হানীফা (রা.) ফিকহে আকবর নামক কিতাবে উলেখ করেছেন। (তাফছীরাতে আহমদীয়া ২৮ পৃ.)

আক্বীদা (নয়) : হুজুরে পাক সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর পবিত্র সত্তা প্রথম থেকেই এমন পবিত্র এবং সুসজ্জিত ছিল যে, কোন রকম দোষ-ত্রুটির হস্ত তাঁর ইজ্জত ও বুজুর্গীর আচল স্পর্শ করতে পারে নি। যেমন কবি বলেছেন–

به تعلیم وادب اور اچه حاجت

که او خود زاغا زآمد مؤدب

অর্থাৎ– 'কবি বলেছেন তালীম ও আদব গ্রহণ করার তো তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। কেননা তিনি সক্রিয়ভাবে আদবশীল হয়ে আবির্ভুত হয়েছেন।'

আক্বীদা (দশ) : রাসূলেপাক সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম খাতামুন্নাবীয়ীন অর্থাৎ সর্বশেষ নবী। আলাহ তায়ালা হুজুর সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের উপর নবুয়্যত সমাপ্ত

করেছেন। আলাহর হাবীবের যুগে এবং তারপরে কেয়ামত পর্যন্ত কোন নবী জন্মলাভ করতে পারেনা।

যে ব্যক্তি আলাহর হাবীবের যুগে বা পরে অন্য কোন নবী হতে পারে বলে আক্বীদা রাখে বা নবুয়্যতের দাবি করে নিঃসন্দেহে সে কাফের। (আক্বীদায়ে হাক্কা)

পাঞ্জাবের কুখ্যাত গোলাম আহমদ কাদিয়ানী গং নিজেকে নবী দাবি করার দরুণ সর্বসম্মতভাবে কাফের হয়েছে। বর্তমানেও তার অনুসারীরা নিজেকে আহমদী মুসলিম হিসাবে পরিচয় দিলেও তারা মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আক্বীদা (এগারো) : আলাহর হাবীব সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম হায়াতুন্নবী বা স্বশরীরে জিন্দা। তাঁর ওফাত শরীফ হয়েছে অর্থাৎ দেহ মোবারক থেকে রুহ মোবারক পৃথক করা হয়েছে এবং পুনরায় তাঁর রুহ মোবারক তাঁর দেহ মোবারকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওফাত শরীফের পূর্বে তিনি যে অবস্থায় ছিলেন ঠিক সেই অপরিবর্তনীয় অবস্থায় আসমান ও জমিনের যে কোন স্থানে ইচ্ছা করলে পরিভ্রমণ করে থাকেন। রওজা শরীফ থেকে স্বশরীরে বাহির হওয়ার অনুমতি তাকে প্রদান করা হয়েছে এবং সাথে সাথে তছররূফ করার ক্ষমতাও প্রদান করা হয়েছে।

আলামা জালালুদ্দিন ছুয়ুতী (রা.) সকল নবী সম্পর্কে এ মত পোষণ করেছেন। (তাফছীরে রুহুল মায়ানী ৮ম খণ্ড ৩৬ পৃষ্ঠায় (খাতামুন নবীঈন এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উলেখ রয়েছে)।

আক্বীদা (বারো) : রাসূলে পাক সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল-াম প্রকৃত হায়াতে সদা জীবিত ও অক্ষুণ্ন রয়েছেন এবং আমলসমূহের প্রতি হাজির ও নাজির আছেন। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম একমত পোষণ করেছেন। (আখরারুল আখইয়ার এর হাশিয়া শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দীছে দেহলভী (র.)।

আক্বীদা (তেরো) : (عالم الغيب) আলিমূল গায়েব হওয়া একমাত্র আলাহ তায়ালার জন্য খাছ। যেমনিভাবে রহমান, কাইয়ুম, কুদ্দুছ প্রভৃতি আলাহ তায়ালার খাছ ছিফতী নাম। কিন্তু এর মর্ম এই নয় যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের বেলায় এলমে গায়েবের হুকুম ছাবিত নয়। নিশ্চয় আলাহ প্রদত্ত ইলমে গায়েব আম্বিয়ায়ে কেরামের জন্য এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের ফয়েজ ও বরকতে আউলিয়ায়ে কেরামের জন্যও প্রমাণিত আছে। (অনওয়ারে রেজা ১৩৪ পৃ.)

উলেখ্য যে, আলাহ তা'য়ালা তাঁর হাবীব সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামকে গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এজন্য তিনি হচ্ছেন নবী। আর নবী শব্দের অর্থই হচ্ছে গায়েবের সংবাদদাতা। (শিফা শরীফ ১ম খণ্ড ২৫০ প্র.)

আক্বীদা (চৌদ্দ) : রাসূলেপাক সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বাহ্যিক ছুরতে বশরী বা মানবীয় এবং বাতেনী দিক দিয়ে তাঁর হাকীকত হলো মানুষের গুণাবলীর অতি উর্ধ্বে। তিনি অন্যান্য মানুষের মত নন, বরং তিনি সৃষ্টির মধ্যে অতুলনীয়।

তবে যে ব্যক্তি মতলকান বা সাধারণত রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামর বাশারিয়ত বা মানবত্বকে অস্বীকার করবে সে কাফের হিসেবে গণ্য হবে।

قل فسبحن ربى هل كنت الا بشرا رسولا

অর্থাৎ– 'আলাহ তায়ালা কালামে পাকে নিজেই এরশাদ করেন : আপনি বলুন পবিত্রতা আমার প্রতিপালকের জন্য। আমি কে হই? কিন্তু মানুষ আলাহরই প্রেরিত।' (সূরা বনী ইছরাইল আয়াত নং ৯৩)

ফতওয়ায়ে রেজভীয়া ৬ষ্ঠ খণ্ড ৬৭ পৃষ্ঠা, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন (রা.)।

আক্বীদা (পনেরো) : রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল-াম আলাহর নূর যেহেতু হযরত জাবির ইবনে আব্দুলাহর বর্ণিত হাদীছে, আলাহর হাবীব নিজেই এরশাদ করেছেন–

ان الله تعالى خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره – الحديث

অর্থাৎ– 'আলাহ তা'য়ালা সমুদয় বস্তু সৃষ্টির পূর্বে তাঁর আপন নূর হতে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন।'

আলামা জারকানী (রা.) এ হাদীছে উলেখিত (من نوره) মিননুরিহী এর ব্যাখ্যায় বলেন–

اى من نور هو ذاته لا .بمعنى انها مادة خلق نوره منها بل .بمعنى تعلق الارادة به بلا واسطة شئ فى وجوده–

অর্থাৎ– 'আলাহর হাবীব আলাহর জাতি নূর থেকে সৃষ্টি কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আলাহর জাত রাছুলে পাক ছাল-ালাহু আলাইহি ওয়া সালামের সৃষ্টির মোদ্দা বা মূল ধাতু বরং

ইহার অর্থ এই যে, রাছুলালাহ ছালালাহু আলাইহি ওয়াছাল-ামের নূর মোবারক সৃষ্টি করার মধ্যে আলাহ পাকের এরাদা বা ইচ্ছায় সম্পর্ক সরাসরি অর্থাৎ কোন কিছুর মাধ্যম ছাড়াই প্রথম নূরে মোহাম্মদী সৃষ্টি করেছেন। (জারকানী শরীফ, মজমুয়ায়ে ফাতাওয়া মাও. আব্দুল হাই লাকনভী)

উলেখ্য যে, আলাহর জাত থেকে সৃষ্টি হওয়ার অর্থ এই নয় যে আলাহর জাত রাসূলেপাক সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের জাতের মাদ্দা বা মূল ধাতু (নাউজুবিলাহ) এর অর্থ এও নয় যে, আলাহর জাতের কোন অংশ বা টুকরো বা আলাহর কুল বা সম্পূর্ণ জাত নবী হয়ে গিয়েছেন। (নাউজিবলাহ)।

মহান আলাহ অংশ টুকরো এবং কোন কিছুর সহিত একীভূত হওয়া এবং কোন বস্তুর মধ্যে হুলুল বা মিশ্রিত হওয়া থেকে পাক ও পবিত্র।

হুজুর সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বা অন্য কোন বস্তুকে আলাহর জাতের অংশ, টুকরো আক্বীদা রাখা কুফুরী। (ছিফাতুছ্ছফা ফি নূরিল মোস্তফা ইমাম আহমদ রেজা খাঁন (রা.)।

মোদ্দাকথা হলো এই যে, আলাহপাক সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন তা আলাহর হাবীবের নূর মোবারক।

আক্বীদা (ষোলো) : রাসূলেপাক সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল-ামার মে'রাজ স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায় সম্পন্ন হয়েছে। মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকছা পর্যন্ত এবং সেখান থেকে ঊর্ধ্বারোহণ করে সপ্তাকাশ, বায়তুল মামুর, সিদরাতুল

মুন্তাহা, আরশে আজীম হয়ে লামাকান পর্যন্ত ভ্রমণ করে আলাহর দিদার বা দর্শন লাভ করেছেন।

উলেখ্য যে, নবী করীম সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের মে'রাজ রজনীতে কোন স্থানে বা সৃষ্টিজগতে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। কেননা তিনি তাঁর জড় অস্থিত্বে অন্ধকার অতিক্রম করে নূরের অস্তিত্বে বিদ্যমান ছিলেন। এ জন্যেই কোরআন মজীদে আলাহ তা'য়ালা তাকে নূর বলে আখ্যায়িত করে এরশাদ করেছেন–

قد جاء كم من الله نور وكتاب مبين

অর্থাৎ– 'নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আলাহর পক্ষ হতে এক মহান নূর (মুহাম্মদুর রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম) ও সুস্পষ্ট কিতাব (কোরআন মজীদ) এসেছে।' (তাফছীরে রুহুল বয়ান ১ম খণ্ড ৩৯৫ পৃ.)

আক্বিদা (সতেরো) : কিয়ামত দিবসে আলাহপাক তাঁর প্রিয় হাবীব মোহাম্মদ মোস্তফা সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামকে মাকামে মাহমুদ দান করবেন। আলাহপাক নিজেই এরশাদ করেছেন–

عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا

অর্থাৎ– অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে অধিষ্ঠিত করবেন মাকামে মাহমুদ বা প্রশংসিত স্থানে।

এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর সহীহ বোখারীশরীফের বর্ণনা মতে হুজুর সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর খেদমতে আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলালাহ মাকামে মাহমুদ কী?

তদুত্তরে মাহবুকে খোদা সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বললেন– هو الشفاعة তা হচ্ছে শাফায়াত।

অর্থাৎ– কিয়ামত দিবসে আলাহর হাবীব সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম শাফায়াত বা সুপারিশ করার জন্য অধিকারপ্রাপ্ত হবেন এবং হুজুর সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর সুপারিশের বদৌলতে আলাহপাক অনেক বড় বড় গোনাহগার উম্মতকে মাফ করে বেহেশ্‌ত দান করবেন।

সকল মুফাসসিরানে কেরাম এর উপর ইজমা বা ঐকমত্যপোষণ করেছেন যে, মাকামে মাহমুদ হলো মাকামে শাফায়াত। আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে স্থানে অবস্থান করে সর্বপ্রথম শাফায়াত করবেন সে স্থানকেই মাকামে মাহমুদ বলা হয়ে থাকে। মাকামে মাহমুদের অধিকারী হওয়া একমাত্র আমাদের শীর তাজ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই সুমহান মর্যদা। (শাফায়াতে মোস্তফা, ইমাম আহমদ রেজাখাঁন রাদিয়াল্লাহু আনহু)

উল্লেখ্য যে, যখন আল্লাহর হাবীব মাকামে মাহমুদে অবস্থান করবেন তখন হাশরবাসীগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উচ্চ মর্যাদা দেখে শত্রুমিত্র সকলই তাঁর প্রশংসা করতে থাকবে। এ জন্যই ইহাকে মাকামে মাহমুদ বা প্রশংসিত স্থান বলা হয়।

এ প্রসঙ্গে গাউছুল আ'জম, হযরত আব্দুল কাদির জিলানী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'গুনিয়াতু ত্বালেবীন' নামক কিতাবে ১২২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

اهل السنة يعتقدون ان الله يجلس رسوله ونبيه المختار على سائر رسله وانبيائه معه على العرش يوم القيمة–

অর্থাৎ 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা হল, কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তা'য়ালা সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের উপরে সর্বোচ্চ আসন আরশের উপর তাঁর হাবীব মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বীয় রহমত ও মহব্বতের সাথে বসাবেন।'

অতঃপর গাউছুল আ'জম রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর দাবির স্বপক্ষে চারখানা হাদিস উল্লেখ করেন। যার সারাংশ হল আল্লাহর হাবীবকে আরশে বসানো হবে আবার কখনও কুরসিতে বসানো হবে।

আল্লামা শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দিসে দেহলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'মাদারিজুন নবুওয়াত' নামক কিতাবের ফজিলতে শাফায়াত ও মাকামে মাহমুদ অধ্যায়ে উল্লেখ করেন–

'হাদিসশরীফে রয়েছে আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে (আল্লাহর হাবীবকে) আরশের ডান দিকে দণ্ডায়মান করাবেন এবং কোন এক রেওয়াতে রয়েছে– আরশের উপর বসাবেন এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে কুরসির উপর বসাবেন।'

মোদ্দাকথা হল হাশরের দিন আল্লাহ তা'য়ালা রহমত ও কুদরত আরশ ও কুরসির উপর জলওয়াগীর বা প্রকাশ হবে এবং আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাবীবকে কোন সময় আরশের উপর বসাবেন, কোন সময় আল্লাহর হাবীব আল্লাহর মর্জিতে আরশের ডান দিকে দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকবেন। সর্ব্বাস্থায়

মাহবুবে খোদা উম্মতের শাফায়াত করতে থাকবেন। ইহাকেই মাকামে মাহমুদ বলা হয়ে থাকে। তখনই হবে প্রমাণ নবীর শান যে কত মহান। (সুবহানাল্লাহ)

হযরত শেখ সাদী রাদিয়াল্লাহু আনহু কতইনা সুন্দর বলেছেন–

حجصاكن بلكن بلنک بلكن

অর্থাৎ 'রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহর হাবীব, সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে এমন শ্রেষ্টত্বের অধিকারি যে, আল্লাহর আরশ হচ্ছে তাঁর হাবীবের হেলানের স্থান।'

নজদী ওহাবী ফিতনা

আরবের মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর ভ্রান্ত আকিদার সমর্থকগণকে ওহাবী বলা হয়ে থাকে।

মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী ১১১১ হিজরি মোতাবিক ১৭০৩ ইং সনে আরবের নজ্‌দ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করে এবং ১২০৬ হিজরি মোতাবেক ১৭৮৭ সালে ৯৭ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

সে দ্বীন ইসলামের অফুরন্ত ক্ষতি সাধন করে এবং পূর্ববর্তী খারেজী দলের ভ্রান্ত আকিদাকে নতুন অবয়বে প্রকাশ করে।

সে খারেজীদের অনুসরণে এমন কতগুলো বিভ্রান্তিমূলক মনগড়া ফত্ওয়া প্রদান করে, যার ফলশ্রুতিতে দুনিয়ার সমস্ত সুন্নি মুসলমানগণকে মুশরিক বা কাফিরের গণ্ডিতে আবদ্ধ করার দুঃসাহস করেছে। কারণ সে নিজের মনগড়া মতকে একমাত্র তাওহীদবাদী বলে পরিচয় দিত এবং তার মুখালিফ বা বিরুদ্ধবাদী মুসলমানদেরকে মুশরিক মনে করত।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাদিয়াল্লাহু আনহু রদ্দুল মোহতার (ফত্ওয়ায়ে শামী) নামক কিতাবের ৪র্থ খণ্ড ২৬২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

كما وقع فى زماننا فى اتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشركون واستباحوا بذلك قتل اهل السنة وقتل علمائهم حتى كسر الله تعالى شوكتهم وخرب بلادهم وظفربهم عساكر المسلمين عام ثلاث وثلاثين ومأتين والف–

অর্থাৎ 'আল্লামা শামী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যেমন আমাদের যুগে ইবনে আব্দুল ওহাবের অনুসারীদের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তারা নজদ থেকে বের হয়ে এবং হারামাইন তথা মক্কাশরীফ ও মদিনাশরীফের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। তারা নিজেদেরকে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারি বলে পরিচয় দিত, কিন্তু তারা আকিদা রাখতো যে, তারাই শুধু একমাত্র মুসলমান, আর তাদের আকিদার মুখালিফ বা বিপরীত যারা সবাই মুশরিক।'

এজন্য তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারি মুসলমানগণ ও সুন্নি উলামায়ে কেরামগণকে হত্যা করা জায়েয বলে ধারণা করত। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাদের শক্তিকে চুর্ণ করে দেন, তাদের শহর (আবাসভূমি) গুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং ১২৩৩ হিজরি সনে তাদের বিরুদ্ধে মুসলমান মোজাহিদগণকে তাদের উপর বিজয়ী করে দেন।

অনুরূপ আল্লামা শায়েখ আহমদ সাভী মালেকী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'তাফসিরে সাভী' নামক কিতাবের ৩য় খণ্ড ৩০৭/৩০৮ পৃষ্ঠায় সূরা ফাতিরে–

الذين كفروا لهم عذاب شدشد الخ

আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন–

هذه الاية نزلت فى الخوارج الذين يحرفون تاويل الكتاب والسنة ويستحلون بذلك دماء المسلمين واموالهم كما هو مشاهد الان في نظائرهم وهم فرقة بارض الحجاز يقالهم الوهابية–

অর্থাৎ 'এই আয়াতে কারীমা দ্বারা খারেজী ফেরকার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই দলের সাধারণ পরিচিতি হল, তারা কোরাআন সুন্নাহর বিকৃত ও মনগড়া ব্যাখ্যা করে থাকে, এই কারণেই তারা মুসলমানদের জানমাল ধ্বংস করা হালাল মনে করে।

যেমন বর্তমানেও তাদের নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান রয়েছে, তারা হলো, হেজাজ ভূখণ্ডের একটি ফেরকা বা দল যাদেরকে ওহাবী বলা হয়ে থাকে।'

আল্লামা শামী ও আল্লামা সাভী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এর উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো–

(এক) মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাব নজদী ও তার সমর্থকগণ বাতিল আকিদায় বিশ্বাসী।

(দুই) ওহাবীদের আকিদা হলো তারাই একমাত্র মুসলমান। তারা ব্যতীত বাকী সবাই মুশরিক, সুতরাং মুসলমানদের জানমাল তাদের জন্য বৈধ।

(তিন) এজন্য তারা (ওহাবীরা) সুন্নি মুসলমান ও সুন্নি উলামায়ে কেরামকে মুশরিক মনে তাদেরকে হত্যা করা জায়েজ বলত। এ বদ-আকিদার ভিত্তিতেই তারা হারামাইন শরীফাইন তথা মক্কাশরীফে ও মদিনাশরীফে আক্রমণ করেছিল। এবং এ পবিত্র শহরদ্বয়ের অধিবাসী সুন্নি মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল এবং তাদের জান-মালকে ধ্বংস করেছিল।

(চার) বিশ্ব মুসলিমকে প্রতরণা করার মানসে তাদের বদ-আকিদাকে গোপন রেখে নিজেদেরকে হাম্বলী মাযহাব ভূক্ত বলে পরিচয় দিত।

উসূলে ফেকাহর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'নুরূল আনোয়ার' নামক কিতাবের ২৪৭ পৃষ্ঠায় ইজতেহাদের বয়ানে আল্লামা মূল্লা জিউন রাদিয়াল্লাহু আনহু উল্লেখ করেন–

فان المخطى فيها كافر كاليهود والنصارى اومضلل كالروافض والخوارج والمعتزلة ونحوهم–

অর্থাৎ 'আকইদ সংক্রান্ত বিষয়ে যদি কেহ ভুল করে, তাহলে সে ইহুদী ও নাসারাদের মতই কাফের হবে, অথবা রাফেজী, খারেজী, মু'তাজেলী প্রভৃতি বাতিলপন্থীদের মত গোমরাহ হবে।

আল্লমা আব্দুল হালীম লাখনবী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'নুরুল আনোয়ার' নামক কিতাবের হাশিয়ায় نحوهم এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন–

قوله ونحوهم كالوهابى المنكر للشفاعة

অর্থাৎ 'ওহাবীরা রাফেজী, খারেজী ও মু'তাজিলীদের মতই একটি গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট দল। কারণ তারা শাফায়াতে রাসূল অর্থাৎ নবীর শাফায়াতকে এনকার বা অস্বীকার করে।

পাকভারত উপমহাদেশে ওহাবী ফিতনার অনুপ্রবেশ

পাকভারত উপমহাদেশে ওহাবী ফিতনার অনুপ্রবেশ ও এর সুত্রপাত যাদের মাধ্যমে সংগঠিত হয়েছিল তাদের মধ্যে মৌলভী ইসমাইল দেহলভী অন্যতম (নিহত ১৮৩১ইং)

সে আরবের কুখ্যাত মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর প্রণীত কিতাবুত তাওহীদ এর তত্ত্বানুসারে উর্দু ভাষায় তাকভীয়াতুল ঈমান নামক একটি কিতাব রচনা করে এবং ইহা বহু সংখ্যা মুদ্রিত করে সারা উপমহাদেশে বহুল পরিমাণে তা প্রচার করে। ফলে তার প্রণীত 'তাকভীয়াতুল ঈমান' কিতাবটি সমগ্র ভারতবর্ষে ওহাবী ফিতনার সুতিকাগার হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এবং ওহাবী ফিতনার সূত্রপাত ঘটে।

প্রসঙ্গত আরো উল্লেখ যে, শাহ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দিসে দেহলভী (রা.) ও মোজাহিদে মিল্লাত আল্লামা ফজলে হক খায়রাবাদী উভয়ে পর্যায়ক্রমে যে মুহূর্তে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফত্ওয়া প্রদান করে ভারতীয় মুসলমানদেরকে সোচ্চার ও জেহাদী চেতনায় উজ্জীবিত করছিলেন এবং তাদের আপসহীন নেতৃত্বে মুসলমানদের আজাদী আন্দোলনের কার্যকরী পদক্ষেপ নিচ্ছিলেন ঠিক সে সময়ে মৌলভী ইসমাইল দেহলভীর লিখিত ঈমান বিধ্বংসী, ফেতনা ও অনৈক্য সৃষ্টিকারী কিতাব 'তাকভীয়াতুল ঈমান' প্রচারের ফলে মুসলমানদের বৃহত্তর ঐক্য ও আজাদী আন্দোলনে ইহা

বিরাট আঘাত হানে। ফলশ্রুতিতে এই উপমহাদেশে ইংরেজ স্বার্থ ও উপরোক্ত ঈমান বিধ্বংসী কিতাব 'তাকভীয়াতুল ঈমান' এর অপতত্ত্ব ও ভ্রান্ত মতবাদসমূহ হারামাইন শরীফাইন তথা মক্কাশরীফ ও মদিনাশরীফের উলামায়ে কেরাম ও মুফতিয়ানে এজাম অবগত হয়ে এবং বিভ্রান্তির কবল থেকে মুসলিমসমাজকে মুক্তির লক্ষ্যে 'তাকভীয়াতুল ঈমান' ও এর লেখক মৌলভী ইসমাইল দেহলভীর বিরুদ্ধে ফত্ওয়া প্রদান করেন। যা আল্লামা কাজী ফজল আহমদ লুদিয়ানবী 'আনোয়ারে আফতাবে সাদাকাত' নামক কিতাবের ১ম খণ্ড ৫৩৩ পৃষ্ঠায় সংকলন করেন। তা হুবহু নিম্নে তুলে ধরা হলো–

لا شك فى بطلان منقول من تقوية الايمان بكونه موافقا للنجدية ماخوذ من كتاب التوحيد لقرن الشيطان وايضاله نسبت تقوية الايمان ومولف ان هذ الدجال والكذاب استحق اللعنة م الله تعالى وملئكة واولى العلم وسائر العلمين الخ ...

অর্থাৎ 'মৌলভী ইসমাইল দেহলভী তাকভীয়াতুল ঈমান নামক কিতাব রচনা করেছেন, ইহা নিঃসন্দেহে আব্দুল ওহাব নজদীর কিতাবুত তাওহীদ যা শয়তানের শিং এর অনুকরণে লেখা হয়েছে। এই কিতাবটির রচয়িতা দাজ্জাল কাজ্জাব যা আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ, বিচক্ষণ উলামায়ে কেরাম এবং সমস্ত সৃষ্টিকুলের পক্ষ থেকে লা'নত বা অভিশাপ পাওয়ার যোগ্য।

উক্ত ফত্ওয়ার মধ্যে মক্কা ও মদিনাশরীফ এর যে সকল উলামায়ে কেরাম ও মুফতিয়ানে এজাম স্বাক্ষর করেছিলেন তাদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১। আবদুহু জামান শায়খ ওমর, মক্কা মুয়াজ্জমা।

২। আহমদ দাহলান, মক্কা মুয়াজ্জমা।

৩। আবদুহু আব্দুর রহমান, মক্কা মুয়াজ্জমা।

৪। মুফতি মুহাম্মদ আলকবী, মক্কা মুয়াজ্জমা।

৫। সৈয়দ আল ওয়াছউদ আলহানাফী মুফতি, মদিনা মুনাওয়ারা।

৬। মোহাম্মদ বালী, খতিব, মদিনা মুনাওয়ারা।

৭। সৈয়দ ইউসুফ আল আরাবী, মদিনা মুনাওয়ারা।

৮। সৈয়দ আবু মোহাম্মদ তাহির সিদ্দেকী, মদিনা মুনাওয়ারা।

৯। মোহাম্মদ আব্দুস সা'য়াদাত, খতিব, মদিনা মুনাওয়ারা।

১০। আব্দুল কাদির দিতাবী, মদিনা মুনাওয়ারা।

১১। মৌলভী মোহাম্মদ আশরাফ খুরাসানী, বেলাওয়াতী মদিনা মুনাওয়ারা।

১২। শামছুদ্দিন বিন আব্দুর রহমান, মদিনা মুনাওয়ারা। রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ। (আনোয়ারে আফতাবে সাদাকাত ১ম খণ্ড ৫৩৪ পৃষ্ঠা)

হারাইমইন শরীফাইনের উপরোক্ত ফত্ওয়াখানা মৌলভী ইসমাইল দেহলভীর যুগে ১৮৩১ ইংরেজী সনের পূর্বে প্রদত্ত হয়েছিল।

অনুরূপ মৌলভী ইসমাইল দেহলভীর লিখিত 'তাকভীয়াতুল ঈমান' নামক কিতাবে বাতিল আকিদার খণ্ডনে মোজাহিদে

মিল্লাত আল্লামা ফজলে হক খায়রাবাদী রাদিয়াল্লাহু আনু (ওফাত ১৮৬১ ইং ১২৭৮ হিজরি) তিনি ১২৪০ হিজরি রমজানশরীফের ১৮ তারিখে 'তাহকীকুল ফত্ওয়া নামক একখানা কিতাব প্রণয়ন করে মুসলমানগণকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন।

উক্ত ফত্ওয়ার মধ্যে তৎকালীন যুগ শ্রেষ্ট ১৭ (সতের) জন উলামায়ে কেরাম ও মুফতিয়ানে এজামের স্বাক্ষর রয়েছে। তন্মধ্যে শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাতী মাওলানা মাখছুছ উল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মাওলানা মুছা রাদিয়াল্লাহু ছিলেন অন্যতম।

পরবর্তীতে 'হুসামূল হারামাইন' নামক আরো একখানা ফত্ওয়া ১৩২৪ হিজরি সনে প্রকাশিত হয়। এ ফত্ওয়াখানা আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা শাহ আহমদ রেজাখাঁন বেরলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক প্রণীত এবং তৎকালীন মক্কাশরীফ ও মদিনাশরীফের প্রখ্যাত উলামায়ে কেরাম ও মুফতিয়ানে এজাম কর্তৃক প্রশংসিত ও স্বাক্ষরিত।

তাকবিয়াতুল ঈমান নামক কিতাবে লিখিত কতিপয় বাতিল আকিদা।

মৌলভী ইসমাইল দেহলভী প্রণীত তাকভীয়াতুল ঈমান কিতাবটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকাইদের পরিপন্থী এবং ঈমান ইসলামের অপব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। যে কোন সচেতন মু'মিন মুসলমান একথাটি নির্দ্ধিধায় স্বীকৃতি প্রদান করেন যে, এখানে নানা ছল চাতুরি ও শটতার আশ্রয় নিয়ে সুকৌশলে সমগ্র বইটিকে সাজিয়ে মায়াজাল বিস্তারের

এক অপচেষ্টা চালানো হয়েছে যা সচেতন উলামায়ে কেরাম ও মুফতিয়ানে এজাম কর্তৃক ধীকৃত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে বার বার। নিম্নে এর কয়েকটি বাতিল আকিদা তুলে ধরা হল–

বাতিল আকিদা (এক) তাকভীয়াতুল ঈমান ৬০ পৃষ্ঠা

উদ.....

অর্থাৎ 'হাদিস اعبدوا ربكم واكرموا اخاكم এর অপব্যাখ্যা করতঃ তিনি লিখেছেন–

সকল মানুষই পরস্পর ভাই ভাই যার মর্যাদা বেশি তিনিই বড় ভাই, সুতরাং তাকে (রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) বড় ভাইয়ের মতই সম্মান করতে হবে এবং আল্লাহ হচ্ছেন সকলের মালিক তারই উপাসনা করবে। এই হাদিস দ্বারা বুঝা গেল ওলীগণ নবীগণ, ইমাম ও ইমামজাদা, পীর ও শহীদ অর্থাৎ আল্লাহর যতই নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হননা কেন তারা প্রত্যেক মানুষই ছিলেন, সকল বান্দাই অক্ষম এবং আমাদের ভাই কিন্তু তাদেরকে যেহেতু আল্লাহ তা'য়ালা উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন তাই তারা আমাদের বড় ভাই হিসেবে গণ্য হয়েছেন।

মৌলভী ইসমাইল দেহলভীর উপরোক্ত বক্তব্যের সারকথা হল এই– রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা'জিম বা সম্মান বড় ভাইয়ের মত করতে হবে। ইহাই নজদী ওহাবীদের ঈমান। (নাউজুবিল্লাহ)

পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা হলো– সৃষ্টির সেরা আশরাফুল মাখলুকাত মানব জাতির মধ্যে আম্বিয়ায়ে কেরামমের মর্যাদা সর্বোচ্চ। আর আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আল্লাহ তা'য়ালার সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আমাদের নবী

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারি।
উম্মতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হলো, তিনি স্বীয় উম্মতের দ্বীনি পিতা।

বাতিল আকিদা (দুই) তাকভীয়াতুল ঈমান ৬১ পৃষ্ঠা
উর্দু.....
(অর্থাৎ আমিও একদিন মরে মাটির সাথে মিশে যাব)
মৌলভী ইসমাইল দেহলভীর এ বক্তব্যের দ্বারা আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে, হায়াতুন নবী বা জিন্দানবী তা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়েছে।
সে তার বাতিল আকিদার স্বপক্ষে যে হাদিসখানা তুলে ধরেছে এবং নিজেই এর যে, অর্থ করেছে তা নিম্নে প্রদত্ত হল।
হাদিস– ارأيت لو مررت بقبرى اكنت تسجدله
অর্থঃ .....উর্দু
বাংলা অর্থ– আচ্ছা মনে কর যদি তুমি আমার কবরের পার্শ্ব দিয়ে যাও তা হলে কি তুমি উহাকে সিজদা করবে? অতঃপর (ফায়দা) লিখে এ কথাটুকুও উক্ত হাদিসের অর্থের সাথে জুড়ে দিলেন–
উর্দু,,,,,,,,,
অর্থাৎ 'আমিও একদিন মরে মাটির সাথে মিশে যাব। এখন প্রশ্ন হলো এ কথাটুকু হাদিসশরীফের কোন অংশের অর্থ? আর যদি হাদিসের কোন অংশের অর্থ না হয়ে থাকে, তবে ইহা আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর একটা জঘন্যতম অপবাদ নয় কি?

জেনে শুনে আল্লাহর হাবীবের উপর অপবাদ দিলে তার পরিণাম ফল কি হবে, তা তিনি নিজেই এরশাদ করেছেন–

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار–

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার উপর একটি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে, সে ওযন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়।'

সারকথা হলো– ইসমাইল দেহলভীর মতে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মরে মাটির সাথে মিশে গিয়েছেন। (নাউজুবিল্লাহ)

পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা হল– আল্লাহর নবী হায়াতুন নবী স্বশরীরে জিন্দা তাঁর ওফাতশরীফ হওয়ার পর, পূণরায় তাঁর রূহ মোবারক, দেহ মোবারকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং রওজাশরীফ থেকে স্বশরীরে আসমান ও জমিনের সর্ব্বত্র জায়গায় পরিভ্রমণ করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। (তাফসিরে রুহুল মায়ানী)

এ প্রসঙ্গে মিশকাতশরীফের ২১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান–

ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فنبى الله حى يرزق–

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা নবীগণের জিসিম বা শরীর মোবারককে মাটির জন্য ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন। অতএব আল্লাহর নবী স্বশরীরে জিন্দা রয়েছেন, তাকে রিজেক প্রদান করা হয়েছে।

বাতিল আকিদা (তিন) (তাকভীয়াতুল ঈমান ১৪ পৃষ্ঠা)
উর্দু.....
অর্থাৎ 'ইহাও দৃঢ়ভাবে জেনে লওয়া দরকার যে, প্রত্যেক মাখলুক বা সৃষ্ট বড় হোক বা ছোট হোক আল্লাহর শানের সম্মুখে চামার হতেও নিকৃষ্ট।'
মৌলভী ইসমাইল দেহলভীর উপরোক্ত বক্তব্যের দ্বারা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার শানের উপর মারাত্মক আঘাত আসছে। কেন না ইসমাইল দেহলভীর ভাষ্য–
উর্দু.....
(প্রত্যেক মাখলুক বা সৃষ্টি বড় হোক বা ছোট হোক) এর মধ্যে আল্লাহর হাবীব মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও শামিল রয়েছেন। কারণ তিনি ওতো আল্লাহর মাখলুক বা সৃষ্টি কিন্তু তিনি হচ্ছেন বড় মাখলুক, আশরাফুল মাখলুকাত।
অপর দিকে চামার হচ্ছে মাখলুক বা সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট জাত। এ হতভাগা ইসমাইল দেহলভী আল্লাহর হাবীবকে আল্লাহর শানের সম্মুখে চামার অপেক্ষা (জলিল) বা অপমানিত বলে উল্লেখ করেছে। (নাউজুবিল্লাহ)
অথচ আল্লাহ তা'য়ালা কালামে পাকে এরশাদ করেছেন–

ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين

অর্থাৎ 'ইজ্জত বা সম্মান আল্লাহর জন্যে ও রাসূলের জন্য এবং সকল মু'মিনের জন্য রয়েছে।'

যে ব্যক্তি এ ইজ্জত বা সম্মানকে উপলব্ধি করতে পারে না, কোরআনে পাক তাকে মুনাফিক বলে আখ্যায়িত করেছে, এরশাদ হচ্ছে–

ولكن المنافقين لا يعلمون

অর্থাৎ আল্লাহপাক এরশাদ করেন– যারা মুনাফিক তারা আল্লাহ, রাসূল ও মু'মিনগণের ইজ্জত সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ।

বাতিল আকিদা (চার) তাকভীয়াতুল ঈমান ৮ পৃষ্ঠা
উর্দু.....
অর্থাৎ 'রাসূলেপাক খোদার যুগেও কাফিরগণ তাদের মূর্তিসমূহকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করতো না, বরং আল্লাহর সৃষ্ট ও তাঁর বান্দা মনে করতো এবং এগুলো (মূর্তিগুলোকে) আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি বলে প্রমাণ করতো না। কিন্তু এগুলোকে (মূর্তিগুলোকে) নিজেদের উকিল ও সুপারিশকারী মনে করাটা তাদের জন্য (কাফেরদের জন্য) কুফরও শির্ক ছিল।
সুতরাং যে কেউ অন্য কারো সাথে যদি এ ধরনের আচরন করে তাকে আল্লাহর বান্দা ও মাখলুক বা সৃষ্ট মনে করে, সেও আবু জেহেলের ন্যায় মুশরিক হবে। এর কায়েক লাইন করে লিখা রয়েছে–
অর্থাৎ যার সাথে এ ধরনের আচরণ করবে (শাফায়াত চাইবে অথবা সুপারিশকারী মনে করবে) তিনি নবী, ওলী, পীর, বুজুর্গ যে কেউই হোক না কেন মুশরিক হবে অর্থাৎ যারা নবী,

ওলীকে সুপারিশকারী মনে করবে সকলই মুশরিক হবে।' (নাউজুবিল্লাহ) উপরোক্ত এবারতের সারতত্ত্ব হলো এই–

(ক) যে ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোনাহগার উম্মতের জন্য শাফায়াত বা সুপারিশকারী হিসেবে বিশ্বাস করে সে আবু জেহেলের মতই মুশরিক হবে। (নাউজুবিল্লাহ)

(খ) যে ব্যক্তি রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দরবারে শাফায়াত তলব করবে, সেও আবু জেহেলের ন্যায় মুশরিক হবে। (নাউজুবিল্লাহ)

এতে মৌলভী ইসমাইল দেহলভী শাফায়াতের মাসআলাকে কেবল অস্বীকার করেনি, বরং ইহাকে শির্ক প্রমাণ করার অপচেষ্টা করেছে এবং সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম তাবেঈন, তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, সলফে সালেহীনসহ দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানগণকে আবু জেহেলের মত মুশরিক আখ্যায়িত করার দুঃসাহস করেছে। (নাউজুবিল্লাহ)

পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা হলো– কিয়ামত দিবসে আল্লাহর হাবীব মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোনাহগার উম্মতের জন্য আল্লাহর দরবারে শাফায়াত বা সুপারিশ করবেন।

এ প্রসঙ্গে 'শরহে আকাইদে নসফী' নামক কিতাবের ৮২ পৃষ্ঠা (পুরাতন ছাপা ১১৪/১১৫ পৃষ্ঠা নতুন ছাপা) উল্লেখ রয়েছে–

والشفاعة ثابتة للرسول والاخيار فى حق اهل الكبائر وبالمستفيض من الاخيار خلافا للمعتزلة–

অর্থাৎ 'রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম) এবং নেককার বান্দাদের জন্য শাফায়াতের ক্ষমতা (কোরআন সুন্নাহ দ্বারা) প্রমাণিত। তাঁদের শাফায়াত কার্যকর হবে সে সব ঈমানদারের পক্ষেও যারা, কবীরাহ গোনাহে লিপ্ত হয়েছিল। (এটাই হচ্ছে সর্বজন স্বীকৃত অভিমত) এর বিরোধীতা করেছিল ভ্রান্ত মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা।'

মিশকাতশরীফের ৪৯৪ পৃষ্ঠায় হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসশরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান–

شفاعتى لاهل الكبائر من امتى

অর্থাৎ 'আমার শাফায়াত হবে, আমার উম্মতের মধ্যে যারা বড় বড় গোনাহগার তাদের জন্য। (তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ) উল্লেখ্য যে, শাফায়াত সংক্রান্ত হাদিসসমূহ অর্থের দিক দিয়ে মুতাওয়াতির পর্যায়ে গণ্য। (শরহে আকাইদে নসফী ৮২ পৃষ্ঠা)

হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ ইমাম ইবনুল হুমাম রাদিয়াল্লাহু আনহু ওফাত ৬৮১ হিজরি, হেদায়ার শরাহ ফতহুল কাদির নামক কিতাবের ৩য় খণ্ড ১৮১ পৃষ্ঠা উল্লেখ রয়েছে–

ويسئل الله تعالى حاجته متوسلا الى الله حضرة نبيه عليه الصلوة والسلام ثم يسئل النبى صلى الله عليه وسلم الشفاعة فيقول يارسول الله اسألك الشفاعة يا رسول الله– اسئلك الشفاعة واتوسل بك الى الله فى ان اموت مسلما على ملتك وسنتك–

অর্থাৎ 'জিয়ারতকারীগণ আল্লাহর হাবীবের দরবারে মদিনাশরীফে হাজী হয়ে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওসিলা নিয়ে আল্লাহর কাছে নিজের হাজত পূরণের দোয়া করবে।

অতঃপর আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত পাওয়ার জন্য এভাবে আরজি পেশ করতে থাকবে– (বলবে) ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি আপনার শাহানশাহী দরবারে শাফায়াত কামনা করছি এবং আমি আপনার ওসিলা নিয়ে আল্লাহর দরবারে আরজি পেশ করছি, আমি যেন আপনার মিল্লাত ও সুন্নতের উপর কায়েম থেকে মৃত্যু বরণ করতে পারি।'

আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে শাফায়াত সুপারিশ তলব করা প্রসঙ্গে 'ইবনে মাজাহ' শরীফের ১০০ পৃষ্ঠায় হযরত উসমান বিন হানাফী রাদিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন অন্ধ সাহাবীকে নামাযের পরে একটি দোয়া পাঠ করার জন্য শিক্ষা দিলেন যে, তুমি এগুলো নামাযের পরে পাঠ করবে।

اللهم انى اسئلك واتوجه اليك بمحمد نبى الرحمة يامحمد انى قد توجهت بك الى ربى فى حاجتى هذه لتقضى لى اللهم فشفعه فى قال ابواسحق هذا حديث صحيح–

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ আমি আপনার কাছেই প্রার্থনা করছি, এবং আপনার দিকে মুতাওয়াজ্জিহ বা মনোনিবেশ করছি আপনার

নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উসিলায়, যিনি হচ্ছেন রহমতের নবী।
ইয়া মোহাম্মদ! আপনার ওসিলায় আমার প্রতিপালকের কাছে এই হাজত নিয়ে মুতাওয়াজ্জাহ বা মনোবিবেশ করলাম চোখের জ্যোতির জন্য যেন আমার হাজত বা উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়। আয় আল্লাহ! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার শাফায়াত আমার জন্য কবুল ও মঞ্জুর করে নিন। ইমাম ইবনে ইসহাস ইহাকে বিশুদ্ধ বলেছেন।' (মিশকাতশরীফ ২১৯ পৃষ্ঠা তিরমিজীশরীফ ২য় জিলদের ১৯৭ পৃষ্ঠা)
উপরে বর্ণিত মৌলভী ইসমাইল দেহলভীল প্রণীত 'তাকভীয়াতুল ঈমান' থেকে মাত্র চারটি বাতিল আকিদা তুলে ধরা হলো। এছাড়া আরও অনেক বাতিল আকিদা তাকভীয়াতুল ঈমান নামক কিতাবে লিখিত আছে।
এই স্বল্প পরিসরে সবগুলি বাতিল আকিদা উল্লেখ করা সম্ভব হলো না। প্রয়োজনে প্রকাশ করা হবে। ইনশায়াল্লাহ।
আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজাখাঁন বেরলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'আল কাউকাবাতুশ শিহাবীয়া' নামক কিতাবে ইসমাইল দেহলভীর লিখিত তাকভীয়াতুল ঈমান সিরাতে মুস্তাকিম, রিসালায়ে একরোজী, তানভীরুল আইনাইন, ইজাহুল হাক প্রভৃতি কিতাব হতে ৭০টি (সত্তরটি) বাতিল আকিদা দলিল আদিল্লাহ দ্বারা প্রমাণ করেছেন।

তাকভীয়াতুল ঈমান নামক কিতাবের ভ্রান্ত আকিদার খণ্ডনে সুন্নি উলামায়ে কেরামের লিখিত কতিপয় কিতাবের তালিকা–

১। মাওলানা শাহ মখছুছ উল্লাহ বিন শাহ রফিউদ্দিন দেহলভী। শাহ ওলিউল্লাহ মোহাদ্দিসে দেহলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পৌত্র এবং শাহ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দিসে দেহলভী রাদিয়াল্লহু আনহুর এর ভ্রাতুস্পুত্র এর লিখিত 'মঈদুল ঈমান রদ্দে তাকভীয়াতুল ঈমান।

২। মাওলানা শাহ মোহাম্মদ মুছা বিন শাহ রফিউদ্দিন দেহলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু লিখিত 'হুজ্জাতুল আমাল' তাঁর আর একখানা কিতাব 'ছওয়াল ও জওয়াব'।

৩। আল্লামা ফজলে হক খায়রাবাদী রাদিয়াল্লাহু আনহু (তিনি শাহ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দিসে দেহলভীর ছাত্র) এর লিখিত 'তাহকীকুল ফাতাওয়া'। তার আরও একখানা লিখিত কিতাব ইমতেনাউন নয়ীর।

৪। আল্লামা ফজলে রাসূল বাদায়ুনী রাদিয়াল্লাহু আনহু (ইসমাইল দেহলভীর সমসাময়িক) এর লিখিত 'সাইফুল জব্বার'।

৫। মাওলানা আব্দুল্লাহ মোহাদ্দিসে খোরাসানী এর লিখিত কিতাব 'আসসাইফুল রাওয়ারিক'।

৬। মাওলানা মখলিছুর রহমান ইসলামাবাদী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর লিখিত 'শরহুস সুদুর ফি দফয়িশ শুরুর'।

৭। আল্লামা মুফতি এরশাদ হুসাইন রামপুরী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর লিখিত 'ইশয়ারুল হক'।

৮। মাওলানা আব্দুর রহমান সিলহেটী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর লিখিত 'সাইফুল আবরার'।

৯। আল্লামা শাহ নকী আলী খাঁন বেরলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর লিখিত 'তাজকিরাতুল ঈমান'।

১০। আল্লামা ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর লিখিত 'আল কাওকাবাতুশ শিহাবীয়া'।
১১। সদরুল আফাজিল আল্লামা সৈয়দ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর লিখিত 'আতইয়াবুল বয়ান'।
১২। মাওলানা কাজী ফজল আহমদ লুদিয়ানবী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর লিখিত 'আনোয়ারে আফতাবে সাদাকাত'।
১৩। আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ারখাঁন নঈমী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর লিখিত 'জাআল হক'।

দেওবন্দী আলেমগণ নজদী ওহাবী আকিদার সমর্থক
দেওবন্দীদের নেতা মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব ওহাবী দলের বাতিল আকিদাকে উত্তম আকিদা বলে ফতোয়া প্রদান করতঃ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী ও তার অনুসারীদের পূর্ণ সমর্থন করেন।
গাঙ্গুহী সাহেব তার লিখিত 'ফাতাওয়ায়ে রশিদীয়া' নামক কিতাবের ২৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–
উর্দু.....
অর্থাৎ 'মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাবের মতবাদের অনুসারিগণকে ওহাবী বলা হয়। নিঃসন্দেহে তার আকাইদ খুব ভাল ছিল এবং তার মাযহাব হাম্বলী ছিল। তার মেজাজ কড়া ছিল, কিন্তু সে এবং তার মতবাদের সমথকগণ খুব ভাল, কিন্তু যারা সীমালঙ্গন করেছে, তাদের মধ্যে ফাসাদ এসেছে। তাদের সকলের আকইদ এক, আকাইদের মধ্যে কোন মতনৈক্য নেই। আমলের মধ্যে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীর মতপ্রার্থক্য।'

গাঙ্গুহী সাহেব উক্ত কিতাবের ২৩৭ পৃষ্ঠায় আরও উল্লেখ করেন–

উর্দু,,,,,,,,,,,,,

অর্থাৎ 'মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীকে লোকজন ওহাবী বলে থাকে। তিনি ভাল লোক ছিলেন। শুনেছি তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারি ছিলেন এবং হাদীস অনুযায়ী আমল করতেন। বিদআত শির্ক থেকে (লোকজনকে) বিরত রাখতেন। কিন্তু তার মেজাজ কড়া ছিল।'

উক্ত কিতাবের ৯৬ পৃষ্ঠায় গাঙ্গুহী সাহেব আরো লিখেন–

উর্দু.....

অর্থাৎ 'বর্তমানে এতদ অঞ্চলে সুন্নতের অনুসারি এবং দ্বীনদার মুসলমানদেরকে ওহাবী বলা হয়ে থাকে।'

মৌলভী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবের উপরোক্ত ফত্ওয়ার দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, তিনি ওহাবী দলের বাতিল আকিদাকে ভাল জানতেন সুতরাং ওহাবীদের বাতিল আকিদাই গাঙ্গুহী সাহেবের আকিদা। ফলকথা গাঙ্গুহী সাহেব ওহাবীদের পূর্ণ অনুসারি ছিলেন। ইসমাইল দেহলভী সাহেবের নিহত হওপর পর ভারত উপমহাদেশে ওহাবী আকিদা প্রচারের ক্ষেত্রে গাঙ্গুহী সাহেবের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। এজন্যই তাকে বলা হয় ওহাবীদের সেকেন্ড ইমাম।

মাওলানা মোহাম্মদ মঞ্জুর নুমানী সাহেবের লিখিত এবং মাওলানা জাকারিয়া ও দেওবন্দ মাদ্রাসার সাবেক মুহতামিম মাওলানা ক্বারী তৈয়ব সাহেব কর্তৃক প্রশংসিত কিতাব 'শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাবকে খেলাপ প্রোপাগণ্ডা আওর

হিন্দুস্থানকে উলামায়ে হক পর ইছকে আছারাত' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে–

উর্দু.....

অর্থাৎ 'শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাবের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শত্রুগণ। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের অপপ্রচার চালিয়ে ছিল। এতে ভারতবর্ষের অনেক হকপন্থী আলেমগণ প্রভাবান্নিত হয়েছিলেন। ফলে দেওবন্দী আলেমগণ এমনকি জমায়াতে আহলে হাদীসের কতক শীর্ষস্থানীয় উলামাগণ তার (আব্দুল ওহাব নজদীর) ব্যঅপারে বিরূপ মত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু যখন প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হলো, তখন তাদের মতামত থেকে (দেওবন্দী আলেম ও কতেক আহলে হাদীসের আলেমগণ নজদী ওহাবী বিরোধী বক্তব্য থেকে) রুজু প্রত্যাবর্তন করলেন।'

উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল যে, যদিও কোন কোন দেওবন্দী আলেমগণ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর আকিদা বাতিল বা ভ্রান্ত বলে ফত্ওয়া প্রদান করেছিলেন পরবর্তীতে একবাক্যে সকল দেওবন্দী আলেমগণ আব্দুল ওহাব নজদীল আকিদাকে পূর্ণভাবে সমর্থন করেছেন।

ইদানীং নুরুল ইসলাম ওলীপুরী তার লিখিত 'সুন্নি নামের অন্তরালে' নামক পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠায় নজদের মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাবের আন্দোলনকে সংস্কার আন্দোলন আখ্যা দিয়ে পূর্বসূরীদের মত ওহাবী মতাদর্শেকে পূণঃ সমর্থন করেছেন।

যদিও চতুরতার মাধ্যমে নিজেদেরকে ওহাবী পরিচয় গোপন রাখার জন্য উপমহাদেশের কোন ব্যক্তি বা দলের সাথে নজদী

ওহাবীর কোন সম্পর্ক নেই বলে দাবী করেছেন তা একেবারেই অমূলক ও হাস্যস্পদ যা শাক দিয়ে মাছ ঢাকারই নামান্তরমাত্র।

শয়তানের শিং সম্পর্কীয় হাদিসশরীফ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর বেলায় প্রযোজ্য

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানগণ যে সব ফেতনার সম্মুখীন হয়েছেন, তন্মধ্যে ওহাবী ফিতনা জঘন্যতম। এ ব্যাপারে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বেই সতর্ক করে দিয়েছেন।

মিশকাতশরীফের ৫৮২ পৃষ্ঠায় ذكر الشام واليمن (জিকরুশ শাম ওয়াল ইয়ামান) অধ্যায়ে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এক হাদিসে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সময় এই বলে দোয়া করছিলেন যে–

اللهم بارك لنا فى شامنا اللهم بارك لنا فى يمننا قالوا يا رسول الله وفى نجدنا قال اللهم بارك لنا فى شامنا اللهم بارك لنا فى يمننا قالوا يارسول الله وفى نجدنا فاظنه قال فى الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان (رواه البخارى)

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমাদের শ্যাম দেশে বরকত দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদের ইয়ামান দেশে বরকত দান করুন। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ,

আমাদের নজদের জন্য বরকতের দোয়া করুন। তিনি পূণরায় দোয়া করলেন হে আল্লাহ! আমাদের শ্যাম দেশে বরকত দান করুন। হে আল্লাহ আমাদের ইয়ামান দেশে বরকত দান করুন। সাহাবায়ে কেরাম পূণরায় আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ আমাদের নজদের জন্য দোয়া করুন।

হাদিস বর্ণনাকারী হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয় বার এরশাদ করলেন, সেখান থেকে ভূমিকম্প ও বহু ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি হবে এবং শয়তানের শিং বের হবে।' (বোখারীশরীফ)

এ হাদীসশরীফ দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দৃষ্টিতে দাজ্জালের ফিতনার পরেই নজদের ফিতনার অবস্থান।

নজদের ফিতনা সৃষ্টিকারীদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী হলো অন্যতম। সে সম্পর্কে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'রাদ্দুল মুহতার' ৪র্থ খণ্ড ২৬২ পৃষ্ঠায়, আল্লামাম শেখ আহমদ সাভী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় তাফসিরে সাভী ৩য় খণ্ড ৩০৭/৩০৮ পৃষ্ঠায় এবং আল্লামা আব্দুল হালিম লাখনবী রাদিয়াল্লাহু আনহু নুরুল আনোয়ার নামক কিতাবের হাশিয়া পার্শ্বটীকা ২৪৭ পৃষ্ঠায় মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী ও তার অনুসারীদের ভ্রান্ত আকিদা সম্পর্কিত যে আলোচনা করেছেন, তা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি, যার সারাংশ হলো– মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী ও তার ভ্রান্ত আকিদার অনুসারি নজদী

ওহাবী দল, শয়তানের শিং সম্পর্কিত হাদিসের মধ্যে পরিগণিত।

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, ওলীপুরী সাহেব মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর সচ্ছতা প্রমাণ করতে গিয়ে শয়তানের শিং সম্পর্কিত হাদিসের অপব্যাখ্যা করে , তার লিখিত সুন্নি নামের অন্তরালে' পুস্তিকায় ৩য় সংস্করণ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

'ছহীহ বুখারী শরীফের যে অনুচ্ছেদে শয়তানের শিং সম্পর্কীয় হাদীসের উল্লেখ রয়েছে, সে অনুচ্ছেদের শিরোনাম হচ্ছে–

باب خروج الفتنة من قبل المشرق–

অর্থাৎ মদিনাশরীফের পূব দিক থেকে ফিতনা প্রকাশের বিবরণ। এ শিরোনামের অধীনে উল্লেখিত এক হাদিসের শেষাংশে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, সেখান থেকে (অর্থাৎ মদিনার পূর্বদিকের নজদ থেকে) শয়তানের শিং প্রকাশ পাবে। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে আব্দুল ওহাবের পুত্র মুহাম্মদ যে তামীম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তারা মদিনাশরীফের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত নজদের অধিবাসী। সুতরাং ওয়াহাবী আন্দোলনের সাথে শয়তানের শিং সম্পর্কীয় হাদিসের সম্পর্ক কোথায়?

উপরোক্ত এবারত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, ওলীপুরী সাহেব স্বচক্ষে বোখারীশরীফের এ হাদিসখানা না দেখেই তিনি আলী দানিশ এর 'বাতিল সেকান' নামক এক অপরিচিত কিতাবের উদ্ধৃতি প্রদান করে একজন অন্ধ অনুসারি ও অজ্ঞ হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। এছাড়া

তিনি যে হাদিসশাস্ত্রে একেবারেই অজ্ঞ তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।

তিনি বোখারীশরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে শয়তানের শিং সম্পর্কীয় হাদিসের শিরোনাম باب خروج الفتنة من قبل المشرق (বাবু খুরুজিল ফিতনাতে মিন কেবালিল মাশরিক) উল্লেখ করে হাদিসের অর্থ বিকৃত করেছেন।

উল্লেখ্য যে, শয়তানের শিং সম্পর্কীয় হাদিসশরীফ বোখারীশরীফে দুই শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে।

বোখারীশরীফের ১ম জিলদের ১৪১ পৃষ্ঠায় বাব বা অনুচ্ছেদের শিরোনাম হচ্ছে– باب ما قيل فى الزلازل والايات (বাবু মাকীলা ফিযযালাযিলে ওয়াল আয়াত) এবং বোখারীশরীফের ২য় জিলদের ১০৫০ পৃষ্ঠায় শয়তানের শিং সম্পর্কীয় হাদিসের বাব বা অনুচ্ছেদের শিরোনাম হচ্ছে–

باب قول النبى صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق

(বাবু কাওলীন নাবীয়্যী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল ফিতনাতু মিন কিবালিল মাশরিক)

উভয় শিরোনামে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে শয়তানের শিং সম্পর্কীয় হাদিস বর্ণি আছে।

ইমাম বোখারী রাদিয়াল্লাল্লাহু আনহু একই হাদিস দুই শিরোনামে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে রেওয়ায়েত করে এ কথাই প্রমাণ করেছেন যে, শুধুমাত্র মাশরিক বা পূর্ব দিক থেকেই যে শয়তানের শিং প্রকাশ পাবে, তা নয় বরং নজদের যে কোন দিকে থেকে প্রকাশ পেতে পারে।

ওলীপুরী সাহেব এক শিরোনামে الفتنة من قبل المشرق (আল ফিতনাতু মিন কিবালিল মাশরিক) উল্লেখ করে নিজের পক্ষ থেকে বর্ণি হাদসির ব্যাপক ভাবার্থকে সীমিত করে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কেবল পূর্ব দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ হাদিসে বর্ণিত শব্দে শুধু নজদ বলা হচ্ছে এতে কোন দিক নির্দিষ্ট করা হয়নি। বরং পূর্বদিকও হতে পারে বা দক্ষিণদিকও হতে পারে উভয় দিকেই এতে শামিল রয়েছে।

ইমাম বোখারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিস ও তরজমাতুল বাব বা অনুচ্ছেদের শিরোনাম এর মধ্যকার মুনাসিবত বা সম্পর্ক কখনও হাদিসের একাংশের সাথে আবার কখনও হাদিসের ভাবার্থের একাংশের সাথে সামঞ্জস্য থাকে। আবার কখনও সরাসরি বাহ্যিক সামাঞ্জস্য থাকে না।

ইমাম বোখারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বাব বা অনুচ্ছেদের শিরোনামের সাথে হাদিসের পুরোপুরী মুনাসিবত রেখে বাব তৈরি করেছেন তা খুবই বিরল।

যারা যোগ্য মোহাদ্দিস বা যোগ্য মুহাদ্দিসের শিষ্য তারাই কেবল ইমাম বোখারী রাদিয়াল্লাহু এর এ তত্ত্ববহুল ধারা বুঝতে সক্ষম হবেন।

যদি ওলীপুরী সাহেব দুই এর এক হতেন, তাহলে তার পুস্তিকা 'সুন্নী নামের অন্তরালে' এ সমস্ত আজগুবী কথা উল্লেখ করে মুসলিমসমাজকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করতে দুঃসাহস পেতেন না।

তবে মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী যে, তামীম গোত্রের লোক তা ওলীপুরী সাহেবও স্বীকার করেছেন। 'সুন্নী নামের

অন্তরালে' পুস্তিকার ২১ পৃষ্ঠায় ওলীপুরী সাহেব নিজেই লিখেছেন–

'মজার ব্যাপার হচ্ছে আব্দুল ওহাবের পুত্র মুহাম্মদ যে, তামীম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তারা মদিনাশরীফের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত নজদের অধিবাসী।'

এ প্রসঙ্গে আল্লাহর হাবীব নিজেই ভবিষ্যতবাণী করেছেন, তামীম গোত্র থেকেই একদল বাতিল ও পথভ্রষ্ট দলের উদ্ভব হবে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ ভবিষ্যতবাণী মোতাবেক উল্লেখিত তামীম গোত্রে নজদ প্রদেশে মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী জন্মগ্রহণ করে ইসলামের বিপর্যয় ঘটিয়েছে।

মিশকাতশরীফের ৫৩৪/৫৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে ছিলাম। এমতাবস্থায় আল্লাহর হাবীব গণিমতের মাল বিতরণ করছিলেন।

এ মুহূর্তে বনী তামীম গোত্রের যুল খুওয়াইসারা নামক এক ব্যক্তি এসে বলল– يا رسول الله اعدل ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি (বন্টনে) ইনসাফ করুন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

ويلك فمن يعدل اذا لم اعدل قد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل

অর্থাৎ 'তোমার প্রতি আফসোস! আমিই যদি ন্যায় পরায়ন না হই, ন্যায় পরায়ন আর কে হবে? আমি ন্যায় পরায়ন না হলে

তুমি ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্তে পতিত হবে অনিবার্য (ফলত তুমি ধ্বংসে পতিত হয়ে ঈমান হরা হয়েছ) অতঃপর হযরত ওমরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

دعه فان له اصحابا يحفر احدكم صلوته مع صلوتهم وصيا مع صيامهم يقرءون القران لايجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية–

অর্থাৎ 'হে ওমর! তুমি তাকে ছেড়ে দাও। কারণ তার আরো সাথীবর্গ রয়ছে। তোমাদের কেহ নিজের নামাযকে তাদের নামাযের সাথে এবং নিজের রোযাকে তাদের রোযার সাথে তুলনা করলে, তোমাদের নামাযা রোযাকে তাদের নামায রোযার সম্মুখে তুচ্ছ বলে মনে হবে। তারা কোরআন পাঠ করবে কিন্তু উতা তাদের কণ্ঠ হতে নীচের দিকে (ঈমানের স্থান পর্যন্ত) যাবে না। সজোরে নিক্ষিপ্ত তীর যেরূপ লক্ষ্যজীবকে ভেদ করে চলে যায় (তীরের কোন অংশে উহার রক্ত মাংসের কোন নিদর্শনও দেখা যায় না) তদ্রূপ ঐ শ্রেণীর লোকগণও দ্বীন ইসলামের গণ্ডি হতে বের হয়ে যায়। (বাহ্যিক ক্রিয়া কলাপে তাদেরকে চেনা যায় না) অপর এক রেওয়ায়েত আছে– রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন গণিমতের মাল বণ্টন করতে ছিলেনে তখন) এমন এক ব্যক্তি তাঁর (আল্লাহর হাবীবের) সম্মুখে আসল, যার চক্ষুদ্বয় ছিল কোটরাগত, কপাল এমন উঁচু যা সম্মুখের দিকে বের হয়ে রয়ছে, দাড়ি ছিল ঘন, গণ্ডদ্বয় ছিল ফোলা

এবং মাথ ছিল মুণ্ডানো। সে এসে বলল– يا محمد اتق الله হে মুহাম্মদ! আল্লাহকে ভয় কর। উত্তরে মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

فمن يطع الله اذا عصيته فيامننى الله على اهل الارض ولاتامنونى–

অর্থাৎ 'আমি যদি নাফরমানী করি, তাহলে আল্লাহর অনুগত্য করবে কে? (তুমি আমাকে অনুগত্যের কি শিক্ষা দিচ্ছ) স্বং আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে দুনিয়াবাসীর উপর আনামাতদার বানিয়েছেন আর তোমরা কি আমাকে আমানতদার মনে করো না।'

অতঃপর একব্যক্তি (হযরত ওমরা রাদিয়াল্লাহু আনহু) এ ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে) অনুমতি চাইলেন, কিন্তু তিনি নিষেধ করলেন। উক্ত লোকটি যখন চলে গেল, তখন আল্লাহর হাবীব বললেন–

ان من ضئضئى هذا قوما يقرءون القران لايجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمية فيقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد متفق عليه

অর্থাৎ 'এ ব্যক্তির পরবর্তী বংশধরের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যারা কোরআন পড়বে, কিন্তু উহা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না (ঈমানের স্থান সীনা পর্যন্ত যাবে না) তারা ইসলাম হতে এমনভাবে খারিজ বা বের হয়ে যাবে, যেমন শিকার হতে তীর বের হয়ে যায়। তারা মুসলমানগণকে হত্যা করবে এবং মূর্তিপুজারীদিগকে আপন

অবস্থায় ছেড়ে দিবে। অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না। যদি আমি তাদেরকে পেতাম তাহলে আদ জাতির ন্যায় তাদেরকে হত্যা করতাম। (বোখারী-মুসলিম)

উপরোক্ত হাদিসের মর্মে একথা নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শানে গোস্তাখী ও বে-আদবীর কারণে যে ফিতনা সৃষ্টি হয়েছে, উহা উৎপত্তিস্থান হলো নজ্‌দ প্রদেশে এবং হাদিসে উল্লেখিত জুল খুওয়াসারা তামীম গোত্রের লোক, আর মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীও সেই তামীম গোত্রেই নজ্‌দ প্রদেশে জন্ম নিয়েছে।

হাদিসশরীফের ভাষ্যে আরো প্রমাণিত হয় যে, এ দল মুসলমানগণকে হত্যা করবে এবং মূর্তিপুজারীদের সঙ্গে সম্পর্ক বহাল রাখবে। বর্তমানে ওহাবীদের মধ্যেও এ ধরণের আচার আচরণ বিদ্যমান।

দেওবন্দী আলেমগণ ও তাকভীয়াতুল ঈমানের মধ্যকার সম্পর্ক

ভারত উপমহাদেশে সুন্নি আকিদার পরিপন্থী ঈমান ধ্বংসকারী লেখকদের মধ্যে ইসমাইল দেহলভী অন্যতম। তার লিখিত তাকভীয়াতুল ঈমান 'সে সময়ে সবচেয়ে বিতর্ক ও সমালোচনার ঝড় তুলে এবং উলামায়ে কেরামদের মধ্যে দ্বিধা বিভক্তির সৃষ্টি হয়।

দেওবন্দী উলামারা তার একনিষ্ট সমর্থক হয়ে তার লিখিত ভ্রান্ত আকিদাগুলো সরলপ্রাণ মুসলমানদের কাছে ছলে বলে কৌশণে গ্রহণযোগ্য করে তোলার অপচেষ্টা চালায় এবং

তাদের উত্তরসূরীরা এ বিষয়ে তাদের সকল প্রচেষ্টা অদ্যাবধিও অব্যাহত রেখেছে।

'তাকভীয়াতুল ঈমান' কিতাবে লিখিত কতিপয় ভ্রান্ত আকিদাসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধারা হল–

১. আম্বিয়ায়ে কেরাম আল্লাহর সামনে মুচি চামার হতেও অধম। (নাউজুবিল্লাহ)

২. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বড় ভাই। সুতরাং তাকে বড় ভাইয়ের মতই সম্মান করবে। (নাউজুবিল্লাহ)

৩. নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন এখতিয়ার বা ক্ষমতা নেই। (নাউজুবিল্লা)

৪. কিয়ামতের দিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শাফায়াত করবেন বলে যে আকিদা রাখবে, সে আবু জেহেলের মতো মুশরিক হবে। (নাউজুবিল্লাহ)

৫. গ্রামের জমিদার ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের চৌধুরীর সেইরূপ মর্যদা রয়েছে ঠিক এই অর্থেই প্রত্যেক পয়গাম্বর নিজ নিজ জাতির নিকট মর্যাদাবান (এর বেশি নয়) (নাউজুবিল্লাহ)

৬. রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মরে মাটি হয়ে যাবেন। (নাউজুবিল্লাহ)

৭. আল্লাহ তা'য়ালা সব সময় গায়েব জানেন না, যখন প্রয়োজন হয় তখন জেনে লন ইহাই আল্লাহ তা'য়ালার শান। (নাউজুবিল্লাহ)

৮. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েবের খবর দিতে অক্ষম। (নাউজুবিল্লাহ)

এসব বিভ্রান্তিকর আকিদা 'তাকভীয়াতুল ঈমান কিতাবে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দেওবন্দী উলামারা এই কলঙ্কিত কিতাবটি নিজেদের জন্য মহা মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করে সর্ব সাধারণকেও এর অনুসারি করর অভিপ্রায় নিয়ে নানা প্রকার উপদেশ নির্দেশ প্রদান করেছেন।

যেমন দেওবন্দের শীর্ষস্থানীয় নেতা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব তাকভীয়াতুল ঈমান কিতাব সম্পর্কে তার প্রণীত 'ফতোয়ায়ে রশিদীয়া' নামক কিতাবের ৪১ পৃষ্ঠায় লিখেন–

উর্দূ.....৬২

অর্থ– 'তাকভীয়াতুল ঈমান' গ্রন্থটি অতি উত্তম এবং সত্য কিতাব। ঈমানের সংশোধনী এবং শক্তিপ্রদানকারী এবং এতে কোরআন হাদিসের মর্ম সম্পূর্ণরূপে রয়েছে। এ কিতাবের (তাকভীয়াতুল ঈমানের) সংকলক (ইসমাইল দেহলভী) একজন মকবুল বান্দা ছিলেন।

ফতোয়ায়ে রশিদীয়ার ৪১ পৃষ্ঠায় আরো লিখা রয়েছে–

উর্দু..... ৬২

অথঃ তাকভীয়াতু ঈমান গ্রন্থটি অতি উত্তম কিতাব। উহা শির্ক ও বিদআতের খণ্ডণে লা-জওয়াব এবং উহার দালাইল সম্পূর্ণ কোরআন হাদিস হতে গ্রহীত। উহাকে (তাকভীয়াতুল ঈমান কিতাববে) প্রত্যেকের নিকট রাখা, পড়া এবং আমল করাই প্রকৃত ইসলাম এবং সওয়াবের

কাজ। এই কিতাবকে সংরক্ষিত রাখাকে যারা মন্দ বলে, তারা ফাসিক ও বিদআতি (নাউজুবিল্লাহ)

রাশিদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব ফতোয়ায়ে রশিদীয়া ৪৪ পৃষ্ঠায় বলেন–

উর্দু.....৬৩

অর্থাৎ 'তাকভীয়াতুল ঈমান' কিতাবের সমস্ত মাসায়েল আমার নিকট সহিহ শুদ্ধ। যদিও বাহ্যিকভাবে কোন কোন মাসায়েল কঠোরতা হয়েছে। আর ইসমাইল সাহেব কোন মাসায়েল থেকে তওবা করেছেন এ খবর বিদআতীদের অপবাদমাত্র।

অনুরূপ দেওবন্দী ওহাবী মৌলভী আশরাফ আলী থানবী সাহেব তার লিখিত 'এমদাদুল ফতোয়া' নামক কিতাবের ৪র্থ খণ্ডের ১১৫ পৃষ্ঠায় তাকভীয়াতুল ঈমান প্রসঙ্গে বলেন–

উর্দূ,,,,,,,, ৬৩

অর্থাঃ 'তাকভীয়াতুল ঈমান' কিতাবের মধ্যে কোন কোন শব্দ যা শক্ত হয়েছে, তা ঐ যুগের জেহালত বা মূর্খতার চিকিৎসা ছিল।'

উল্লেখ্য যে, 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা' পুস্তকার ৮০ পৃষ্ঠায় রয়েছে– 'শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে দেওবন্দ যেমন হাকিমূল উম্মত হযরত আল্লামা আশরাফ আলী থানবী, ফকীহুল উম্মত হযরত আল্লামা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী।'

মোটকথা হলো ওলীপুরী সাহেবের দোসর তথাকথিত মুফতি তালিবউদ্দিন সাহেব একবাক্যে স্বীকার করেছেন, স্বদেশী বিদেশী দেওবন্দীদের শীর্ষস্থানীয় আলেম হচ্ছেন

দুইজন (এক) হাকিমূল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (দুই) ফকীহুল উম্মত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী।

তাদের হাকিমূল উম্মতের মতে বিতর্কিত 'তাকভীয়াতুল ঈমান' হচ্ছে যুগের জেহালত বা মূর্খতার চিকিৎসা এবং তাদের ফকীহুল উম্মত গাঙ্গুহী সাহেবের মতে 'তাকভীয়াতুল ঈমান' কিতাবকে রাখা, পাঠ করা এবং আমল করা হচ্ছে প্রকৃত ইসলাম।

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি 'তাকভীয়াতুল ঈমান' কিতাবে লিখিত একটি ঘৃণ্য আকিদা হলো– রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তাজীম বড় ভাইয়ের মতো করতে হবে। (নাউজুবিল্লাহ) এই ঘৃণ্য আকিদায় বিশ্বাসী হচ্ছেন স্বদেশী-বিদেশী সকল দেওবন্দীদের গুরুঠাকুর থানবী ও গাঙ্গুহী সাহেবদ্বয়েরও।

বর্তমানে নব্য ওহাবী ওলীপুরীর দোসর সেজে তথাকথিত মুফতি তালিবউদ্দিন, ওলীপুরীকে ওহাবীয়ত থেকে মুক্ত করার ব্যর্থ উদ্দেশ্য নিয়ে, তদীয় 'ইয়ানবী সালাম আলাইকা' পুস্তিকার ৯৭ ও ৯৮ পৃষ্ঠাদ্বয়ে, তাদের তাত্ত্বিক গুরু ইসমাইল দেহলভীর লিখিত 'তাকভীয়াতুল ঈমান' কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'বড় ভাইয়ের মতো সম্মান করতে হবে' এ ঘৃণ্য আকিদা প্রকাশ করে, সে নিজেই স্বীকার করেছে যে, এ আকিদা অবশ্য হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে রেওয়ায়েতকৃত হাদিসে রয়েছে। অপরদিকে দেওবন্দীদেরকে এ ঘৃণ্য আকিদা থেকে মুক্ত রেখে কেবল একটি পক্ষের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু

ওলীপুরী বা দেওবন্দীদের সঙ্গে ইসমাঈল দেহলভীর যে আকিদাগত সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে তা আমরা ইতোপূর্বে সপ্রমাণে উল্লেখ করেছি। তারা একে অপরের বন্ধু, যেন একই মুদ্রাপর এপিঠ ওপিঠ। কথায় বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, নব্য ওহাবী ওলীপুরীদের বেলায় সে কথাই প্রযোজ্য।

'ইয়ানবী সালাম আলাইকা' পুস্তিকায় ওলীপুরীর পরিচয় গোপর রাখার তদবির স্বরূপ বলা হয়েছে।

'এতে দেওবন্দী আলেমগণের ওলীপুরী সাহেবের কি আসে যায়? (উক্ত পুস্তিকার ৯৮ পৃষ্ঠা দ্র:)

এ প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর ও হাস্যকর। কেন না এ যথার্থ উত্তর হলো এই– এতে গোমরাহী আসে ও ঈমান চলে যায়।

হাদিসের অপব্যাখ্যায় ইসমাঈল দেহলভী মাহবুবে খোদাকে ভাই বলার দুঃসাহস

মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী 'তাকভীয়াতুল ঈমান' কিতাবে যে হাদিসের অপব্যাখ্যা করে 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বড় ভাইয়ের মত তা'জিম করতে হবে বলে দাবি করেছে, নিম্নে এ হাদিসখানার সঠিক ব্যাখ্যা পেশ করা হলো–

عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى نفر من المهاجرين والانصار فجاء بعير فسجدله فقال اصحابه

يارسول الله تسجد لك البهائم والشجر فنحن احق ان نسجدلك فقال اعبدوا ربكم واكرموا اخاكم (مشكوة شريف ص 282)

অর্থাৎ 'উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার ও মুহাজিরদের একটি ছোট জামায়াত ছিলেন। এমতাবস্থায় একটি উষ্ট্রী এসে তাঁকে (আল্লাহর হাবীবকে) সিজদা করলো। ইহা দেখে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, চতুষ্পদ জন্তু ও বৃক্ষরাজী আপনাকে সিজদা করে থাকে। কাজেই আপনাকে সিজদা করার ব্যাপারে ওদের চেয়ে আমরাই অধিক হকদার।

এতদশ্রবণে মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন– اعبدوا ربكم واكرموا اخاكم (উ'বুদু রাব্বাকুম ওয়া আকরিমু আখাকুম) তোমরা তোমাদের রব বা প্রতিপালকের এবাদত করো এবং তোমাদের ভাইয়ের (যারা কলেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে এ কারণে ভাইয়ের সম্পর্ক হয়েছে, ছোট ভাই বড় ভাইয়ের) সম্মান কর। (মিশকাতশরীফ ২৮৩ পৃ.)

উক্ত হাদিসখানার অপব্যাখ্যা করে ইসমাইল দেহলভী তদীয় 'তাকভীয়াতুল ঈমান' কিতাবের ৬০ পৃষ্ঠায় লিখেছে–

উর্দু,,,,,,,,,,, ৬৬

অর্থাৎ 'হুজুর এরশাদ করেন তোমরা তোমাদের রবের বন্দেগী কর এবং তোমাদের ভাইয়ের তা'জিম কর।

ইসমাঈল দেহলভী ف (ফা) লিখে তার নিজের পক্ষ থেকে হাদিসশরীফের অপব্যাখ্যা করে লিখেছেন, অর্থাৎ মানুষ পরস্পর ভাইভাই। যিনি বড় বুজুর্গ তিনি বড় ভাই। অতএব তাকে (রাসূলেপাককে) বড় ভাইয়ের মতো সম্মান করিও।'

মৌলভী ইসমাঈল দেহলভীর এ মনগড়া ব্যাখ্যার অসারতা প্রমাণ কল্পে উক্ত হাদিসশরীফের সঠিক ব্যাখ্যা পাঠকসমাজের সামনে উপস্থাপন করা হলো।

জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, শরিয়তের দলিল চারটি কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস।

কোরআনেপাকের আয়াতে কারীমা দ্বারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্পর্ক উম্মতের কী? তা সর্ব প্রথমেই দেখতে হবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা কালামেপাকে এরশাদ করেন–

النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم

অর্থাৎ 'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানদারগণের প্রাণের চেয়েও অধিক নিকটে এবং তাঁর স্ত্রীগণ সমস্ত মু'মিনের মা।'

তাফসিরে মাদারিক ও তাফসিরে রুহুল বয়ান নামক কিতাবে অত্র আয়াতে কারীমার তাফসিরে উল্লেখ রয়েছে–

وفى قرأة ابن مسعود النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم وهواب لهم–

অর্থাৎ 'হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কেরাতে আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানদারগণের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও

অধিক নিকটে এবং তিনি (মাহবুবে খোদা) হচ্ছেন মু'মিনগণের পিতা।'

আল্লামা সৈয়দ মাহমুদ আলুছি বাগদাদী রাদিয়াল্লাহু আনহু উক্ত আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় বায়হাকীশরীফ থেকে তদীয় 'তাফসিরে রুহুল মায়ানী' কিতাবে উল্লেখ করেন–

عن ابن عباس انه كان يقرأ النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم وهو اب لهم وازواجه امهاتهم–

অর্থাৎ 'রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি (ইবনে আব্বাস) কেরাত পড়তেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানদারগনের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক নিকটে এবং তিনি (মাহবুবে খোদা) তাদের (মু'মিনগণের) পিতা এবং তাঁর স্ত্রীগণ উম্মতের মাতা।'

হিজরি নবম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আল্লামা ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর লিখিত প্রসিদ্ধ 'তাফসিরে দুররে মনসুর' নামক কিতাবে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ থেকে অনুরূপ কেরাত– وهواب لهم উল্লেখ করেছেন। (অর্থাৎ আল্লাহর হাবীব উম্মতের দ্বীনি পিতা)

উপরন্তু 'তাফসিরাতে আহমদীয়া' নামক কিতাবের ৩৩৯ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা মোল্লা জিউন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন–

وقرى وهو اب لهم اى الدين لان كل نبى فهواب لامته لذالك كان المؤمنون اخوة–

অর্থাৎ 'এক কেরাতে রয়েছে তিনি মু'মিনদের দ্বীনি পিতা। কেন না প্রত্যেক নবীই স্বীয় উম্মতের দ্বীনি পিতা। এজন্যই মু'মিনদের পারস্পারিক সম্পর্ক হলো ভাইভাই।'

অনুরূপ 'তাফসিরে আবু সউদ' নামক কিতাবের ৪র্থ জিলদের ৯১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে–

وقرئ وهواب لهم الاى فى الدين فان كل نبى اب لامته من حيث انه اصل فيمابه الحياة الابدية وكذالك صار المؤمنين اخوة–

অর্থাৎ 'এক কেরাতে রয়েছে যে, তিনি মু'মিনদের দ্বীনি পিতা। এমনকি প্রত্যেক নবীই স্বীয় উম্মতের (দ্বীনি) পিতা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম হায়াতে আবদী বা চিরজীবি হিসেবে উম্মতের আসল বা মূল। এজন্যই মু'মিনদের মধ্যে পারস্পারিক ভাইয়ের সম্পর্ক হয়েছে।'

ঠিক তেমনি 'তাফসিরে মাদারিক' নামক কিতাবে আরো উল্লেখ রয়েছে–

قال مجاهد كل نبى ابوامته ولذلك صار المؤمنين اخواة لان النبى صلى الله عليه وسلم ابوهم فى الدين

অর্থাৎ 'মুজাহিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রত্যেক নবীই স্বী উম্মতের পিতা হিসেবে পরিগণিত। এজন্যই মু'মিনদের পারস্পারিক সম্পর্ক হলো ভাইভাই। কারণ

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের দ্বীনি পিতা।'

মিশকাতশরীফ বাবে আদাবুল খালা অধ্যঅয়ে হযরত আবু হুরায়ারা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ প্রসঙ্গে একখানা হাদিসশরীফ বর্ণিত আছে, আল্লাহর নবী এরশাদ করেন–

انما انا لكم مثل الوالد لولده اعلمكم الخ

অর্থাৎ 'পিতা যেমন পুত্রের জন্য আমি তেমনি তোমাদের জন্য। আমি তোমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করি।'

উপরিলিখিত আয়াতে কারীমা এবং এর তাফসিরসমূহের বর্ণনার দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল, মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের দ্বীনি পিতা এবং তাঁর স্ত্রীগণ উম্মতের দ্বীনি মাতা।'

পক্ষান্তরে দেওবন্দী ওহাবীদের গুরুঠাকুর ইসমাঈল দেহলভীল মতে 'মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম– এর তা'জিম বড় ভাইয়ের মত করতে হবে।।'

এই আকিদা কোরআন সুন্নাহ বিরোধী চরম গোমরাহী ও বেআদবী।

হাদিসের অংশ– اعبدوا ربكم واكرموا اخاكم এর সঠিক অর্থ হলো তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তোমাদের সাথীর (যারা কলেমা পড়ে আল্লাহ ও তাঁরা রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছ ছোট বড়কে) সম্মনা কর।

হাদিসাংশের এরূপ সঠিক অর্থ গ্রহণ করলে মুহকাম আয়াতে কারীমাও অপর সহীহ হাদিসের সঙ্গে অর্থগত কোন বিরোধ বা تعارض (তায়ারোজ) সৃষ্টি হয় না।

অপরদিকে ইসমাঈল দেহলভী উপরোক্ত হাদিসের অপব্যাখ্যা করে 'তাকভীয়াতুল ঈমান' কিতাবে লিখেছে–

উর্দু,,,,,,,,৬৯

অর্থাৎ 'মানুষ পরস্পর ভাইভাই, যিনি বড় বুজুর্গ তিনি বড় ভাই, সুতরাং তাঁকে (রাসূলেপাককে) বড় ভাইয়ের মতো তা'জিম করতে হবে।'

হাদিসের এধরণের বিরোপ অর্থ গ্রহণ করলে উল্লেখিত আয়াতে কারীমার ও অপর হাদিসের সাথে সরাসরি تعارض (তায়ারোজ) বা বিরোধের সৃষ্টি হয়।

এমতাবস্থায় আল্লাহর হাবীব নিজেই এরশাদ করেছেন–

اذا بلغكم منى حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فان وافقه فاقبلوه والا فردوه–

অর্থাৎ 'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন তোমাদের কাছে আমার কোন হাদিস পৌঁছে তখন উহাকে আল্লাহর কালামের সাথে মিলিয়ে দেখো। যদি উহা কোরআনের সাথে মুয়াফিক বা সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহলে তা গ্রহণ কর, অন্যথায় তা বর্জন কর।' (তাফসিরাতে আহমদীয়া)

অতঃপর মূল্লা জিউন রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'তাফসিরাতে আমহদীয়া' কিতাবে অত্র হাদিসের প্রেক্ষপটে লিখেন–

ففى القران تصديق كل حديث ورد عن النبى عليه السلام

অর্থাৎ 'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পেশকৃত সকল হাদিসের সনদ সত্যায়ন কোরআনপাকে রয়েছে।

মুদ্দাকথা হল যে, সকল হাদিস কোরআনেপাকের মুহকাম আয়াতের পরিপন্থী নয় বরং কোরআনেপাকের মুহাকাম আয়াতের মুয়াফিক বা সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহাই গ্রহণীয় অন্যথায় বর্জনীয়।

সুতরাং মৌলভী ইসমাঈল দেহলভীর বর্ণনাকৃত হাদিস, তরা নিজস্ব ব্যাখ্যানুসারে 'মাহবুবে খোদাকে বড় ভাইয়ের মতো সম্মান করতে হবে' এ দাবি করা মুহকাম আয়াতও সহীহ হাদিসের পরিপন্থী বিধায় ইহা বর্জনীয়। ফলে তা দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।

দ্বিতীয়ত: যেহেতু ইসমাইল দেহলভীল পেশকৃত হাদিসখানা خبر واحد আকিদার বেলায় خبر واحد (খবরে ওয়াহিদ) দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয় না।

তৃতীয়ত: উক্ত হাদিসশরীফের এবারত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বড় ভাই বা তাঁকে বড় ভাইয়ের মত সম্মান করতে হবে। কারণ সাহাবায়ে কেরামগণ যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিজদা করার আগ্রহ প্রকাশ করলেন, তখন তিনি জবাবে اسجدوا ربكم وانا اخوكم فاكرمونى (তোমরা তোমাদের প্রাতপালককে সিজদা কর এবং আমি তোমাদের ভাই আমাকে সম্মান

কর) এই কথা বলেন নাই বরং اعبدوا ربكم واكرموا اخاكم (তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর এবং তোমাদের ভাইকে সম্মান কর) বলেছেন।

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ঈমান আনার দরুণ পরস্পরের মধ্যে ভাইয়ের সম্পর্ক হয়েছে যেমন 'তাফসিরে মাদারিক' নামক কিতাবে وازواجه امهاتهم আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ রয়েছে–

قال مجاهد كل نبى ابوامته ولذلك صار المؤمنين اخوه لان النبى صلى الله عليه وسلم ابوهم فى الدين

অর্থাৎ 'মুজাহিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রত্যেক নবীই আপন উম্মতের পিতা হিসেবে পরিগণিত। এ জন্য মু'মিনদের পারস্পারিক সম্পর্ক হলো ভাইভাই। এ জন্য যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের দ্বীনি পিতা।'

সুতরাং এক ভাই অপর ভাইকে সম্মান প্রদর্শন কর কিন্তু কোন প্রকার সিজদা কর না। কারণ উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য একে অপরকে সম্মানার্থে সিজদা করা হারাম। আর সিজদায়ে তা'য়াব্বুদী বা এবাদতের নিয়তে আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদা করা শির্ক।

চতুর্থত: আর যদি اخاكم (তোমাদের ভাই) এর মধ্যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও ধরে নেয়া হয়, তবে বুঝতে হবে যে, তিনি তাওয়াজু বা নম্রতা

দেখানোর জন্য নিজেকে اخاكم (তোমাদের ভাই) বলেছেন। যেমন মিশকাতশরীফের হাশিয়া ২৮৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে–

قوله اخاكم يريد نفسه الكريمة تواضعا–

অর্থ: নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী اخاكم (তোমাদের ভাই) দ্বারা তিনি নিজ নফসে কারীমা বা পবিত্র সত্তাকে নম্রতা দেখানোর উদ্দেশ্য করে বলেছেন। সুতরাং اخاكم (তোমাদের ভাই) সরকারে কায়েনাতের এ ফরমান দ্বারা তাকে ভাই বলে সম্বোধন করতে হবে এবং তাঁকে বড় ভাইয়ের মত সম্মান করতে হবে। (নাউজুবিল্লাহ) ইহার অনুমতি কোথায়?

সুক্ষ্ম কথা হলো, আকাইদ সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাইলে কেবল খবরে ওয়াহিদ অগ্রহণযোগ্য, এটা উসূলের ধারা। তবে হ্যাঁ কোরআনশরীফের মুহকাম আয়াতে কারীমার তাফসিরের অনুকুলে খবরে ওয়াহিদ দলিল হিসেবে গ্রহণীয় হতে পারে। কিন্তু কোন মুহকাম আয়াতে কারীমার প্রতিকুলে খবরে ওয়াহিদ দ্বারা দলিল পেশ করলে তা অগ্রহণযোগ্য হবে।

আলোচিত হাদিসের বিষয়বস্তু যেহেতু আকিদা সংক্রান্ত, তাই এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা শুদ্ধ হবে না। এ হাদিসশরীফ যেহেতু খবরে ওয়াহিদ, সুতরাং দলিল পেশ করে আল্লাহর হাবীবের সঙ্গে ভাইয়ের সম্পর্ক করা ও তাঁকে বড় ভাইয়ের মত সম্মান করতে হবে, এ আকিদা

পোষণ করা চরম গোমরাহী বই কিছুই নয়। শুদ্ধ আকিদা হলো আল্লাহর প্রিয় হাবীব সকল উম্মতের দ্বীনি পিতা।

প্রকাশ থাকে যে, আরবি اخ (আখুন) শব্দটি ভাই অর্থ ব্যতিত অন্যান্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা– صديق (সাদিক) বিশ্বস্ত বন্ধু دوست (দুস্ত) বন্ধু صاحب (ছাহেব) সাথী ইত্যাদি। (লোগাতে ছুরাহ কামুছ)

অতএব আলোচ্য হাদিসশরীফ এর اكرموا اخاكم অংশের সঠিক অনুবাদ হল 'তোমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু বা সাথীর সম্মান কর' গ্রহণ করলে আর কোন জটিলতার সৃষ্টি হয় না। والله اعلم

ইংরেজদের দালালিতে ইসমাঈল দেহলভীর ভূমিকা

আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি, 'তাকভীয়াতুল ঈমান' নামক কিতাবখানা প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে সারা ভরতবর্ষে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংঙ্খলা ও চরম মতানৈক্যের সুচনা ঘটে।

ভারতীয় মুসলমানগণ যখন ইংরেজ কোম্পানীর বিরোদ্ধে সোচ্চার হয়ে আজাদী আন্দোলনের প্রস্তুতি হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন, ঠিক তখনই ইসমাঈল দেহলভী ষড়যন্ত্রমূলকভাবে 'তাকভীয়াতুল ঈমান' রচনা করে অন্তর্দ্বন্দ সৃষ্টি করে আন্দোলনের অগ্রযাত্রার মূলে কুঠারাঘাত হানে।

বাতিল আকিদাপূর্ণ 'তাকভীয়াতুল ঈমান' কিতাবটি প্রকাশের পরে নবী প্রেমিক মুসলমানদের মধ্যে অন্তদাহ সৃষ্টি হয়। ক্ষোভে ফেটে পরে ঈমানদার মুসলমান সম্প্রদায়। লেখক নিজেও বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। এজন্য তিনি ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন, যা তার উত্তরসূরি আশরাফ আলী থানবী 'আরওয়াহে ছালাছা' নামক কিতাবের ৭৪ পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন– উর্দু.....৭৪

অর্থাৎ 'আমি (ইসমাঈল দেহলভী) এই কিতাবটি (তাকভীয়াতুল ঈমান) লিখেছি এবং জানি এর কোন কোন স্থানে সামান্য শক্ত কথা এসে গেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সীমালঙ্গন হয়ে গেছে।

যেমন যেসব বিষয় শিরকে খফী সেগুলোকে আমি শিরকে জলী লিখে দিয়েছি এই কারণে আমি মনে করি এই কিতাবটি প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে অবশ্যই গোলমাল বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।'

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ইসমাঈল দেহলভী সাহেবের উপরোক্ত বক্তব্যের দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয়ে যে, তিনি জেনে শুনে উদ্দেশ্যমূলকভাবে যা শিরকে জলী (সুস্পষ্ট শিরক) নয় অথচ তিনি উহাকে শিকে জলী (সুস্পষ্ট শিরক) লিখে দিয়েছেন এবং তিনি নিজেই স্বীকার করলেন, এটা প্রকাশ হওয়ার পর মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে এই কিতাবটি লিখার কারণ কি? যা সুস্পষ্ট শিরক নয়, তা সুস্পষ্ট শিরক বললেন কেন? এর জবাবে আমরা বলব,

তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের ঐক্যকে বিনষ্ট করা এবং তাদের মন মস্তিষ্ককে আজাদী আন্দোলনের প্রস্তুতি থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়া। কারণ তিনি ছিলেন ইংরেজদের মদদপুষ্ট দালাল।

মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী ইংরেজদের পক্ষে এবং আজাদী আন্দোলনের প্রস্তুতির বিরুদ্ধে ছিলেন। নিম্নে ইসমাঈল দেহলভী সাহেবের বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করুন।

১। মীর্জা হায়রত দেহলভী প্রণীত 'হায়াতে তাইয়্যিবা' নামক মৌলভী ইসমাঈল দেহলভীর জীবনী গ্রন্থে (২৭১ পৃষ্ঠা মাতবায়ে ফারুকী) উল্লেখ আছে–

উর্দু,,,,,,,,,,,,,, ৭৫

অর্থাৎ 'মাওলানা ইসমাঈল দেহলভী যখন কলিকাতায় জেহাদ সংক্রান্ত ওয়াজ শুরু করলেন এবং শিখদের অত্যাচার সম্পর্কে বিবরণ দিচ্ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন আপনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার ফত্ওয়া দিচ্ছেন না কেন? তিনি (মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী) উত্তরে বললেন, তাদের বিরুদ্ধে (ইংরেজদের বিরুদ্ধে) কোন অবস্থাতেই জেহাদ করা ওয়াজিব নয়।

একদিকে আমরা হচ্ছি তাদের প্রজা। অপরদিকে আমাদের ধর্মীয় কোন কাজ সম্পন্ন করতে তারা কোন বাধা দিচ্ছে না। তাদের শাসনে (ইংরেজ শাসনে) আমাদের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা রয়েছে। যদি ইংরেজদের উপর কোন বহিঃশত্রু আক্রমণ করে, তখন এদেশীয় মুসলমানদের উপর ফরয তারা যেন আক্রমনকারীদেরকে

প্রতিহত করে এবং ইংরেজ সরকারের যেন কোন ক্ষতি করতে না পারে।

উল্লেখ্য যে মীর্জা হায়রত দেহলভী প্রণীত হায়াতে তাইয়্যিবা কিতাবের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে মাওলানা মঞ্জুর নোমানী সাহেব 'মাসিক আল-ফোরকান ১৩৫৫ হিজরি শহীদ সংখ্যা ৫১ পৃষ্ঠায় বলেন–

উর্দু,,,,,,,,৭৬

অর্থাৎ 'মীর্জা হায়রত দেহলভী লিখিত 'হায়াতে তাইয়্যিবা' শাহ ইসমাঈল দেহলভীর জীবনী হিসেবে অত্যন্ত মজবুতগ্রন্থ।'

২। মুনশী মোহাম্মদ জাফর থানছিরী প্রণীত 'ছাওয়ানেহে আহমদী' নামক গ্রন্থের ৪৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে–

উর্দু,,,,,,,,৭৬

অর্থাৎ 'ইহাও একটি সহীহ বর্ণনা যে, কলিকাতা অবস্থানকালে একদা মাওলানা ইসমাঈল দেহলভী ওয়াজ করছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি মাওলানা (ইসমাইল দেহলভী) সাহেবকে ফত্ওয়া জিজ্ঞাসা করল, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ করা সঠিক কি না? প্রতি উত্তরে মাওলানা (ইসমাঈল দেহলভী) বললেন, এ ধরণের সচেতন এবং সংস্কারক সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ করা কোন অবস্থাতেই সঠিক নয়।'

উপরোক্ত তথ্যাবলী থেকে সুষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, মৌলভী ইসমাইল দেহলভী ইংরেজ বিরোধী মুজাহিদ ছিলেন না। বরং সঠিক ইতিহাস হলো এই, তিনি ভারতীয় পাঠান মুসলমানও শিখদের বিরুদ্ধেই জেহাদ

করেছিলেন। তার দৃষ্টিতে পাঠান সুন্নি মুসলমানগণও শিখদের ন্যায় মুশরিক ছিল। যেমন খারিজিরা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মুশরিক মনে করে মঞ্জীদ করেছিল। তদ্রূপ 'তাকভীয়াতুল ঈমান' কিতাবের ফত্ওয়া মোতাবেক পাঠান সুন্নি মুসলমানগণেকে শিখের ন্যায় মুশরিক মনে করে অকাতরে শহীদ করা হয়েছিল। যার প্রধান নায়ক ছিলেন মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী।

এ প্রসঙ্গে এম আর আখতার মুকুল কর্তৃক লিখিত 'কোলকাত কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবি' পুস্তকের ৯০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, 'ওহাবী ও শিখদের মধ্যে সংঘর্ষ চলাকালে উভয় পক্ষেরই শক্তি ক্ষয় হোক এটাই ইংরেজদের কাম্য ছিল। এই প্রেক্ষিতে ১৮৩১ সালে ও ওহাবী নেতা ...এবং ১৮৩৯ সালে রণজিৎ সিং এর মৃত্যুর পর লর্ড ডাল হেউসী একে একে পাঞ্জাব ও সিন্ধু এলাকা ইংরেজ রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।'

এতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে মৌলভী ইসমাঈল দেহলভীর আন্দোলনের দ্বারা ইংরেজরাই ষোলআনা বেনিফিশিয়ারী হয়েছে এবং তাদের রাজত্বের পরিধি ও শক্তি আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। অপরদিকে এই আন্দোলনের দ্বারা মুসলমানদের জান মালের অনেক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছিল।

মাহবুবে খোদার শানে দেওবন্দী চার নেতার জঘন্য উক্তি

মু'মিন মুসলমানদের ঈমান হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি প্রীতি, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা।

একজন মু'মিনের প্রধান মিশন হচ্ছে রাসূল প্রেমে উজ্জীবিত হয়ে আল্লাহর দ্বীনকে ধরাধামে বিজয়ী করার লক্ষ্যে সার্বক্ষণিক জেহাদী তৎপরতায় নিয়োজিত থাক। এ উপমহাদেশে মু'মিন মুসলমানগণকে তাদের এই মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করার জন্য ইসমাঈল দেহলভীকে বেছে নেয়, কুচক্রী ইংরেজ শাসক বেনিয়ারা।

ইংরেজদের ধারণা ছিল, মুসলমানদের মূল ধারা রাসূল প্রেম থেকে তাদেরকে বিচ্যুত করতে পারলেই তাদের উদ্দেশ্য সফলকাম হবে। তাই ইসমাঈল দেহলভীর মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টির মানসে ধর্মের নামে আল্লাহর রাসূলের মান হানিকর বিভিন্ন উক্তি রচনা করিয়ে ইংরেজরা তাদের মূল লক্ষ্য অর্জন করতে, কাটা দিয়ে কাটা তুলতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে ইসমাঈল দেহলভীর উত্তরসূরীরা দেওবন্দী আলেমগণ তার অপতৎপরতাকে অব্যাহত রাখে। তাদের মধ্যে শীর্ষ পর্যায়ে রয়েছেন কাশেম নানাতবী, রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, খলিল আহমদ আম্বেটুবী ও আশরাফ আলী থানবী প্রমূখ।

জঘন্য উক্তি (এক)

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী কাসেম নানাতবী তদীয় 'তাহজিরুন্নাস' নামক কিতাবের ৩য় পৃষ্ঠায় লিখেন–

উর্দু..... ৭৮

অতঃপর 'তাহজিরুন্নাস' কিতাবের ১৪ পৃষ্ঠায় লিখেন–

উর্দু.....৭৮

এর পর 'তাহজিরুন্নাস' কিতাবের ২৫ পৃষ্ঠায় লিখেন– উর্দু..... ৭৯

অর্থাৎ (কাসেম নানাতবী সাহেব লিখিতভাবে বলতেছেন)

(ক) 'জনসাধারণের খেয়াল তো রাসূলুল্লাহ 'খাতিম হওয়া' এ অর্থেই যে, তিনি সর্বশেষ নবী। কিন্তু আহলে ফহম বা জ্ঞানী লোকদের নিকট একথা সুস্পষ্ট যে, জামানা বা কালের অগ্রবর্তী হওয়া পরবর্তী হওয়ার মধ্যে মূলত কোন ফজিলত বা প্রাধান্য নেই।' (নাউজুবিল্লাহ)

(খ) 'বরং ধরেনিন আল্লাহর হাবীবের জামানায়ও যদি কোথাও কোন নবী আসতো, তথাপি হুজুর খাতম হওয়া রিতিমত বহাল থাকতো।' (নাউজুবিল্লাহ)

(গ) ধরেনিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানার পরও যদি কোন নবী পয়দা হয়, তবুও 'খাতামিয়াতে মুহাম্মদী' তো কোন পার্থক্য দেখা দেবে না।'

উপরিউক্ত তিনটি এবারতের সার তত্ত্ব হলো এই–

(এক) প্রথম এবারত দ্বারা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গেল যে, কাসেম নানাতবী সাহেব خاتم النبين (খাতামুন নাবীয়্যিন) আয়াতাংশের প্রকৃত অর্থ যে, আল্লাহর নবী শেষ নবী, এ সর্বসম্মত সঠিক অর্থকে অস্বীকার করে বলেছেন ইহা সাধারণ লোকের আকিদা। জ্ঞানী গুণীদের আকিদা নয় অর্থাৎ নানাতবী সাহেব আল্লাহর হাবীবকে সর্ব শেষ নবী হওয়াকে অস্বীকার করলেন। (নাউজুবিল্লাহ)

(দুই) দ্বিতীয় এবারতের সারতত্ত্ব হলো, নানাতুবী সাহেব বলেন রাসূলের যুগেও যদি কোথাও কোন নবীর আবির্ভাব হয়, তবে নবীর 'খাতাম' হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য আসবে না অর্থাৎ 'খাতামুন নাবীয়্যিন' এর অর্থ যে সর্ব শেষ নবী কাসেম নানতুবী তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন। (নাউজুবিল্লাহ)

(তিন) তৃতীয় এবারতের সারতত্ত্ব হলে নানাতুবী সাহেব বলতেছেন, রাসূলের যুগের পরেও যদি কোন নবীর আবির্ভাব হয়ে তখন খাতিমিয়তে মুহাম্মদীর মধ্যে কোন পার্থক্য আসবে না অর্থাৎ তিনি 'খাতাম' শব্দের অর্থ সর্বশেষ এনকার করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করলেন এবং অন্যান্য নবী আগমণের সম্ভাবনা রয়েছে বলেও দুঃসাহস দেখালেন। (নাউজুবিল্লাহ)

এক কথায় আল্লাহর হাবীব যে সর্বশেষ নবী কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবেন না, আসতে পারেন না, এ শুদ্ধ আকিদাকে নানাতুবী সাহেব অস্বীকার করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত থেকে খারিজ হয়ে গেলেন।

পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তথা সাহাবায়ে কেরাম তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, চার মাযহাব ও চার তরিকার ইমামগণ ও তাদের অনুসারিসহ দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানের আকিদা হলো আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্ব শেষ নবী, তার পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবীর আবির্ভাব হবে না। যদি কোন ব্যক্তি কিয়ামত পর্যন্ত

নবুয়তের দাবি করে সে দাজ্জাল ও মিথ্যাবাদী। যেমন পাঞ্জাবের গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। সে নিজেকে নবী দাবি করেছিল। এজন্য সকল মুসলমানের ঐকমত্যে সে কাফির ও দাজ্জাল। (ফতোয়ায়ে হুসামুল হারামাইন দ্র.)
এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক কালামে পাকে এরশাদ করেন–

ولكن رسول الله وخاتم النبين

অর্থাৎ ''হ্যাঁ বরং, তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।' উপরোক্ত আয়াতে خاتم (খাতাম) শব্দটি মুফাসসিরীনে কেরামের মতে দু'কেরাতে পড়া যায়। ইমাম হাসান ও ইমাম আসেমের কেরাতে خاتم (খাতাম) এর تاء (তা) এর উপর যবর রয়েছে। অন্যান্য ইমামগণের কেরাতানুযায়ী উক্ত تاء যের বিশিষ্ট কিন্তু উভয়ের অর্থ এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ নবীগণের আগমণের সমাপ্তি সাধনকারী। কেন না উভয় কেরাতের অবস্থায় تاء (তা) শব্দের এই অর্থ হলো শেষ বা সমাপ্তি।
আবার উভয় শব্দ মোহরের অর্থে ও ব্যবহার হয়ে থাকে। কেন না মোহরাঙ্কিত কোন বস্তুর পরিপূর্ণ হিসেবে সিল গালা করে ইহাকে আবদ্ধ করা হয়ে থাকে অর্থাৎ কোন বস্তু বা বিষয়াদির সর্ব শেষেই মোহারঙ্কিত করা হয়। এই মোহরকেও শেষ করার অর্থকেই বুঝায়। যের ও যবর বিশিষ্ট خاتم (খাতাম) শব্দটি উপরোল্লিখিত উভয় অর্থই কামুস, সিহহা, লিসানুল আরব, তাজুল উরুস প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় আরবি অভিধানে উল্লেখ রয়েছে।

বর্ণিত আয়াতের মধ্যে خاتم النبين (খাতুমুন নাবীয়্যিন) বলতে যে সর্ব শেষ নবী বলা হয়েছে, এ প্রসঙ্গে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই ঘোষণা করেন যা মিশকাতশরীফের ৪৬৪/৪৬৫ পৃষ্ঠায় হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহর হাবী এরশাদ করেন–

وانه سيكون فى امتى كذابون ثلثون كلهم- يزعم انه نبى الله وانا خاتم النبين لانبى بعدى-

অর্থাৎ 'অচিরেই আমার পরে আমার উম্মতের মধ্যে থেকে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী (ভণ্ডনবী) ও দাজ্জাল বের হবে। তারা নিজেকে স্বঘোষিত নবী বলে প্রচার করবে। কিন্তু এরা সকলই মিথ্যাবাদী ও দাজ্জাল। (জেনেরেখ) আমিই শেষ নবী। আমার পরে আর কোন নবী আসবে না।

এই হাদিসখানা মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ ও মসনদে ইমাম আহমদশরীফে হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে।

অনুরূপ ইমাম বোখারী রাদিয়াল্লাহু আনহু এই হাদিসখান হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে এখানে ثلثون (ছালাছুনা) এর স্থলে قريبا من الثلثين (কারীবাম মিনাছ ছালাছিনা) রয়েছে।

অর্থাৎ ত্রিশ এর স্থানে প্রায় ত্রিশ বলে উল্লেখ রয়েছে। উভয় বর্ণনায় হাদিসের মর্ম থেকে এ কথাই প্রমাণিত যে, রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে যে

কেউ নবুয়তের দাবি করবে নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী ও দাজ্জাল ছাড়া আর কিছুই নয়। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সর্বশেষ নবী তাঁর পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবীর আগমণ অসম্ভব ইহাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা।

জঘন্য উক্তি (দুই)

রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী নির্দেশিত ও সমর্থিত খলিল আহমদ আম্বেটবী লিখিত 'বারাহিনে কাতেয়া' নামক কিতাবের ২৬ পৃষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেওবন্দ মাদ্রাসার ছাত্র বানানোর দুঃসাহস লিখেছে–

উর্দু..... ৮২

অর্থাৎ '(খলিল আহমদ আম্বোটবী সাহেব বলেন) এই ফকিরের ধারণা হলো এই যে, আল্লাহ তা'য়ালার নিকট দেওবন্দ মাদ্রাসার বিশেষত্ব অনেক ঊর্ধ্বে। যেহেতু এখানে শতশত ছাত্র অধ্যায়ন করে বিজ্ঞ আলেম হয়েছে এবং অনেক সৃষ্টিকে গোমরাহীর পথ থেকে মুক্তি দিয়েছে। আরো কারণ যে, জনৈক সালেহ বা নেককার ব্যক্তি একদা আল্লাহর নবীকে স্বপ্নযোগে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করলো। সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উর্দু ভাষায় কথা বলতে শুনে জিজ্ঞাসা করলো যে, আপনিতো আরবি (আপনি কথা বলবেন আরবি বাষায় কিন্তু আপনি উর্দু ভাষায় কথা বলতেছেন) এ উর্দু ভাষা আপানি কোথা হতে শিখলেন? উত্তরে হুজুর

বললেন দেওবন্দী আলেমদের সাথে আমার যখন সম্পর্ক হয়ে গেল তাদের সংস্পর্শে থেকে আমি উর্দু ভাষা শিখে নিয়েছি। অতঃপর (আম্বেটবী সাহেব বলেন) সুবহানাল্লাহ! এতে বুঝা গেল দেওবন্দ মাদ্রসার মর্যাদা কত উচ্চে। (নাউজুবিল্লাহ)

আম্বেটবী সাহেবের উপরোক্ত বক্তব্যের মূল কথা হচ্ছে, তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসার গুরুত্ব ও বিশেষত্ব প্রমাণের জন্য দুটি বিশেষ দিকের অবতারণা করেছেন–

(এক) এখানে শতশত ছাত্র অধ্যায়ন করে বিজ্ঞ পণ্ডিত সেজেছে।

(দুই) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবি ভাষাভাষি হওয়ার কারণে উর্দু শিখার জন্য তিনিও দেওবন্দের ছাত্র হয়েছেন। (নাউজুবিল্লাহ)

নবী প্রেমিক পাঠকগণ! বুঝেনিন এবার, দেওবন্দ মাদ্রাসার ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে খলিল আহমদ আম্বেটবী সাহেব সায়্যিদুল মুরসালিন রাহমাতুল্লিল আলামীনকে দেওবন্দী আলেমদের ছাত্র বানানোর হাস্যকর ও চরম বেআদবীর যে নজীর সৃষ্টি করেছেন তা কোন ঈমানদার মেনে নিতে পারে না।

এতদ্ব্যতিত আল্লাহর হাবীবের ইলিম এ চাইতে অভিশপ্ত শয়তানের ইলিম অধিক প্রমাণ করতে গিয়ে আম্বোটবী সাহেব তদীয় 'বাবাহিনে কাতেয়া' নামক কিতাবের ৫১ পৃষ্ঠায় লিখেন–

উর্দু..... ৮৩

অর্থঃ 'মোট কথা চিন্তা করার বিষয় যে, শয়তান ও মৃত্যুর ফেরেশতার জ্ঞানের অবস্থা থেকে সুস্পষ্ঠ দলিলের বিপরীতে বিনা দলিলে কোন ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে ফখরে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জ্ঞানের বিস্তৃতি প্রমাণ করা শিরিক নয়তো কোন ঈমানের অংশ। শয়তান ও মৃত্যুর ফেরেশতার জ্ঞানের এ বিস্তৃতিতো অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু ফখরে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর (নবীজীর) জ্ঞানের বিশালতা এমন কোন দলিল দ্বারা প্রমাণিত? যা সমস্ত দলিলকে রদ করে এ শিরককে প্রমাণ করে?

উল্লেখিত বক্তব্যে, আম্বেটবী সাহেব মালাকুল মউত বা মৃত্যুর ফেরেশাত ও অভিশপ্ত শয়তানের ইলিমের পরিধি যে অনেক বেশি, তর দলিল প্রমাণ রয়ছে, কিন্তু আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইলিমের কোন দলিল প্রমাণ নেই। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইলিমের প্রসারতা বা আধিক্যের কোন দলিল প্রমাণ নেই বিধায় তা ইলিম বেশি এমন আকিদা পোষণ করা শিরিক।

আম্বেটবী সাহেবের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহর হাবীবের ইলিম বেশি এরূপ আকিদা বা বিশ্বাস রাখলে শিরক হয়। অপর দিকে অভিশপ্ত শয়তানের ইলিম বেশি এমন আকিদা বা বিশ্বাস শিরিক হয় না এমন দ্বিমুখী নীতি ও স্ববিরোধী বক্তব্য এটাই প্রমাণ করে যে, শিরকের সংজ্ঞা বুঝতে গিয়ে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েছেন এবং শিরকের মূল ব্যাখ্যা থেকে অনেক দূর চলে গেছেন। কারণ

শিরকের সংজ্ঞা হলো, আল্লাহর জাত ও সিফারেত সঙ্গে যে কোন বস্তু বা বিষয়ের সাদৃশ্য প্রদান করলে শিরক প্রতিষ্টিত হয়। এতে শয়তান হোক আর যে কোন ব্যক্তিই হোক।

উপরোক্ত আলোচনা শেষে একটি কথাই স্পষ্ট যে, আম্বেটবী সাহেবের অসৎ উদ্দেশ্য অর্থাৎ আল্লাহর হাবীবের শান মানকে ক্ষুন্ন করে তাদের মূল উদ্দেশ্য নিজেদের অপকীর্তিকে মুসলিমসমাজের মাঝে প্রতিষ্টার অপপ্রয়াস হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর নিজেদের শ্রেষ্টত্ব প্রমাণ করা যা দোষমনে রাসূলের প্রধান চরিত্র।

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ ওলিউল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু শিরক এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তদীয় 'আল ফাউযুল কবীর' নামক কিতাবে উল্লেক করেন–

المشرك انيثبت لغير الله سبحانه وتعالى شيئا من صفاته المختصةبه

অর্থঃ শিরক হলো, মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে এমন গুণে গুণান্বিত প্রমাণ করা যে সকল গুণাবলী একমাত্র আল্লাহর জন্যই খাস।'

অর্থাৎ শিরক বলতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর খাস গুনে গুণান্বিত প্রমাণ করা। এতে তিনি নবী হোন ফেরেশতা হোন, অভিশপ্ত শয়তান হোক বা যে কোন ব্যক্তিই হোক না কেন প্রত্যেকের বেলায়ই শিরক সাব্যস্ত হবে। শয়তানের ক্ষেত্রে শিরক হবে না কিন্তু নবীল

বেলঅয় শিরক হবে তা এমন এক আজগুবী ও মনগড়া কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোন ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হলেই কেবল এ ধরণের অপব্যাখ্যা করতে পারে। খলিল আহমদ আম্বেটবীও তাদে মধ্যেই একজন পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা হলো আল্লাহপাক তার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পূর্বাপর সকল বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন–

الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان–

অর্থাৎ 'মহান রহমান তাঁর প্রিয় বান্দাকে কোরআন শিখিয়েছেন। মানবতার প্রাণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন। আর (সংঘটিত এবং অসংঘটিত) সকল কিছুর বিস্তারিত বর্ণনাও তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন।'

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় সুপ্রসিদ্ধ 'মায়ালেমুত তানজিল' নামক তাফসির গ্রন্থের ৪র্থ জিলদের ১১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে–

قال ابن كيسان: خلق الانسان يعنى محمد صلى الله عليه وسلم علمه البيان يعنى بيان ماكان وما يكون لانه كان يبين عن الاولين والاخرين وعن يوم الدين–

অর্থাৎ 'ইবনে কায়সান বলেন আল্লাহ তা'য়ালা الانسان (আল ইনসান) অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে البيان (আল বায়ান) তথা ماكان ومايكون (মা কানা ওয়ামা ইয়াকুনু) যা হয়েছে এবং যা হবে সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা শিক্ষা দিয়েছেন। কেন না তাকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের এবং কিয়ামতের দিন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।'

জঘন্য উক্তি (তিন)

দেওবন্দ মাদ্রাসার নেতা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী তদীয় فتاوى ميلاد شريف وغيره 'ফাতাওয়ায়ে মিলাদশরীফ ও গায়রা' নামক কিতাবে লিখেছেন–

উর্দু,,,,,,,,৮৬

অর্থাৎ প্রতেহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিলাদশরীফের আয়োজন করা ছাংকানাইয়ার জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠানের মত।' (নাউজুবিল্লাহ)

পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে রাসূলেপাক সাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিলাদশরীফের আলোচনা আল্লাহর রহমত, বরকত লাভের অন্যতম উপায়। মুসলমানগণ এ লক্ষ্যে সর্বদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্মরণে মিলাদশরীফের মাহফিল আয়োজন করে থাকেন। এপ্রসঙ্গে উস্তাযুল উলামা আল্লামা শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দিসে দেহলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'জারকানী শরীফের' ১ম জিল্‌দ ১৩৯ পৃষ্ঠায় বোখারীশরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইমাম কাস্তালানী রাদিয়াল্লাহু আনহু

'মাওয়াহিবে লাদুনিয়া' নামক কিতাবের ১ম জিলদের ২৭ পৃষ্ঠায় আল্লামা আলী বিন বুরহান উদ্দিন হলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'সিরাতে হলবিয়া' নামক কিতাবের ১ম জিলএদর ৮৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

لازال اهل الاسلام يحتفلون بشهر مولوده عليه السلام ويعلمون الوائم ويتصدقون فى لياليه بانواع الصدقات وظهرون السرور ويزيدون فى المبرأت ويعتون بقراءة بمولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم- ومما جرب من خواصه انه امان فى ذلك العام وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام فرحم الله امرا اتخذ ليالى شهر مولوده المبارك اعيادا ليكون اشد علة على من فى قلبه مرض وعناد-

অর্থাৎ 'মুসলমানগণ সর্বদা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম মাসে মাহফিল করে থাকেন। তদুপলক্ষে আনন্দ ভোজাদি প্রস্তুত করে থাকেন এবং ঐ রাত্রিসমূহে বিভিন্ন প্রকারের দান খয়রাত ও আনন্দ প্রকাশ করে থাকেন, অধিক পরিমাণে নেককাজ করে থাকেন এবং মিলাদশরীফ পাঠ করার ক্ষেত্রে অতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। উহার বরকতে তাদের উপরে বিভিন্ন প্রকারের কল্যাণ সাধিত হয়ে থাকে।

মিলাদশরীফ পাঠের পরীক্ষিত বিশেষত্ব এই যে, উহার বদৌলতে এক বৎসর পর্যন্ত নিরাপদ ও শান্তিতে থাকবে। নেক মকসুদ ও প্রয়োজনাদি শ্রীঘ্রই পূরণ হবে। আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির উপর অফুরন্ত রহমত বর্ষণ করবেন।

যদি কোন ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম মাসের রাত্রিকে ঈদ হিসেবে পালন করে, এই নিয়তে যেন মিলাদুন্নবীর বিদ্বেষীদের অন্তর্জালা সৃষ্টি হতে থাকে। কেন না মিলাদ বিরোধী ব্যক্তিগণের অন্তরে বিমার ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দোষমনি রয়ছে। (ইহাও উত্তম জায়েয)

অথচ মজার ব্যাপার হল এই যে, মৌলভী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবের পীর ও মুর্শিদ হাজী ইমদাদ উল্লাহ মোহাজিরে মক্কী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় فيصله هفت مسئله مع ارشاد مرشد (ফয়সালায়ে হাফত মাসআলা মায়া এরশাদে মুর্শিদ) নামক কিতাবে লিখেছেন–

উর্দু,,,,,,,,,, ৮৮

অর্থাৎ 'আমি ফকির (হাজী ইমদাদ উল্লাহ মোহাজিরে মক্বী রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর অভিমত হল এই যে, আমি বরকতের উসিলা মনে করে মিলাদশরীফের মাহফিলের আয়োজন করে থাকি এবং মিলাদশরীফের কিয়াম করাকালীন সময়ে উহাতে আনন্দ স্বাধ অনুভব করি।'

সুপ্রিয় পাঠক! এবার বিষয়টি অনুধাবন করুন, গাঙ্গুহী সাহেবের ফতওয়া মতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিলাদ অনুষ্ঠান কৃষ্ণের জন্মষ্টমী অনুষ্ঠানের মত। অথচ তারই গুরু মুর্শিদ হাজী ইমদাদ উল্লাহ মোহাজিরে মক্বী রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই বলেছেন যে, আমি মিলাদ মাহফিরে যোগদান করে থাকি

এবং প্রতি বৎসর মিলাদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করি ও মিলাদের কিয়ামে আনন্দ অনুভব করি।

তাহলে গাঙ্গুহী সাহেবের ফত্ওয়া অনুযায়ী তার পীর ও মুর্শিদ হাজী ইমদাদ উল্লাহ মোহাজিরে মক্কী রাদিয়াল্লাহু আনহু কি ছাংকানাইয়ার জন্মোৎসব পালনকারী হন নাই ? নাউজুবিল্লাহ, এ অদ্ভুত ফত্ওয়া কি কোন ঈমানদার মুসলমান গ্রহণ করতে পারে?

জঘন্য উক্তি (চার)

(ক) দেওবন্দীদের হাকিমূল উম্মত আশরাফ আলী থানবী তদীয় 'হিফজুল ঈমান' নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকার ১৫ পৃষ্ঠায় রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েবকে অস্বীকার করতে গিয়ে লিখেন–

উর্দু,,,,,,,,,৮৯

অর্থাৎ 'অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র সত্তার ইলমে গায়েবের হুকুম মানা যদি জায়েদের কথামত শুদ্ধ হয়, তবে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাস্য হল এই যে, গায়েব দ্বারা কতক গায়েব উদ্দেশ্য না সম্পূর্ণ গায়েব উদ্দেশ্য? যদি কতেক গায়েব মুরাদ বা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কি বিশেষত্ব রয়েছে? এরূপ ইলমে গায়েব তো জায়েদ, আমর বরং প্রত্যেক শিশু ও পাগল এমনকি সমস্ত প্রাণী ও চতুষ্পদ জন্তুরও রয়েছে। (নাউজুবিল্লাহ)

আল্লাহ তা'য়ালার জ্ঞান সত্ত্বগত অতুলনীয় ও অসীম। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জ্ঞান আল্লাহ

প্রদত্ত সসীম। আল্লাহ তা'য়ালার জ্ঞানের তুলনায় তা বাজ বা কতেক জ্ঞান। এই কতেক জ্ঞানের পরিমাপ হল আল্লাহ তায়ালা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং যা কিছু কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি করবেন এমনকি কিয়ামতের পরেও যা কিছু ঘটবে সবিস্তার জ্ঞানই আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহপাক দান করেছেন। আল্লাহ পাকের জ্ঞানের তুলনায় এ দানকৃত জ্ঞানকে কতেক বা বায়াজ বলা হয়েছে।

দেওবন্দীদের হাকিমূল উম্মত আশরাফ আলী থানবী সাহেব আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েবকে অস্বীকার করতে গিয়ে শানে রিসালতের উপর নগ্ন নির্লজ্ব হামলা করে নিজেই গোমরাহ হয়ে গিয়েছেন।

থানবী সাহেবের এ বক্তব্য কোরআন সুন্নাহ বিরোধী এবং সমস্ত মুফাসসিরীন, মুহাদ্দিসিন ও আউলিয়ায়ে কেরামের আকিদার পরিপন্থী।

এপ্রসঙ্গে আল্লাহপাক কালামেপাকে এরশাদ করেন–

علم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول

অর্থাৎ 'তিনি (আল্লাহ) অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বা আলিমূল গায়েব। উপরন্তু তিনি তাঁর অদৃশ্য জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত।' (সূরা জিন আয়াত নং ২৬/২৭)

উক্ত আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় 'তাফসিরে খাজেন' নামক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে–

(عالم الغيب) اى هو عالم ما غاب عن العباد (فلا يظهر) اى فلا يطلع (على غيبه) اى الغيب الذى يعلمه وانفردبه (احدا) اى من الناس ثم استعثنى فقال تعالى (الا من ارتضى من رسول) يعنى الا من يصطفيه رسالته ونبوته فيظهره على مايشاء من الغيب حتى يستدل على نبوته بمايخبربه من المغيبات فيكون ذلك معجزة له–

অর্থাৎ 'আল্লাহ আলিমূল গায়েব অর্থাৎ বান্দা যা জানে না, আল্লাহ তা জানেন। অতএব তাঁর নিজস্ব খাস গায়েব কাউকে জানিয়ে দেন না, শুধুমাত্র যাদেরকে নবুয়তও রিসালাত দ্বারা সম্মানিত করেছেন, তাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা করেন, তাঁর নিকট এ গায়েব ব্যক্ত করেন, যাতে তাঁর গায়েবের বিষয়াদির সংবাদ প্রদান তাঁর নবুয়তের দলিলস্বরূপ সর্বসাধারণের নিকট গৃহীত হয়। সুতরাং গায়েবের খবর দেওয়াই নবীর মুজিজা।'

উল্লেখ্য যে, আশরাফ আলী থানবী তদীয় 'বছতুল বেনান' নামক কিতাবে আরও বলেন–

উর্দূ,,,,,,,,,,,,৯১

অর্থাৎ '(থানবী সাহেব বলতেছেন) আমার শুধু খোদার দরকার কোন মাখলুকের প্রয়োজন নেই।'

প্রসঙ্গত: মাখলুক বা সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর হাবীব মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও শামিল রয়েছেন। থানবী সাহেবের এ ঘৃণ্য দুঃসাহসিক উক্তি– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রয়োজনতাকেই অস্বীকার করার নামান্তর।

(গ) ১৩৩৬ হিজরি সালে থানাভন থেকে প্রকাশিত **الامداد** (আল ইমদাদ) নামক সাময়িকী সফর সংখ্যায় ৩৪/৩৫ পৃষ্ঠায়

আশরাফ আলী থানবী সাহেবের এক জনৈক মুরিদের বাকশক্তি আয়ত্তাধীন নহে, এই ওজরের কারণে স্বপ্নাবস্থায় اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا اشرف على (আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা সায়্যিদিনা ওয়া নাবীয়্যিনা ওয়া মাওলানা আশরাফ আলী) বলা সম্পর্কে একটি বর্ণনা শুনুন–

উর্দু,,,,,,,,,৯২

অনুবাদ: 'আর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, কিছুক্ষণ পর স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি কালিমাশরীফ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পড়ছি। কিন্তু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর স্থলে হুজুরের নাম (আশরাফ আলী থানভী সাহেবের নাম) নিচ্ছি। এমতাবস্থায় আমার মনে খেয়াল আসল যে, কালিমাশরীফ পড়ার বেলায় ভুল হচ্ছে। ইহাকে শুদ্ধ করে পাঠ করার প্রয়োজন। এ জন্য দ্বিতীয়বার কালিমাশরীফ পাঠ করতে ছিলাম। মনে তো চায় শুদ্ধ করে পড়ব কিন্তু বাকশক্তি আয়ত্বধীন না থাকার দরুণ রাসূলুল্লাহ এর পরিবর্তে অনায়াসে আশরাফ আলী বের হয়ে আসতে থাকে। তথাপি আমার এ কথা জানা আছে যে, এভা পড়া ঠিক নয়। কিন্তু জবান আয়ত্বাধীন না থাকায় এ ধরনের কালিমা বের হতে থাকে।

এধরণের অবস্থা অব্যহত থাকার পর আমি হুজুরকে (আশরাফ আলী থানবীকে) আমার সম্মুখে দেখতে পেলাম এবং কয়েকজন লোকও উনার সঙ্গে ছিল। এ সময় আমার অবস্থা এমন হলো যে, আমার শরীর নিস্তেজ হয়ে গেল এবং আমি জমিনে পড়ে খুব জোরে চিৎকার দিলাম। আমি অনুভব করলাম আমার শরীরে কোন শক্তি নেই। তৎক্ষণাত আমি

স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হলাম। কিন্তু শরীরে এখনও যথারিতি নিস্তেজ ছিল এবং নিস্তেজতার প্রভাব শরীরে বিদ্যমান ছিল। তদুপরি স্বপ্নাবস্থায় এবং জাগ্রত অবস্থায় হুজুরের খেয়াল বিদ্যমান ছিল। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় যখন কালিমাশরীফের ভুল পড়ছি স্মরণ হলো তখন এ ব্যাপারে ইচ্ছা হলো যে, ইহাকে অন্তর থেকে দুরিভূত করে দেই যেন পূনরায় এ ধরণের ভুলে পতিত না হই। এ ধারণায় আমি বসে পড়লাম। অতঃপর পার্শ্ব পরিবর্তন করে দ্বিতীয়বার শুয়ে কালিমাশরীফকে শুদ্ধ করে পাঠ করার জন্য বার বার চেষ্টা করছিলাম। এ জন্য দরূদশরীফ ও পড়তে ছিলাম কিন্তু তারপরও আমি এরূপ বলতে ছিলাম। 'আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা সায়্যিদিনা নাবিয়ানা মাওলানা আশরাফ আলী।'
উক্ত ঘটনা থানবী সাহেবে শ্রবণ করার পর উত্তরে বললেন, এই ঘটনার মধ্যে শান্ত্বনা ছিল যে, তুমি যার দিকে ধাবিত হয়েছে, তিনি আল্লাহর সাহায্যে সুন্নতের অনুসারি।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ লক্ষ্য করুন!
একজন সাধারণ মুসলমানও ইহা অবশ্যই জানে যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আশরাফ আলী রাসূলুল্লাহ' বলঅ কিরূপ মারাত্মক অন্যায়। তদুপরি জাগ্রত অবস্থায় এরূপ দরূদ 'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যিদিনা নাবিয়ানা ওয়া মাওলানা আশরাফ আলী' পাঠ করা কিরূপ জঘন্য অপরাধ। আশরাফ আলী থানবীকে নবী, রাসূল বলা কুফুরি কালাম নয় কি? এমতাবস্থায় বাকশক্তি আয়ত্বধীন নহে, এই ওজর কি গ্রহণীয়? কখনও নয়। থানবী সাহেব যদি ভ্রান্ত মতালম্বী না

হতেন, তবে দ্বিধাহীন চিত্তে এ ব্যক্তিকে নসিহত করা একন্ত কর্তব্য ছিল যে, তুমি তওবা কর, নতুন করে কালেমা পাঠ করে ঈমানকে শুদ্ধ করে নাও। কারণ তুমি যা করছ উহা কুফুরি কালাম কিন্তু থানবী সাহেব এগুলো করলেন না বরং তার কথার প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন যে, এতে তছল্লি বা শান্ত্বনা রয়েছে, তুমি যার দিকে (থানবীর দিকে) ধাবিত হচ্ছ, তিনি সুন্নতের অনুসারি। এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, যার পীর সুন্নতের অনুসারি সে ঘুমন্ত অথবা জাগ্রত অবস্থায় বাকশক্তি আয়ত্বের বহির্ভূত এ ওজর করতঃ নিজের পীরকে নবী বা রাসূল বলতে পারে কী?

থানবী সাহেব কি তার পূর্বসূরী কাশেম নানতুবী সাহেবের خاتم النبين (খাতামুন নাবীয়্যিন) এর অপব্যাখ্যা অনুসারে নবী বা রাসূল হওয়ার দুঃস্বপ্ন দেখছেন কি? (নাউজুবিল্লাহ)

ইয়া নবী সালামু আলাইকা বলঅ কি আসলেই অশুদ্ধ?

কুল মাখলুকাতের সর্বশ্রেষ্ট ও সর্ব প্রধান সৃষ্টি হলেন আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যুগ ও কালের বেষ্টনী অকিক্রম করে সমগ্র সৃষ্টি কুলের রহমত পেয়ারা নবী সকলের কাছে সুপরিচিত, সমাদৃত। মহানবীকে ইয়ানবী সালামু আলাইকা সম্বোধন করে সালাম ও সম্মান প্রদর্শন করা শরিয়ত ও আরবি গ্রামারে বিধি অনুসারে সম্পূর্ণ সঠিক। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, তথাকথিত আলেম নামধারী মুফতি উপাধীধারী কিছু সংখ্যাক বাঙ্গালী মৌলভীগণ উক্ত সঠিক ও শদ্ধ ছন্দ সম্বলিত সালাত ও সালামকে অশুদ্ধ ও আরবি গ্রামারের পরিপন্থী বলে নতুন অপপ্রচার শুরু

করেছে, যা রাসূল প্রেমিক মু'মিন মুসলমানের অন্তরে আঘাত সৃষ্টি করেছে।

নব্য ওহাবী ওলীপুরীর দোসর সেজে তথাকথিত মুফতি নামধারী তালেব উদ্দিন উক্ত সশ্রদ্ধ সালামের বিরূপ সমালোচনা করে, তার বিভ্রান্তিকর পুস্তক 'ইয়ানবী সালাম আলাইকা' এর ২৫ পৃষ্ঠায় লিখেছে–

'কাজেই নবী শব্দের সাথে ইয়া যুক্ত করে ইয়া নবী বললে এবং রাসুল শব্দের সাথে ইয়া যুক্ত করে ইয়া রাসুল বললে মারেফা হয় বটে কিন্তু তখন কথা দাঁড়ায় নবী বা রাসূল শব্দদ্বয় শুধুমাত্র ইয়া যুক্ত হওয়ার কারণে অথবা সম্বোধন করার কারণে মারেফা হল। এর আগে নাকেরা ছিল। কিন্তু আমাদের মহানবী এমন নন যে, তাকে সম্বোধন করার কারণে পরিচিত হয়েছেন। বরং আমাদের মহানবীকে ইয়া নবী বলে সম্বোধন করার পূর্ব থেকেই তিনি সমস্ত জগতবাসীর কাছে সুপরিচিত কাজেই তাকে ইয়ানবী বলে সম্বোধন করা তার শানের খেলাফ।'

অতঃপর তার এ ভ্রান্ত উক্তিকে প্রমাণ করার জন্য উক্ত পুস্তকের ২৮ পৃষ্ঠায় আরো উল্লেখ রয়েছে–

'অনুরূপভাবে উক্ত শরহে জামী গ্রন্থের ২৭০ পৃষ্ঠার ১১নং পার্শ্বটিকায় উল্লেখ আছে যে, ইয়া রাজুল মুলতঃ ইয়া আইয়ুহার রাজুল এ কথার নির্ভরযোগ্য দলিল প্রকাশ পায় নাই। আসলে ইয়া রাজুল শব্দটা মা'রেফা হওয়ার কারণ এট নয় যে এটা মূলতঃ ইয়া আইয়ুহার রাজুল ছিল। বরং ইয়া রাজুল মা'রেফা হওয়ার ভিন্ন কারণ রয়েছে যা নির্ভরযোগ্য। ...ইয়া নবী বাক্যটাকে মূলত ইয়া আইয়ুহান্নাবী ছিল বলে

প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন সে যক্তিটাকেই আরবি গ্রামারের তত্ত্ববিদগণ নড়বড়ে বলে নাকচ করে দিয়েছেন।'

বাহ্! কি অদ্ভুত যুক্তি। কি আজগুবি দলিল। তথাকথিত মুফতি তালিবউদ্দিন সাহেব নুরুল ইসলাম ওলীপুরী সাহেবের পক্ষে উকালতী করতে গিয়ে নজদী ওহাবী চিন্তাধারার চশমা চোখে নিয়ে শরিয়ত সম্মত মাহফিলে মিলাদশরীফে পঠিত সালাত ও সালামের সুন্দর ছন্দকে ভুল প্রমাণ করার নিমিত্তে কতনা আদাজল খেয়ে লেগেছেন।

বড়ই পরিতাপের বিষয় এখানে লেখক 'শরহে জামী' কিতাবের ২৭০ পৃষ্ঠার শুধু ১১ নং পার্শ্বটিকার কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু মূল কিতাবের আরবি এবারত উল্লেখ করেনেনি। কারণ কিতাবের মূল এবারত উল্লেখ করলে একদিকে অর্থকে বিকৃত করা যাবে না, অপরদিকে সরলমনা সুন্নি মুসলমানকে বিভ্রান্ত করাও সহজ হবে না। এহেন কুচিন্তার তাড়নায় সূ-চতুর লেখক মূল আরবি এবারত উল্লেখ না করে বরং মূল এবারতের অর্থকে বিকৃত করে হাস্যকর বাহাদূরী প্রদর্শন করেছেন। পাঠকগণের সুবিধার্থে আমরা 'শরহে জামী' কিতাবের ২৭০ পৃষ্ঠার মূল এবারত এবং ১১নং হাশিয়া বা পার্শ্বটিকার এবারত নিম্নে পেশ করলাম–

اوعرف با لنداء نحو يارجل اذا قصدبه معين بخلاف يارجلا لغير معين فانه نكرة ولم يذكره المتقدمون لرجوعه الى ذى اللام اذ اصل يارجل ياايها الرجل–

অর্থাৎ 'يداء (নেদা) বা সম্বোধন সূচক শব্দ দ্বারা منادى (মুনাদা) বা সম্বোধিত ব্যক্তি/বস্তু তখনই মা'রেফা হয়ে থাকে,

যখন এ نداء (নেদা) বা সম্বোধনসূচক শব্দ দ্বারা منادى (মুনাদা) বা সম্বোধিত ব্যক্তি/বস্তুকে নির্দিষ্ট করার ইচ্ছা পোষণ করা হয়ে থাকে। যেমন يارجل (ইয়া রাজুলু) তবে يا رجلا (ইয়া রাজুলান) এর ব্যতিক্রম, কেন না এখানে منادى (মুনাদা) বা সম্বোধিক ব্যক্তি/বস্তুকে অনির্দিষ্ট রাখা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, কারণ এটা নাকেরা বা অনির্দিষ্ট। ইহা মুতায়াখখেরীন বা পরবর্তী নাহুবিদদের অভিমত।

পক্ষান্তরে মুতাকাদ্দিমীন বা পূর্ববর্তী নাহুবিদগণ معرف بالنداء (মুয়াররাফ বিন নেদা) অর্থাৎ হরফে নেদার দ্বারা নাকেরাকে যে মা'রেফা করা হয় এর উল্লেখ করেন নাই। কারণ পূর্ববর্তী নাহুবিদগণের মতে يا رجل (ইয়া রাজুলু) মূলত يايها الرجل (ইয়া আইয়ূহারা রাজুলু) ছিল, এর দিকে তারা রুজু করেছেন। অর্থাৎ পূর্ববর্তী নাহুবিদগণ يارجل (ইয়া রাজুল) এর মধ্যে যে رجل (রাজুল) শব্দটি রয়েছে তা মূলতঃ الرجل (আর রাজুলু) ছিল বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।' (শরহে জামী- ২৭০ পৃষ্ঠা দ্র.)

এ প্রসঙ্গে শরহে জামী কিতাবের ২৭০ পৃষ্ঠায় ১১ নং পার্শ্বটিকায় লেখা রয়েছে–

قوله اذ اصل يا رجل أه يعنى انه كان فى الاصل معرف باللام توسل لندائها يای ثم حذف اللام وای لكثرة الاستعمال فصار يا رجل–

অর্থাৎ 'يارجل (ইয়া রাজুলু) মূলত يايها الرجل (ইয়া আইয়ুহার রাজুলু) ছিল। الرجل (আর রাজুলু) এর পূর্বে হরফে নেদা يا (ইয়া) আসার কারণে আরবি গ্রামারের কায়দা মোতাবেক নেদা ও মুনাদার মধ্যখান ايها (আইয়ুহা) যুক্ত করা হয়েছিল। يايها الرجل (ইয়া আইয়ুহার রাজুলু) রূপধারণ করলো।

অতঃপর الرجل (আর রাজুলু) এর আলিফ ও লাম এবং اى (আইয়ু) শব্দকে বিলুপ্ত করা হয়েছে– لكثرة الاستعمال (লিকাসরাতিল ইসতেমাল) অধিক ব্যবহারের কারণে। অতএব يايها الرجل (ইয়া আইয়ুহার রাজুলু) থেকে يا رجل (ইয়া রাজুলু) হয়ে গেল।

উল্লেখ্য যে, 'হেদায়াতুন নাহু' এর আরবি শরাহ 'দারায়ুতুন নাহু' নামক কিতাবের ১৮৩ পৃষ্ঠায়ও অনুরূপ কায়দা লেখা রয়েছে।

ولم يذكر المتعدمون المعرف بالنداء لرجوعه الى المعرف باللام اذ اصل يارجل يا ايها الرجل–

অর্থাৎ 'يا رجل (ইয়া রাজুলু যেহেতু মূলত يايها الرجل (ইয়া আইয়ুহার রাজুলু) ছিল, সে কারণে মুতাকাদ্দিমীন বা পূর্ভবর্তী নাহুবিদগণ المعرف بالنداء (মুয়াররাফ বিন নেদা) কে 'মা'রেফা' এর প্রকারভেদে উল্লেখ করেন নাই।

সুধী পাঠক! উপরোক্ত আরবি গ্রামারে দলিলভিত্তিক আলোচনা দ্বারা স্পষ্টভাবে এ কথা প্রমাণিত হল যে, يا رجل (ইয়া

রাজুলু) মূলত ছিল يايها الرجل (ইয়া আইয়ুহার রাজুলু) ঠিক তেমনিভাবে يا نبى (ইয়া নবী) মূলত ছিল يايها النبى (ইয়া আইয়ুহান নাবী) يارسول (ইয়া রাসূল) মূলত ছিল يايها الرسول (ইয়া আইয়ুহার রাসূল)। এটাই হলো আরবি গ্রামারের তত্ত্ববিধগণের পরিভাষা।

এটাবে বিনা দলিলে নড়বড়ে বলা অথবা খোড়াযুক্তির জোড়াতালি বলে উপহাস করা নিরেট মুর্খ বা জাহিলের কাজ। কোন আলেমের কাজ হতে পারে না।

সত্যিকার আলেমের কাজ হলো নির্ভরযোগ্য দলিল দিয়ে নিজ দাবি প্রমাণ করা। দলিলবিহীন কারো কোন দাবি বা কথা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।

ওলীপুরীর দোসর তথাকথিত মুফতি তালিব উদ্দিন 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা' পুস্তকের ২৮ পৃষ্ঠায় প্রসিদ্ধ আরবি গ্রামারের কিতাব শরহে জামী এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ সাওয়ালে বাসুলী গ্রন্থের ৫৭৭ পৃষ্ঠার যে এবারতটুকু উল্লেখ করেছেন, তাতেও তার এ দাবি প্রমাণিত হয় না। কারণ তিনি সওয়ালে বাসুলী কিতাবের এবারতের অপব্যাখ্যা করে তা দাবি প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। নিম্নে সওয়ালে বাসুলীর এবারতসহ এর সঠিক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হলো–

قول يارجل يايها الرجل هذا فى اصطلاحهم والافلا ندرى من اين علما ان اصل يارجل يايها الرجل–

অর্থাৎ 'বাসুলী গ্রন্থকার বলেন, নাহুবিদগণের اصطلاح বা পরিভাষা হলো يارجل (ইয়া রাজুলু) মূলত ছিল- يا ايها الرجل (ইয়া আইয়ুহার রাজুলু) কিন্তু এ কায়দার হাকিকত সম্মন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নেই যে, يارجل (ইয়া রাজুলু) মূলত যে ছিল يا ايها الرجل (ইয়া আইয়ুহার রাজুলু)।'

উপরোক্ত এবারতে বাসুলী গ্রন্থকার এ দাবি করেন নাই যে, নাহুবিদগণের اصطلاح (ইসতেলাহ) বা পরিভাষা يارجل (ইয়া রাজুলু) মূলতই যে ছিল يا ايها الرجل (ইয়া আইয়ুহার রাজুলু) ইহা অশুদ্ধ। বরং তিনি শুধু এতটুকু বলেছেন যে, এ কায়দা আমাদের জানা নেই। তদুপরি তিনি ইহা নাহুবিদগণের পরিভাষা বলেও স্বীকার করেছেন। উপরন্তু শরহে জামী গ্রন্থের ২৭০ পৃষ্ঠায় ১১নং পাশ্বটিকার মূল আরবি এবারতে যা রয়েছে, তা আমরা ইতোপূর্বে এবারতসহ সবিস্তার আলোচনা করেছি। তার মূল কায়দা হলো لكثرة الاستعمال (লিকাসরাতিল ইসতেমাল) অর্থাৎ অধিক ব্যবহারের কারণে ياايها الرجل (ইয়া আইয়ুহার রাজুলু)-কে يا رجل (ইয়া রাজুলু) বলা হয়ে থাকে। নাহুবিদগণের ইসতেলা বা পরিভাষা رجل (রাজুলু) বলতে ইহা الرجل ই ছিল, যা পূর্ব থেকেই মা'রেফা। এখন একটি প্রশ্ন আসতে পারে, পরবর্তী নাহুবিদগণ عرف بالنداء (উররিফা বিননেদা)অর্থাৎ নেদা দ্বারা নাকেরা মা'রেফা হয়ে থাকে, বলে মা রেফার প্রকারভেদে গণ্য করবেন কেন?

এত কি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নাহুবিদগণের মধ্যে মত প্রার্থক পরিলক্ষিত হয়? না, নিশ্চয়ই হয় না।, এজন্য যে, পরবর্তী নাহুবিদগণের দৃষ্টিতে মুনাদা মা রেফা হয় শর্ত সাপেক্ষে, অপরদিকে বিশেষক্ষেত্রে মুনাদা নাকেরাও হয়ে থাকে।

যেমন يارجل خذ بيدى (ইয়া রাজুলু খুজ বিইয়াদী) দেখুন এখানে উঢা হরফে নেদা আসার পরও মুনাদা رجلا (রাজুলান) মারেফা হয় নাই বরং নাকেরাই রয়ে গেল। পক্ষান্তরে يارجل (ইয়া রাজুলু) এর মধ্যে ইয়া হরফে নেদা আসার কারণে رجل (রাজুল) মুনাদাকে এই শর্তে মারেফার মধ্যে গণ্য করা হলো, মুতাকাল্লিম বা বক্তা رجل (রাজুল)-কে মারেফা বা নির্দিষ্ট ইচ্ছাপোষণ করার কারণে।

এজনই, মূল্লা জামী শরহে জামীতে লিখেছেন اذا قصدبه معين যখন বক্তা তার মুথাতাব বা সম্বোধিত ব্যক্তি নির্দিষ্ট করার ইচ্ছাপোষণ করে থাকে। অর্থাৎ رجل বলতে এখানে الرجل (আর রাজুল)-ই ছিল। তবে পরবর্তী নাহুবিদগণ عرف بالنداء (উররিফা বিন নেদা)-কে মারেফা এর প্রকারভেদে শর্তাধীন উল্লেখ করেছেন, যাতে ইহাকে মারেফা বলে বুঝতে সহজ হয়। অন্যথায় মুতাকাদ্দিমীন বা পূর্ববর্তী নাহুবিদগণ নেদা দ্বারা মুনাদা যে মারেফা হয়ে থাকে তা মারেফার প্রকারভেদে উল্লেখই করেন নাই। নাহু শাস্ত্রে তথা আরবি গ্রামরে যাদের পরিপূর্ণ জ্ঞান নেই, তারই কেবল আদার বেপারী হয়ে জাহাজের খবর রাখার মত আচরণ করে, তাই এ সহজ

বিষয়টিও তাদের বোধগম্য নয়। অবাক লাগে তার পরেও আবার পাণ্ডিত্বের বাহাদুরী! এতে আমাদের হাসি পায়, পাশা-পাশি- লজ্জাও লাগে।

সালামের বাক্যের পূর্বে সম্বোধনের বাক্য প্রয়োগের বিধান

একথা সর্বজন বিদিত যে, হুজুরেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিখানো পদ্ধতিতে দরূদ ও সালাম পাঠ করা অতি উত্তম। এতে কারে দ্বিমত থাকার কথা নয়। তবে ছন্দে, কাব্যে গদ্যে যে দরূদ ও সালামের প্রচলন মুসলিমসমাজে রয়েছে, তা শরিয়তের পরিপন্থী নয়। বরং তাও শরিরত কর্তৃক অনুমোদিত রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সালামের ব্য আগে এবং সম্বোধনের বাক্য পরে। আবার সম্বোধনের বাক্য আগে সালামের বাক্য পরে, মুসলিমসমাজে উভয় রীতিই প্রচলন রয়েছে এবং উভয় রীতির উপর বুজুর্গানে দ্বীনের আমলও রয়েছে।

লেখক মুফতি তালিবউদ্দিন সাহেব মৌলভী নুরুল ইসলাম ওলীপুরী নজদী ওহাবী স্টাইলের বিভ্রান্তিকর বক্তব্য সমর্থন করতে গিয়ে তার লিখিত 'ইয়ানবী সালাম আলাইকা' নামক উস্তকের ৮৯ পৃষ্ঠা লিখেন– 'সালামের বাক্য আগে ব্যবহার করার পরিবর্তে সম্বোধনের বাক্য আগে ব্যবহার করেছে। অথচ হাদীস শরীফে রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বলে দিয়েছেন যে, সালামের বাক্য অন্য কথার আগে ব্যবহার করতে হবে। (দ্রঃ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে মাযহারী)

মুফতি তালিবউদ্দিন উপরোক্ত বক্তব্যে দাবি করেছেন, তাফসিরে মাযাহারীতে সূরা আহযাবের ৫৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন, 'সালামের বাক্য অন্য কথার আগে ব্যবহার করতে হবে।' কিন্তু তাফসিরে মাযহারীতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এমন কোন হাদিসের উল্লেখ নেই। সুতরাং তার এ দাবি আমাদের মনে হয় তিনি 'তাফসিরে মাযহারী' কিতাবের মূল আরবি এবারত দেখেন নাই বরং নিজের ভ্রান্ত মতবাদ প্রমাণ করার মানসে তাফসিরে মাযহারীর উদ্ধৃতি পেশ করে মনগড়া বানাউট কতা লিখে সরলমনা মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রতারণা করেছেনমাত্র।

উপরন্তু মুফাসসিরকুল শিরোমণি আল্লামা ইসমাইল হাক্বী বরসয়ী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'তাফসিরে রুহুল বয়ান' নামক তাফসির গ্রন্থের ৭ম জিলদের ২৩৬ পৃষ্ঠায় সূরা আহযাবের ৬৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় উপরোক্ত মাসআলাবিশদ আলোচানা করদে গিয়ে নিম্নে লিখিত কবিতাটি উল্লেখ করেছেন–

يا نبى الله السلام عليك– انما الفوز والفلاك لديك

অর্থাৎ 'আয় আল্লাহর নবী! আপানার প্রতি সালাম, নিশ্চয় বিজয় সাফল্য কেবল আপনার মহান দরাবইে রয়েছে।'

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, সম্বোধনের বাক্য আগে রয়েছে এবং সালামের বাক্য পরে রয়েছে। নজদী ওহাবদের অনুসারি ওলীপুরী ওতার অনুসারিরা উক্ত পুস্তকের মধ্যে يا نبى سلام عليك (ইয়া নবী সালামু আলাইকা) এর মধ্যে সম্বোধন বাক্য

আগে থাকার কারণে এ ধারণের সালঅম পেশ করাকে ভুল প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। কারণ তার একথা জানা নেই যে, নসর ও নজমের মধ্যে যে প্রার্থক্য রয়েছে। নসরে যা উত্তম ক্ষেত্র বিশেষ নজমে এর ব্যকিক্রম। এ জন্যইতো তাফসিরে রুহুল বয়ানের মুসান্নিফ আল্লামা ইসমাইল হাক্বী বরসয়ী রাদিয়াল্লাহু আনহু উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় সালামের ধারা বয়ান করতে গিয়ে প্রথমে নসর পরে নজম উভয়ের উদাহরণ দিয়ে নজম ও নসরের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, নিম্নে এবারত পেশ করা গেল।
তাফসিরে রুহুল বয়ান ৭ম খণ্ড ২৩৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে–

ومنها قوله (السلام عليك يا امام الحرمين–

السلام عليك يا امام الخانقين–

السلام عليك يا رسول الثقلين ...)

এখানে আল্লামা ইসমাঈল হক্বী বরসয়ী রাদিয়াল্লাহু আনহু নসর বা গদ্যের ভাষায় রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর সালাম আরজ করার ধারা বয়ান করতে গিয়ে সালামের বাক্য আগে এবং সম্বোধনের বাক্য পরে উল্লেখ করেছেন।
এর কয়েক লাইন করে নজম বা পদ্যের ভাষায় সালাম আরজ করার ধরা বয়ান করতে গিয়ে সম্বোধনের বাক্য আগে এবং সালামের বাক্য পরে উল্লেখ করে বলেছেন–

يا نبى الله السلام عليك – انما الفوز والفلاح لديك

অতঃপর আরবি ভাষঅ ছাড়া আনারবীয় ভাষা যেমন ফার্সি কবিতাকারে আলিফ লাম ও তানভীন ব্যতিত শুধু সালাম শব্দ

দ্বারা নবীজীর দরবারে সালাম পেশ করার ধারা বয়ান করতে গিয়ে বলেছেন–

উর্দু.....১০৪

উল্লেখ্য যে, (ইলমূল আরুজ) শাস্ত্রের সূত্র রয়েছে–

النظم يسع فيه مالا يسع فى غيره

অর্থাৎ 'কবিতায় এমন সব ধারা সচল রাখা হয়েছে যেসব গদ্যের বেলায় একেবারেই অচল।'

অবশ্য হাদিসশরীফে রয়েছে–

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام – رواه الترمذى وقال هذا حديث منكر

অর্থাৎ 'হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কালাম বা কথাবার্তার পূর্বে সালাম প্রদান করবে। ইমাম তিরমিজি এই হাদিসকে মুনকার বলে অভিহিত করেছেন।'

মুসলিমশরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'আল আযকার' নামক কিতাবে উপরোক্ত হাদিসকে জয়ীফ বলে অভিহিত করেছেন।

মুনকার বা জয়ীফ হাদিস দ্বারা ফাযায়েলের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দলিল হতে পারে কিন্তু কোন না-জায়েয প্রমাণ করার ক্ষেত্রে জয়ীফ/মুনকার হাদিস দলিলরূপে গণ্য হতে পারে না।

এজন্য ইমাম নববী রাদিয়াল্লাহু আনহু কালামের পূর্বে সালাম বলা (গদ্যে) উত্তম বলেছেন। সালামের পূর্বে কালামকে না-জায়েয বলেন নাই। কিন্তু নজম বা পদ্যের ছন্দের মিল

রাখতে গিয়ে সালাম শব্দ কালামের পরে আসলে কোন অসুবিধা নাই। এ ব্যাপারে আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী বরসয়ী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় তাফসিরে রুহুল বয়ানে صلوا عليه وسلموا تسليما এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। যা ইতোপূর্বে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে।
নজদী ওহাবীদের পদাঙ্খ অনুসারি ওলীপুরী সাহেবের অন্যতম সহযোগী তথাকথিত মুফতি তালিবউদ্দিন সাহেব তার পুস্তিকায় কোরআন ও হাদিসের অপব্যাখ্যা করে আরবি গ্রামারের ভুল তত্ব পরিবেশন করে মিলাদশরীফের মাহফিলে পঠিত সালাম ওসালাম সম্পর্কে যে বিরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন এতে আমাদের নিকট দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেল। হয়তো তিনি তৎসংশ্লিষ্ট তাফসিরগ্রন্থ পর্যালোচনা করেননি, নয়তো জেনে শুনে সত্য গোপন করেছেন যে ইহুদি পণ্ডিতদের উল্লেখযোগ্য চরিত্র।

শাগরিদ রাখে না মুর্শিদের খবর

ইসলামী জ্ঞান অর্জনের ধারায় মুর্শিদ ও শাগরিদের সম্পর্ক অতি নিবিড়। বিশেষ করে ইসলামী শিষ্টাচারিতায় শাগরিদের নিকট মুর্শিদ হচ্ছেন পরম মান্যবর। মুর্শিদের আমল আখলাকের বিপরীত ফত্ওয়া প্রদান করলে মুর্শিদ মানা হয় না। শাগরিদ ও মুর্শিদের সম্পর্কও বহাল থাকে না। হাজী ইমদাদ উল্লাহ মুহাজিরে মক্কী সাহেব হচ্ছেন স্বদেশী-বিদেশী সকল দেওবন্দীদের নেতা এবং আশরাফ আলী থানবী ও রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী উভয়ের পীর ও মুর্শিদ।

প্রকাশ থাকে যে, তথাকথিত মুফতি তালিবউদ্দিন সাহেব ওলীপুরীর মনগড়া ফত্ওয়াকে প্রমাণ করতে গিয়ে তার পূর্বসূরীদের পীর ও মুর্শিদের বিপরীত অবস্থান নিয়েছেন, এমন একটা বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

তথাকথিত মুফতি তালিবউদ্দিন সাহেব 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা' পুস্তকের ৩৬ ও ৩৭ পৃষ্ঠায় লিখেন–

'ইয়া রাজুল শব্দটি সম্বোধনের পূর্বে নাকেরা বা অপরিচিত ছিল। যেমনভাবে ইয়া নবী ও ইয়া রাসূল দ্বারা সম্বোধিত নবী এবং রাসূল শব্দ সম্বোধনের পূর্বে নাকেরা অর্থাৎ অপরিচিত ছিল।

তাই আমাদের মহানবীকে ইয়া বলে ডাকার মানেই হল ডাকার আগে তিনি অপরিচিত ছিলেন এটা আমাদের নবীর শানের অবমাননা। এ তথ্য জনসাধারণের সামনে হয়ত এখনও বিকাশ হত না, যদি ওলীপুরী সাহেব গ্রামার শিখতেন না।'

উক্ত পুস্তকের ৯০ পৃষ্ঠায় লিখেন ' এমতাবস্থায় আপনারা যারা ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলেন, এর মাধ্যমে আপনারা নবীর শানে কি পরিমাণ বে-আদবি করেন, তা কি কোন দিন হিসেব করে দেখেছেন?

উক্ত বক্তব্য দ্বারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, তাদের (ওলীপুরীদের) ভাষ্য অনুযায়ী ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া নবীয়াল্লাহ, না বলে শুধু ইয়া নবী, ইয়া রাসূল বলে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করলে আল্লাহর হাবীবের শানের অবমাননা এবং বেআদবি হয়।

ওলীপুরী সাহেবের গ্রামার শিখার বদৌলতে উপরোক্ত হাস্যকর তথ্য আবিষ্কার করেছেন।

পক্ষান্তরে স্বদেশি-বিদেশি সকল দেওবন্দীদের মুরুব্বী আশরাফ আলী থানবী ও রশিদ আহমদ গাঙ্গুঞ্জী সাহেবদের পীর হাজী ইমদাদ উল্লাহ মুহাজিরে মক্বী সাহেব তদীয় 'কুল্লিয়াতে ইমদাদীয়া' নামক কিতাবে গুলজারে মা'রিফাত অধ্যায়ের ২০৫ পৃষ্ঠায় গজলে নাতিয়া' অংশে আল্লাহর হাবীবের শানে রচিত কবিতায় ১৪ বার শুধুমাত্র ইয়া রাসূল বলে সম্বোধন করেছেন। ইয়া আইয়ুহার রাসূল ইয়া রাসূলাল্লাহ বলে সম্বোধন করেন নাই।

নিম্নে হাজী ইমদাদ উল্লাহ মোহাজিরে মক্বী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর রচিত 'গজলে নাতিয়া' পেশ করা হলো–

উর্দু,,,,,,,,,, ১০৭ পৃষ্ঠা

অনুবাদঃ ১। হে রাসূল! সবকিছু বিসর্জন দিয়ে ঘর থেকে বের হয়েছি, এখন আপনার পবিত্র দরবারে এসে হাজির হয়েছি, হে রাসূল।

২। হে রাসূল! আমি (হাজী ইমদাদ উল্লাহ মোহাজিরে মক্বী রাদিয়াল্লাহু আনহু) না আলেম, না মত্তাকী, না জাহেদ, না উপযুক্ত কিন্তু আমি তো আপনার একজন গোনাহগার উম্মত ইয়া রাসূল।

৩। হে রাসূল! আমি ভাল বা মন্দ যাই হই না কেন, তবুও আমি আপনার উম্মত, আপনি আমার মুখতার ইয়া রাসূল।

হাজী সাহেব এভাবে গজলে নাতিয়ার ১৪ বার শুধু আল্লাহর হাবীবকে ইয়া রাসূল বরে সম্বোধন করেছেন।

সকল দেওবন্দীদের পীরানে পীর হাজী ইমদাদ উল্লাহ মোহাজিরে মক্কী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর রচিত 'গজলে নাতিয়া' এর উপরোক্ত কবিতা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল যে, শুধু ইয়া রাসূল বলে সম্বোধন করা সহীহ বা শুদ্ধ, যেমনিভাবে ইয়া রাসূলাল্লাহ ও ইয়া আইয়ূহার রাসূল বলা শুদ্ধ বা সহীহ। যেমন হাজী ইমদাদ উল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু উক্ত 'গোলজারে মারেফত' অধ্যায়ে অপর একটি 'গজলে নাতিয়া' বলেছেন–

উর্দু,,,,,,,,,১০৮

অনুবাদঃ 'উম্মতের জাহাজ আল্লাহ তা'য়ালা আপনার হাতে অর্পন করেছেন। অতএব ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই উম্মতের জাহাজ আপনি ইচ্ছা করলে ডুবাতেও পারেন, ইচ্ছা করলে ভাসাতেও পারেন।

সুতরাং ইয়া নবী, ইয়া রাসূল বলে আল্লাহর হাবীবকে সম্বোধন করা যেমনি আশিকে রাসূলে কাজ তেমনি ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া হাবীবাল্লাহ বলাও আশিকে রাসূলের কাজ। শুধুমাত্র দুষমনে রাসূল এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করে ফিতনা সৃষ্টি করে থাকে। সুধী পাঠকবৃন্দ! লক্ষ করুন, ইয়া নবী, ইয়া রাসূল বরে আল্লাহর হাবীবকে সম্বোধন করলে যদি বে-আদবি হয়ে থাকে, তা হলে আলমাদের জিজ্ঞাসা এই যে, আশরাফ আলী থানবী সাহেব ও রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবসহ সকল দেওবন্দী আলেমদের পীর ও মুর্শিদ হাজী ইমদাদ উল্লাহ মোহাজিরে মক্কী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় ' কুল্লিমারেফত' অধ্যায়ের ২০৫ পৃষ্ঠায় গজলে নাতিয়ায় আল্লাহর হাবীবের শানে রচিত কবিতায় ১৪ বার ইয়া রাসূল বলে আল্লাহর

হাবীবকে আহ্বান করেছেন।। অথচ ইয়া আইয়ুহার রাসূল অথবা ইয়া রাসূলাল্লাহ বলে মাহবুবে খোদাকে আহ্বান করেন নাই।

এখন তথাকথিত মুফতি তালিবউদ্দিনের ফতওয়া অনুযায়ি তাদের পীর ও মুর্শিদ হাজী ইমদাদ উল্লাহ মোহাজিরে মক্কী রাদিয়াল্লাহু আনহু কি বে-আদবে রাসূল হন নাই? নাউজুবিল্লাহ।

মুদ্দাকথা হল মুফতি তালিবউদ্দিন ও তার পরম শ্রদ্ধারপাত্র নব্য ওহাবী ওলীপুরীরা যে জন্মই নিয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রেম ভালাবাসা উচ্ছেদের জন্য। কিন্তু তারা যতই ষড়যন্ত্র করছে তা সবই বুমেরাং হয়ে তাদের দিকেই ফিরে আসছে।

তাদের এ সমস্ত ভ্রান্ত উপস্থাপনা তাদের পীর মাশায়েখদেরকেই প্রকারান্তরে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করছে। তারা নিজের না কেটে অপরের যাত্রা ভংগের যত অপচেষ্টাই করুক, তা কখনও সফল হতে পারবে না। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দোষমনিতে অন্ধ হয়ে নিজের মুর্শিদের খবর পর্যন্ত ভুলে গেছে।

'ইয়ানবী সালামু আলাইকা' বাক্যটি শুদ্ধ এবং শরিয়ত সম্মত মিলাদশরীফের মাহফিলে পঠিত 'ইয়ানবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা, ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা, সালাওয়া তুল্লা আলাইকা' এ রূপ ছান্দিক সালাত ও সালাম পাঠ করাতে ভুল প্রমাণ করার অশুভ উদ্দেশ্য নিয়ে, তথাকথিত মুফতি তালিবউদ্দিন তার লিখিত বইয়ে ওলীপুরী

সাহেবের প্রদত্ত তথ্য মোতাবেক 'ফতোয়ায়ে শামী' কিতাবের এবারতের বরাত দিয়ে যে দাবী উত্থাপন করেছেন, তাতে নিজেই ভুলের অবর্তনে ঘুরপাক খাচ্ছেন। কারণ আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানের পরস্পর সাক্ষাতে প্রদেয় সালামের পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে এ নিয়ম লিখেছেন। আর তালিবউদ্দিন সাহেব ওলীপুরীর এ ভল তথ্যকে প্রচার করে মুসলিমসমাজকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে আল্লামা শামীর এবারতের অপব্যাখ্যা অর্থাৎ মুসলমানের পরস্পরের সাক্ষাতী সালামের বিধি নবীর ব্যাপারে উল্লেখ করে নিজেই পথভ্রষ্ট হয়েছেন।

অথচ আল্লাহপাক তাঁর হাবীবের খেদমতে সালাম ও সালাম পেশ করার তাকিদ দিতে গিয়ে স্বতন্ত্র আয়াতে কারীমা নাজিল করেছেন–

يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما–

অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদশরীফ পাঠ কর এবং খেদমতে সালাম পেশ কর। অর্থাৎ প্রেম ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ সালাম পেশ করার মতো কর।'

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে কিয়ামত পর্যন্ত ঈমানদারগণ সালাম ও সালাম পেশ করতে থাকবেন।

অন্যদিকে মুসলমানগণ একে অন্যের প্রতি সাক্ষাতে সালাম দিবেন যা সুন্নতরূপে পরিগণিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পৃথিবীর যে কোন ভাষায়ই সালাম প্রদানের

বৈধতা রয়েছে। যেহেতু আল্লাহপাক মতলকান নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে সালাম পেশ করার জন্য কালামেপাকে নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে মুসলমানগণ একে অপরকে শুধুমাত্র আরবি ভাষায় ও আরবি তারকীবে সালাম আদান প্রদান করতে হবে। অনারবিয় তরকীবে অন্য কোন ভাষায় পরস্পর সালাম আদান প্রদান করলে তা শুদ্ধ হবে না।

মুসলমানদের পারস্পারিক সাক্ষাতের সালামের যে বিধান আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী বর্ণনা করেছেন, তা নিম্নরূপ– (ফতোয়ায়ে শামী ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৪১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে)

وانه لايجب رد سلام عليكم بجزم الميم قال الشامى بجزم الميم الاولى بسكون الميم قال– وكان عدم الوجوب لمخالفة السنة التى جاءت بالتركيب لعربى–

অর্থাৎ 'সালাম আলাইকুম বলে সালাম দিলে এ জওয়াব দিওয়া ওয়াজিব নয়। কারণ উহা সুন্নতের পরিপন্থী। আর সুন্নাত হচ্ছে, আরবি তারকীবে বা গ্রামার মোতাবেক 'সালাম প্রদান করা।'

আল্লামা শামীর উপরোক্ত এবারত দ্বারা একথাই বুঝাচ্ছেন যে, মুসলমানগণ একে অপরকে সালাম দিতে হবে আরবি তরকীব তথা বাক্যের আরবি সংযুক্তি বা আরবি গ্রামার মোতাবেক। অন্যথায় তা সুন্নাতের পরিপন্থী হবে।

অতঃপর আল্লমা শামী কয়েক লাইন পরে আরো উল্লেখ করেন–

ولفظ السلام فى المواضع كلها السلام عليكم اوسلام عليكم بالتنوين وبدون هذين كما يقول الجهال لايكون سلام

অর্থাৎ 'সালাম আলাইকুম বলে সালাম দিলে এ সালাম শুদ্ধ হবে না। এরূপ সালাম ওদওয়া মুর্খদের কাজ। সর্বক্ষেত্রে সালাম প্রদানে দুটি মাত্র পদ্ধতি রয়েছে। একটি হচ্ছে ' আসসলামু আলাইকুম' অপরটি হচ্ছে 'সালামুন আলাইকুম'। এ দুটি পদ্ধতি ব্যতীত সালাম দিলে তা সালামা হিসেবে গণ্য হবে না।'

আল্লামা শামী রাদিয়াল্লাহু আনহু উম্মতে মোহাম্মদীর পরস্পরের সালামের বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, সালাম হবে আরবি ভাষায় ও আরবি তারকিব অনুযায়ী যা সুন্নতরূপে পরিগণিত। অন্যথায় তা সালামই হবে না। মূল কথা হলো আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে ভাষায়ই সালাম প্রদান করা হোক না কেন তা শুদ্ধ হবে। অপরদিকে উম্মতে মোহাম্মদীর পরস্পরের সালাম একমাত্র আরবি তারকীবেই হতে হবে।

উপরোক্ত পার্থক্যটুকু তথাকথিত মুফতি তালেব উদ্দিন ও তার পরম শ্রদ্ধারপাত্র ওলীপুরীর দ্বারা বুঝে উঠা সম্ভব নহে যেহেতু তাদের উদ্দেশ্য অশুভ।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী সালাম আদান প্রদানের বিধানাবলীর ইতিবাচক বিশ্লেষণকে নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা মতো নেতিবাচকরূপে বর্ণনা করে তদীয় 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা' নামক পুস্তিকায় ৮৬ ও ৮৭ পৃষ্ঠায় নির্লজ্জভাবে উল্লেখ করেছে–

'বিদআতীরা তাদের মনগড়া প্রচলিত মিলাদের অনুষ্ঠানে নবীয়ে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেওয়ার নামে বলে থাকে সালাম আলাইকা। যা উপরোক্ত দুটি পদ্ধতির কোন একটিরও অন্তর্ভূক্ত নয়। অথচ ফতোয়ায়ে শামীতে বলা হয়েছে যে, এ বাক্যে ব্যবহৃত প্রথম শব্দটাকে আস্‌সালামু বা সালামুন এ দু'পদ্ধতির কোন এক পদ্ধতিতেও উচ্চারণ না করে সালাম আকৃতিতে উচ্চারণ করলে প্রথমতঃ এটা আরবি গ্রামার মতে ভুল হয়। দ্বিতীয়তঃ সুন্নতের পরিপন্থী হয়। তৃতীয়তঃ এভাবে ভুল উচ্চারণের মাধ্যমে সালাম করলে তা সালাম হয় না। চতুর্থতঃ এ ভুলউচ্চারণরিত সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব হয় না। পঞ্চমতঃ এভাবে ভুল উচ্চারণে সালাম করা জাহিল মূর্খদের কাজ।

তালেব উদ্দিন সাহেবের উপরোল্লিখিত লেখনীর মর্মার্থ আল্লামা শামী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। যা ইতোপূর্বে আমরা আল্লামা শামী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর এবারতের মূলভাষ্যসহ এর যথাযথ ব্যাখ্যা ও এর সঠিক অর্থ আলোচনা করেছি।

আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেবল আরবি তারকীব বা গ্রামারেই সালাম দিতে হবে তা নয় বরং অনারবি তারকিবেও সালাম দেওয়ার উদাহরণ রয়েছে। যেমন–

তাফসিরে রুহুল বয়ানে ইসমাইল হাক্কী বরসয়ী রাদিয়াল্লাহু আনহু صلوا عليه وسلموا تسليما এ আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রথমে

আরবি তারকীবে লিখেছেন– السلام عليك يا امام الحرمين পরে অনাররি তারকীবে লিখেছেন–

উর্দূ,,,,,,,,,,১১২

এখানে শুধু বলেছেন, 'সালাম' সালামুনও বলেননি এবং আস্সালামুও বলেন নাই। যেহেতু অনারবি তারকীবেও আল্লাহর হাবীবকে সালাম দেওয়ার বিধান রয়েছে।

পক্ষান্তরে, উম্মতে মোহাম্মদীর একে অপরকে সালাম দেওয়ার ধারা হলো কেবলমাত্র আরবি তারকীবে অর্থাৎ 'সালামুন' বলতে হবে, অথবা 'আস্সালাম' বলতে হবে। আমাদের মিলাদশরীফের মাহফিলে পঠিত সালাম ও সালাম হলো–

يا نبى سلام عليك– يا رسول سلام عليك

يا حبيب سلام عليك– صلوات الله عليك

(ইয়া নবী সালামু আলাইকা- ইয়া রাসূল সালামু আলাইক, ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা- সালাওয়া তুল্লা আলাইকা)। ইহা কবিতার পংক্তিতে এবং আনারবিয় তারকীবে রচিত। এ ধরণের সালাম ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শানে প্রদান করা শরিয়ত সম্মত।

বুজর্গানে দ্বীন এ ধরণের সালাম ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শানে পেশ করে আসছেন।

এ প্রসঙ্গে শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দিসে দেহলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'জযবুল কুলুব' নামক কিতাবের (উর্দূ) ২৮৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

উর্দু.....১১৩

অর্থাৎ 'হাদিসশরীফে আছে اذا صليتم على فاحسنوا للصلوة তোমরা যখন আমার প্রতি দরূদশরীফ পাঠ করবে তখন উহাকে সুন্দর করে তৈরি করে পড়বে। কতেক মুফাসসিরীনে কেরাম وقولوا للناس আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় বলেছেন ناس (নাস) দ্বারা মুরাদ হচ্ছে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং حسن (কাওল হাসান) দ্বারা মুরাদ হচ্ছে তার প্রতি দরূদশরীফ পাঠ করা। সুদ্দী রাদিয়াল্লাহু আনহু একদল সাহাবায়ে কেরাম এবং অন্যান্য (তাবেঈন, তবে তাবেঈন) থেকে বর্ণনা কছেন, যাকে আল্লাহ তায়ালা চমৎকার বর্ণনা বিশুদ্ধ অর্থপূর্ণ ও প্রাঞ্জল শাব্দাবলী প্রয়োগের ক্ষমতা দান করেছেন, যদি সে ব্যক্তি উপরোক্ত আয়াত শরীফের গুরুত্বের প্রক্ষিতে দরূদ ও সালাম নিজে রচনা ও আবিষ্কার করতঃ উহা প্রকাশ করে, তাতে সেও ঐ আয়াতে কারীমার আমল কারীদের মধ্যে এবং অত্র নিয়ামতের মর্যাদাকরীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

দরূদ ও সালাম সম্বলিত কোন কোন শব্দাবলী ফজিলতের দিক দিয়ে উত্তম, এ রেওয়ায়েতটি হলো এর ভিত্তি। এ কারণেই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বুজুর্গানে দ্বীন কর্তৃক বর্ণিত প্রাঞ্জল ভাষায় বিভিন্ন দরূদশরীফ ও সালাম লিপিবদ্ধ রয়েছে।'

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে একটি বিষয় পরিস্কার যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশনুসারে প্রাঞ্জল ও শ্রুতিমধুর যে কোন ছন্দে, যে কোন ভাষায় সালাত ও সালাম

পেশ করা সম্পূর্ণ শুদ্ধ রয়েছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় মিলাদশরীফে পঠিত সালাম ও সালাম এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এতদসত্ত্বে নুরুল ইসলাম ওলীপুরীর বক্তব্যকে প্রচার করতে গিয়ে তথাকথিত মুফতি তালেব উদ্দিন তার বইয়ে 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা' পাঠ করাকে অশুদ্ধ ও নবীর শানে বেয়াদবি বলে বার বার উল্লেখ করেছেন।

পক্ষান্তরে বাংলাদেশের বিদআতী ওহাবী দেওবন্দীদের প্রধান প্রাণকেন্দ্র হাটহাজারী থেকে প্রকাশিত ক্বারী রশিদ আহমদ চট্টগ্রামী কর্তৃক রচিত, মুফতি ফয়জুল্লাহ মেখলী, হাটহাজারী ও মুফতি আজিজুল হজ পটিয়া কর্তৃক প্রশংসিত 'রেসালায়ে হাতেফ' নামক পুস্তকে ৮ম পৃষ্ঠা থেকে ১০ম পৃষ্ঠা পর্যন্ত স্বরচিত কবিতার ফাঁকে ফাঁকে–

ইয়া নবী ছালামু আলাইকা
ইয়া রাছুল ছালামু আলাইকা
ইয়া হাবীব ছালামু আলাইকা
ছালাওয়াতুল্লা আলাইকা।

বার বার উল্লেখ করেছেন। 'রেসালায়ে হাতেফ' নামক পুস্তক থেকে কয়েকটি কবিতা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

يا نبى سلام عليك– يا رسول سلام عليك

يا حبيب سلام عليك– صلوات الله عليك

উর্দু,,,,,,,,১১৬

মুফতি তালিবউদ্দিনের অন্যমত বরেণ্য নুরুল ইসলাম ওলীপুরীর প্রাণপ্রিয় ওস্তাদ ও লালবাগ মাদ্রাসার স্বনামধন্য মোহাদ্দিস মাওলানা আজিজুল হক সাহেব তদীয়

বোখারীশরীফ (বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা) পঞ্চম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণের ৪৯ ও ৫০ পৃষ্ঠায় লিখেন–

'সৃষ্টির প্রাণ পেয়ারা রাছুল মোস্তফা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম এর আবির্ভাব ও শুভাগমনে আনন্দের হিল্লোল উঠিল সমগ্র ধরণীতে যাহার জন্য সমস্ত মাখলুকাতের সৃষ্টি যাহার জন্য আরশ-করছি, লৌহ-কলম, আসমান-জমীন, মানুষ, ফেরেশতা, আজ তিনি আসিয়াছেন শত ঊধ্বের ঊধ্ব হইতে এই ধুলির ধরণীতে, তাই হর্ষে ও আনন্দে সমাদৃত করিয়াছে তাহাকে নিখিল সৃষ্টি, অভিনন্দন জানাইয়াছে, তাহাকে সমস্ত প্রকৃতি, বহিয়াছে সকলের উপর আনন্দের বন্যাধারা।

ইয়্যা নবী সালামু আলাইকা আল্লার নবী তুমি তোমাকে সালাম

ইয়্যা নবী সালামু আলাইকা আল্লার রসুল তুমি তোমাকে সালাম

ইয়্যা নবী সালামু আলাইকা আল্লার হাবীব তুমি তোমাকে সালাম

ছালাওয়াতুল্লা আলাইকা তোমার স্মরণে সদা সালাম সালাম।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! দেখলেনতো ঢাকা লালবাগ মাদ্রাসার মোহাদ্দিস মাওলানা আজিজুল হক সাহেব কি সুন্দর করে বাংলাউচ্চারণে 'ইয়্যা নবী সালামু আলাইকা লিখেছেন।

পক্ষান্তরে বিদআতী মুফতি তালেব উদ্দিন সাহেব তদীয় 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা' পুস্তকের ১১২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

১) ওলীপুরী সাহেবের বক্তব্যের মূল কথা ছিল পবিত্র কোরআন হাদিসে 'ইয়া নবী, ইয়া রাসূল, নাই।

আরবি গ্রামারের দৃষ্টিতে এভাবে আমাদের নবীজীকে ডাকলে সাব্যস্ত হয় যে, সম্বোধনের পূর্বে তিনি অপরিচিত ছিলেন। অথচ এটা যে নবী সমস্ত জগদ্বাসীর কাছে সুপরিচিত তাঁর শানে অবমাননা করা।'

এবং উক্ত পুস্তকের ৩৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন

২) 'আমাদের মাহনবীকে ইয়া নবী বলে যাকার মানেই হল ডাকার আগে তিনি অপরিচিত ছিলেন। এটা আমাদের নবী শানে অবমাননা। এ তথ্য জনসাধারণের সামনে হয়ত এখনও বিকাশ হত না, যদি ওলীপুরী সাহেব গ্রামার শিখতেন না। সুতরাং ওলীপুরী সাহেবের গ্রামার না শিখা বিদআতীদের জন্য তো খুবই ভাল ছিল, কিন্তু অন্যদের জন্য নয়।'

আর উক্ত পুস্তকের ৯০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

৩) 'এমতাবস্থায় আপনারা যারা ইয়অ নবী সালাম আলাইকা বলেন, এর মাধ্যমে আপনারা নবীর শানে কি পরিমান বে-আদবি করনে, তা কি কোন দিন হিসাব করে দেখেছেন?'

উল্লেখিত তিনটি বক্তেব্যের সারকথা হলো, ইয়া নবী, ইয়া রাসূল বলা আমাদের নবীর শানে অবমাননাকর ও বে-আদবি। এ তথ্য নুরুল ইসলাম ওলীপুরী সাহেবের গ্রামার শিখার বদৌলতে আবিষ্কার করেছেন। এমনকি যারা ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলেন তারা নবীর শানে কি পরিমাণ বে-আদবি করেছেন তা হিসাব করে দেখার নির্দেশও ওলীপুরী সাহেব দিয়েছেন।

অপরদিকে মজার ব্যাপার হলো– ওলীপুরী সাহেব ঢাকা লালবাগ মাদ্রসার কিছুদিন লেখা-পড়া করেছেন। এ হিসেবে মোহাদ্দিস আজিজুল হক সাহেব তার ওস্তাদ বা শিক্ষাগুরু বটে। এখন আমাদের জিজ্ঞাসা, যে সব ওস্তাদের কাছ থেকে ওলীপুলী সাহেব আরবি গ্রামার শিখে এ অদ্ভুত তথ্য আবিষ্কার করে 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলাকে বিদআতীদের উক্তি এবং নবীর শানে অবমাননাক ও বে-আদবি সাব্যস্ত করলেন, যে সব ওস্তাদের অন্যতম লালবাগ মাদ্রসার মোহাদ্দিস মাওলানা আজিজুল হক সাহেবও 'ইয়া নবী সালামু আলাইকা' লিখেছেন, বলেছেন, প্রকাশও করেছেন, তিনি কি ওলীপুরী সাহেবের নব্য ফত্ওয়া দ্বারা বিদআতীও নবীর শানে অবমাননাকারী ও বে-আদব সাব্যস্ত হন নাই?

এছাড়াও 'রেসালায়ে হাতেফ' নামক পুস্তকের লেখক ও সমর্থক রশিদ আহমদ চাটগামী, মুফতি ফয়জুল্লাহ মেখলী হাটহাজারী ও মুফতি আজিজুল হক পটিয়া সকলের ঐকমত্যে লেখা রয়েছে–

يا نبى سلام عليك– يا رسول سلام عليك

يا حبيب سلام عليك– صلوات الله عليك

(ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা, ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা, ছালাওয়াতুল্লা আলাইকা)।

তারা সকলেই লিখেছেন এবং প্রকাশও করেছেন। যা আমরা ইতোপূর্বে তাদের বইয়ের পৃষ্ঠা ও এবারতসহ সবিস্তার উল্লেক করেছি। ওলীপুরীর বক্তব্য বা ফত্ওয়া মতে তারা সকলই

বিদআতী, নবীর শানে অবমাননাকারী ও বে-আদবে রাসূল কি সাব্যস্ত হন নাই? আগে নিজের ঘর সামলান, পরে অন্যের উপর ফত্ওয়া জারি করেন।

প্রচলিত মিলাদশরীফের নিয়ম পদ্ধতি সাহাবায়ে কেরাম আউলিয়ায়ে কেরাম, মুহাদ্দিসীন ও মুফাসসিরীন থেকে প্রমাণিত।

নব্য বিদআতী ওহাবী ওলীপুরীর দোসর তথাকথিত মুফতি তালিব উদ্দিন তার 'ইয়া নবী ছালাম আলাইকা' পুস্তকে 'প্রচলিত মিলাদশরীফের বিরুদ্ধে অযৌক্তিক, অবান্তর, মনগড়া ভুয়া দলিল পেশ করে মুসলিমসমাজকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে পাগলেম মতো মিলাদ বিরুধী বক্তব্য পেশ করে হক্বানী উলামায়ে কেরাম, মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীন ও আউলিয়ায়ে কেরামগণনে বিদআতী আখ্যায়িত করার দুঃসাহস করেছে। সে তার পুস্তকের ৫০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছে–

এ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ুতি রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর হুসনুল মাকসাদ কিতাবে লিখেন–

قد صنف الشيخ ابو الخطاب بن دحية مجلدا فى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه التنوير فى مولد البشير النذير فجازه على ذلك بالف دينار ... الى ان مات ... عام ثلاثين وستمأة–

অর্থাৎ 'শেখ আবুল খাত্তাব বিন দাহইয়া মিলাদের একটা পুস্তক রচনা করেন এবং এর নাম করণ করেন আততানভীর ফি মাওলিদিন বশীরে ওয়ান নাযির' এর বিনিময়ে তিনি বাদশাহ মুযাফ্ফরের কাছ থেকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা লাভ

করেন। অবশেষে তিনি ৩৬০ হিজরিতে প্রায় ৮৬ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন।'

(অতঃপর মুফতি তালিব উদ্দিন লিখেন) 'বিদআতীরা এ লোকেরও খুব প্রশংসা করেন।'

অপরদিকে নবম শতকের মুজাদ্দিদ আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতি রাদিয়াল্লাহু আনহু 'হুসনুল মাকসাদ ফি আমালিল মাওলিদ' নামক কিতাবে প্রচলিত মিলাদ মাহফিলের নিয়ম পদ্ধতি ও উহার উপকারিতা সবিস্তার বর্ণনা করেন এবং এর সমর্থনে প্রখ্যাত মুফাসসির হাফিজুল হাদিস আল্লামা ইবনে কাসির (ওফাত ৭৭৪ হি.) এর উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে প্রচলিত মিলাদ মাহফিলে আয়োজনকারী আববলের বাদশাহ মুজাফফর আবু সাঈদ কুকুবরী এবং 'আততানভীর ফি মাওলিদীন বাশীরিন নাজির' এর প্রণেতা হাফিজুল হাদিস শায়খ আবুল খাত্তাব বিন দাহইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এর পরিচিতি তুলে ধরেন।

দুঃখের বিষয় তথাকথিত মুফতি সাহেব ইমাম সুয়ুতি রাদিয়াল্লাহু আনহু এর 'হুসনুল মাকসাদ' এর বরাত দিয়ে মূল এবারতের গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু বাদ দিয়ে বক্তব্যের মর্মার্থকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপকৌশল করেছেন। নিম্নে তার কারচুপির নমুনা তুলে ধরা হল–

যেমন– (এক) হুসনুল মাকসাদ কিতাবের মূল এবারতে রয়েছে قد صنف له (ক্বাদ সান্নাফা লাহু) এর স্থলে লেখা হয়েছে قد صنف (ক্বাদ সান্নাফা) এখানে له (লাহু) বাদ দেওয়া হয়েছে। যেহেতু له (লাহু) শব্দ বাদ দিলে প্রচলিত

মিলাদশরীফ যে শরিয়তসম্মত, তা গোপন থেকে যায় এবং মুসলিমসমাজকে বিভ্রান্ত করা সহজ হয়।

(দুই) হুসনুল মাকসাদ কিতাবে মূল এবারতে রয়েছে– فاجازه على ذلك بالف دينار (ফা আজাজাহু আলা জালিকা বি আলফে দিনার) এর স্থলে লেখা হয়েছে– فاجازه (ফা জাজাহু) এবং এর অর্থ লিখা হয়েছে 'এর বিনিময়ে তিনি বাদশাহ মুজাফফরের কাছ থেকে একহাজার স্বর্ণমুদ্রা লাব করেন।' এতে হাফিজুল হাদিস আবুল খাত্তাব বিন দাহইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে।

অথচ মূল কিতাবের এবারতের মর্মার্থ হচ্চে যেহেতু হাফিজুল হাদিস আবুল খাত্তাব বিন দাহইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রচলিত মিলাদশরীফকে কোরআন সুন্নাহর মাধ্যমে শরিয়তসম্মত সুন্নত প্রমান করলেন, এতে নবীপ্রেমিক বাদশাহ মুজাফফর আবু সাঈদ কুকুবরী আল্লাহর রাসূলের শান-মান সম্বলিত 'আততানবীর' কিতাব লেখায় খুশি হয়ে তাঁকে একহাজার স্বর্ণমুদ্রা হাদিয়া হিসেবে দান করলেন।'

প্রসঙ্গত সবিশেস উল্লেখ্য যে, নবীর প্রশংসাকারীকে হাদিয়অ দেওয়ার বিধান সাহাবায়ে কেরামের যুগেও ছিল। এমনকি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রখ্যাত সাহাবী হাসসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার শানে প্রশংসা সুচক কবিতা আবৃত্তি করার কারণে পরুস্কৃত করেছিলেন। সুতরাং হাদিয়অ দেওয়া ও নেওয়া কোন দোষের কাজ নয় বরং ইয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের সুন্নত।

(তিন) মূল কিতাবের **محمود السيرة والسريره** (মাহমুদুস সীরাতে ওয়াস সারীরাহ) এ অংশটুকু সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছে। যার মর্মার্থ হলো, প্রচলিত মিলাদশরীফের আয়োজনকারী আরবলের বাদশাহর জীবন ও কর্ম তথা আকিদা, আমল ও সৎচরিত্র সুপ্রসংসারপাত্র ছিলেন।

আল্লামা হাফিজুল হাদিস ইবনে কাসির রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মূল গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যকে এভাবে পরিবর্তন ও বিকৃতির মাধ্যমে তাদেরকে বিদআতী বলে আখ্যায়িত করার অপকৌশল করেছে। (নাউজুবিল্লাহ)

আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতি রাদিয়াল্লাহু আনহু 'হুসনুল মাকসাদ ফি আমালিল মাওলিদে' বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

عندى ان اصل عمل المولد الذى هو اجتماع الناس وقرأة ما تيسر من القران ورواية الاخبار الواردة فى مبتدأ امر النبى صلى الله عليه وسلم وما وقع فى مولده من الايات ثم يمدهم سماط يأكلونه وينصر فون من غير زياده على ذلك هو من البدع الحسنة التى يثاب عليه صاحبها لمافيه من تعظيم قدر النبى صلى الله عليه وسلم واظهار الفرع والاستبشار بمولد الشريف–

অর্থাৎ '(নবম শতকের মুজাদ্দিদ হাফিজুল হাদিস আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন) আমার তাহকীকে প্রচলিত মিলাদশরীফের মৌলিক বিষয় হলো লোকজনকে একত্রিত করা, কোরআন কারীম থেকে কিছু তিলাওয়াত করা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর

প্রাথমিক অবস্থা এবং আল্লাহর হাবীবের শুভাগমনের সময় যে সব অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়ে ছিল, এ সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ পাঠ করা। প্রয়োজন মোতাবেক বিভিন্ন খানা-পীনার আয়োজন করতঃ লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া। (প্রচলিত মিলাদশরীফের মাহফিলে ইহাই করা হয়ে থাকে) এরূপ প্রচলিত মিলাদ মাহফিল বিদআতে হাসানাহ যা সুন্নতের সাথে সংযুক্ত। এ ধরণের মিলাদশরীফ আয়োজনকারীর আমলনামায় সওয়াব নিহিত রয়েছে, যেহেতু প্রচলিত মিলাদশরীফ দ্বারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম– এর সম্মান প্রদর্শন, আনন্দপ্রকাশ করা হয়ে থাকে এবং মিলাদশরীফ পাঠকারীদের জন্য শুভ সংবাদও রয়েছে।

উক্ত এবারতের সারতত্ব হলো, আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ূতী রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই প্রচলিত মিলাদশরীফের নিয়ম পদ্ধতি উল্লেখ করতঃ ইহাকে বিদআতে হাসানা বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এতে সওয়াব নিহিত রয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

বিদআতে হাসানাই যে সুন্নতরূপে পরিগণিত এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইসমাঈল হাক্বী বরসয়ী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাফসিরে রুহুল বয়ান ৩য় খণ্ড ৪০০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে–

قال الشيخ عبد الغنى النابلسى فى كشف النور عن اصحاب القبور ما خلاصته ان البدعة الحسنة الموافقة لمقصود الشرع تسمى سنة–

অর্থাৎ 'হানাফী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ, আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সুযোগ্য ওস্তাদ,

আল্লামা শায়খ আব্দুল গণি নাবিলিছী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'কাশফিননুর আল হাসহাবিল কুবুর' নামক কিতাবে বিদআতে হাসানা সম্পর্কে যা বলেছেন, তার সারকথা হলো নিশ্চয় বিদআতে হাসানাই শরিয়তের দৃষ্টিতে মাকসুদ বা উদ্দেশ্যের অনুকুলে এই জন্য ইহাকে সুন্নত বলে নামকর করা হয়েছে।'
সুতরাং প্রচলিত মিলাদ মাহফিলের আয়োজন বিদআতে হাসানা বা সুন্নতের মধ্যে গণ্য। ইহা কখনও বিদআত নয়।
অতঃপর আল্লামা ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ুতী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'হুসনুল মাকসাদ ফি আমালিল মাওলিদ' নামক কিতাবে উল্লেখ করেন–

واول من احدث فعل ذلك صاحب اربل الملك المظفر ابو سعيد كوكبرى بن زين الدين على ابن بكتكين احد الملوك الامجاد والكبراء الاجواد وكان له اثار حسنة–

অর্থাৎ 'প্রচলিত মিলাদশরীফের প্রথম সূত্রপাত করেন, আরবলের বাদশাহ মুজাফফর আবু সাঈদ কুকুবরী জইনুদ্দিন আলী বিন বকতকাইন। তিনি সম্মানিত বাদশাহ ও বুজুর্গদের অন্যতম। তার অনেক উত্তম নিদর্শন রয়েছে।
এরপর নবম শতকের মুজাদ্দিদ হাফিজুল হাদিস আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার দাবির সপক্ষে প্রখ্যাত মুফাসসির হাফিজুল হাদিস আল্লামা ইবনে কাসির রাদিয়াল্লাহু আনহু (ওফাত ৭৭৪ হিজরি) এর উদ্ধৃতি দিয়ে তদীয় 'হুসনুল মাকসাদ ফি আমালিল মাওলিদ' নামক কিতাবে লিখেন–

قال ابن كثير فى تاريخه: كان يعمل المولد الشريف فى ربيع الاول ويحتفل به احتفالا هائلا وكان شهما شجاعا بطلا عاقلا عالما عادلا رحمه الله واكرم مثواه قال صنف له الشيخ ابو الخطاب بن دحيه مجلدا فى المولد النبوى سماه التنوير فى مولد البشير النذير فاجازه على ذلك بالف دينار وقد طالت مدته فى الملك الى ان مات ... سنة ثلاثين وستمائه محمود السيرة والسريرة–

অর্থাৎ 'প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা ইবনে কাসির রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় তারিখের কিতাবে বলেন, আরবলের বাদশাহ মুজাফফর আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রবিউল আউয়াল মাসে জাকজমক সহকারে মিলাদুন্নবীর মাহফিল আয়োজন করতেন। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ বীর, বাহাদুর বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ (আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন) এবং কবর জগতে সম্মানিত করুন।

আল্লামা ইবনে কাসির বলেন, হাফিজুল হাদিস শায়খ আবুল খাত্তাব বিন দাহইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রচলিত মিলাদশরীফের আয়োজন যে, সুন্নাত মোতাবেক সে প্রসঙ্গে একখানা মিলাদুন্নবীর কিতাব লিখে এর নাম করণ করেন 'আততানভীর ফি মাওলিদিল বাশিরিন নাজির' নবী প্রেমিক বাদশাহ মুজাফফর উদ্দিন আবু সাঈদ কুকুবরী রাদিয়াল্লাহু প্রচলিত পবিত্র মিলাদশরীফের আয়োজন যে, কোরআন সুন্নাহভিত্তিক উত্তম কাজ, এ কিতাব 'আত তানভীর কিতাব' পেয়ে তিনি আনন্দিত হয়ে হাফিজুল হাদিস আবুল খাত্তাব বিন দাহইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একহাজার স্বর্ণমুদ্রা হাদিয়া

দিলেন। তার শাসনকাল দীর্ঘায়িত হয়ে ছিল (আল্লাহর নবীর প্রশংসা ও মিলাদশরীফ পড়া) বরকতে তিনি ৩৬০ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। তার জীবন ও কর্ম তথা আকিদা ও আমল প্রশংসনীয় ছিল।'

অনুরূপ আল্লামা ইসমাঈল হক্বী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'তাফসিরে রুহুল বয়ান' নামক কিতাবের ৯ম খণ্ড ৫৭ পৃষ্ঠায় লিখেন–

اول من احدثه من الملوك صاحب اربل وصنف له ابن دحية رحمه الله كتابا فى المولد سماه التنوير بمولد البشير النذير فاجازه بالف دينار وقد استخرج له الحافظ ابن حجر اصلا من السنة وكذا الحافظ السيوطى وردا على الفاكهانى المالكى فى قوله ان عمل المولد بدعة مذمومة كما فى انسان العيون–

অর্থাৎ 'আরবলের বাদশাহ প্রচলিত মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেন। হাফিজুল হাদিস আবুল খাত্তাব বিন দাহইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রচলিত মিলাদশরীফ যে শরিয়তসম্মত সে সম্পর্কে একখানা কিতাব প্রণয়ন করেন এবং উক্ত কিতাবের নামকরণ করেন, 'আত তানভীর ফি মাওলিদিল বাশিরিন নাজির' এতে বাদশাহ খুশি হয়ে হাফিজুল হাদিস ইবনে দাহইয়াকে একহাজার দিনার হাদিয়া প্রদান করেন।

হাফিজুল হাদিস ইবনে হাজর আসকালানী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হাফিজুল হাদিস আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতী উভয়ে প্রচলিত মিলাদশরীফ এর আসল বা মূল সুন্নত থেকে

উৎসারিত বলে প্রমাণ করেন এবং ফাকেহানী মালিকীর উক্তি 'প্রচলিত মিলাদশরীফ নিন্দনীয় বিদআত' এর খণ্ডন ও জওয়াব প্রদান করেন। যেমন 'ইনসানুল উয়ুন' কিতাবে এ সম্পর্কে সবিস্তার বর্ণনা রয়েছে।'

আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী বরসয়ী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'তাফসিরে রুহুল বয়ান' নামক কিতাবের ৯ম খণ্ড ৫৬ পৃষ্ঠায় প্রচলিত মিলাদ মাহফিল সম্পর্কে আরও উল্লেখ করেন–

ومن تعظيمه عمل المولد اذا لم يكن فيه منكر قال الامام السيوطى قدس سره يستحب لنا اظهار الشكر لمولده عليه السلام انتهى–

অর্থাৎ 'নিষিদ্ধ কার্যকলাপ বর্জন করতঃ মিলাদশরীফ এর আমল করা রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তা'জিম বা সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।

নবম শতকের মুজাদ্দিদ হাফিজুল হাদিস আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিলাদশরীফের আলোচনা করে শোকর আদায় করা আমাদের জন্য মুস্তাহাব।'

প্রচলিত মিলাদশরীফ যে শরিয়তসম্মত সুন্নত কাজ এ সম্পর্কে প্রথম কিতাব প্রণয়ন করেন হাফিজুল হাদিস আবুল খাত্তাব বিন দাহইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু (ওফাত ৬৩৩ হিজরি) তার লিখিত কিতাবের নাম **التنوير فى مولد البشير النذير** 'আত তানভীর ফি মাওলিদিল বাশিরীন নাজির' সেই প্রখ্যাত হাফিজুল হাদিস আবুল খাত্তাব বিন দাহইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পরিচয় দিতে গিয়ে, নবম শতকের মুজাদ্দিদ হাফিজুল

হাদিস জালালউদ্দিন সুয়ুতী রাদিয়াল্লাহু আনহু হুসনুল মাকসাদ ফি আমালিল মাওলিদ কিতাবে উল্লেখ করেন–

وقال ابن خلكان فى ترجمة الحافظ ابى الخطاب بن دحية : كان من اعيان العلماء ومشاهر الفضلاء قدم من المغرب فدخل الشام والعراق واجتاز باربل ستة اربع وستمائة فوجد ملكها المعظم مظفر الدين بن زين الدين يعتنى بالمولد النبوى فعمل له كتاب التنوير فى مولد البشير النذير وقرأ عليه بنفسه فاجازه بالف دينار قال : وقد سمعناه على السلطان فى ستة مجالس ف سنة خمس وعشرين وستمائة انتهى–

অর্থাৎ 'হাফিজ আবুল খাত্তাব বিন দাহইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এর প্রশংসায় ইবনে খালকান বলেন, ইবনে দাহইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত উলামা ও সুপ্রসিদ্ধ ফোজালাগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি মরক্কো হতে আগমন করে পর্যটনের উদ্দেশ্যে সিরিয়া ও ইরাকে প্রবেশ করেন এবং ৬০৪ হিজরি সালে (কুর্দিস্তানের) আরবল শহরে আগমন করেন। তিনি সেখানেই সম্মানিত শাসক ও বাদশাহ মুজাফফর উদ্দিন ইবনে জইনুদ্দিনকে মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠান পালন করতে দেখতে পান। তিনি নবী প্রেমিক বাদশাহকে উপহার দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'আত তানভীর ফি মাওলিদিল বাশিরীন নাজির' নামক একখানাগ্রন্থ মিলাদশরীফের উপর রচনা করে উপহার প্রদান করেন। তিনি নিজে গ্রন্থখানা পাঠ করে বাদশাহকে শোনান। বাদশাহ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে একহাজা স্বর্ণমুদ্রা উপহার বা হাদিয়া দেন। ইবনে খালকান

বলেন 'আমি ৬২৫ হিজরিতে উক্ত গ্রন্থখান ছয়টি মিলাদ মাহফিলে বাদশাহর উপস্থিতিতে পাঠ করতে নিজে শুনেছি।' ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ুতী রাদিয়াল্লাহু এ বক্তব্য থেকে প্রমাণীত হলো হাফিজুল হাদিস আবুল খাত্তাব ইবনে দাহইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এর লিখিত 'আত তানভীর' কিতাবখানা গ্রহণযোগ্য এবং মিলাদশরীফ সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য দলিল।

উপরিলিখিত দীর্ঘ আলোচনা থেকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, আরবলের বাদশাহ মুজাফফর এবং 'আত তানভীর ফি মাওলিদিল বাশিরীন নাজির' কিতাবের লেখক হাফিজুল হাদিস ইবনে আবুল খাত্তাব বিন দাহইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে হাফিজুল হাদিস ইমাম জালালউদ্দিন রাদিয়াল্লাহু হাফিজুল হাদিস আল্লামা ইবনে হজর আসকালানী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা ইসমাইল দেহলভী রাদিয়াল্লাহু প্রমুখ মনীষীবৃন্দ সকলেই তাদের উভয়ের খুব প্রশংসা করেছেন।

অথচ মুফতি তালিবউদ্দিন তার 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা' পুস্তকের ৫১ পৃষ্ঠায় লেখেন– 'বেদআতীরা এ লোকের খুব প্রশংসা করে' এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য হলো, তাহলে ভুয়া মুফতির ফতোয়া দ্বারা উপরিলিখিত মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীন ও আউলিয়ায়ে কেরামগণ কি বিদআতী? (নাউজুবিল্লাহ)

স্বনামধন্য মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীন ও আউলিয়ায়ে কেরামগণের অভিমত গ্রহণ না করে, নজদী ওহাবী বিদআতী দেওবন্দী মতানুসারে লিখিত 'তারিখে মিলাদ' থেকে কিছু অংশ চয়ন করে বাদশাহ মুজাফফর উদ্দিন ও হাফিজুল হাদিস

ইবনে দাহইয়া আবুল খাত্তাব বিন দাহইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিরোপ সমালোচনা করার যে চক্রান্ত করা হয়েছে– আমাদের পূর্বোল্লিখিত মূল কিতাবের এবারতগুলো সেই চক্রান্তের স্বরূপ উম্মোচন করেছে এবং একই সাথে প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হয়েছে।

এছাড়াও যেসব স্বনামধন্য মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীন ও আউলিয়ায়ে কেরামগণ প্রচলিত মিলাদশরীফকে শরিয়তসম্মত সুন্নত ও সওয়াবের কাজ বলে দলিল আদিল্লাহর মাধ্যমে প্রমাণ করেছে তারা হচ্ছেন–

১) আল্লামা শিহাবউদ্দিন আহমদ ইবনে হজর মক্কী হায়তামী শাফেয়ী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'আন নি'মাতুল কুবরা আলাল আলামে' কিতাবে।

২) আল্লামা শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দিসে দেহলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর লিখিত 'মা সাবাতা মিনাস সুন্নাহ' কিতাবের ৮৯ পৃষ্ঠায়।

৩) আল্লামা আব্দুল বাকী 'জারকানীশরীফ' ১ম জিল্‌দ ১৩৯ পৃষ্ঠা।

৪) আল্লামা ইমাম কাসতালানী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'মাওয়াহিবে লাদুনিয়া' ১ম জিল্‌দ ২৭ পৃষ্ঠায়।

৫) আল্লামা আলী বিন বুরহানুদ্দিন হলবী রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরতে হলবীয়া' ১ম জিল্‌দ ৮৪ পৃষ্ঠা।

৬) আল্লামা মূল্লা আলী ক্বারী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'মাওরিদুলবারি।

৭) আল্লামা ইবনে হজর আসকালানী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'ফতহুলবারী শরহে বোখারী' ৭ম জিল্‌দ ১২৫ পৃষ্ঠা।

৮) আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'মজমুয়ায়ে ফাতাওয়া' ৩য় জিল্‌দ ১৩০ পৃষ্ঠা।

৯) ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা আহমদ রেজাখাঁন বেরলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'একামতে কিয়ামাহ'।

১০) হাজী ইমদাদ উল্লাহ মোহাজিরে মক্কী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'ফয়সলায়ে হাফ্‌ত মাসায়েল'

১১) আল্লামা সৈয়দ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'আতইয়াবুল বয়ান'।

১২) ইমাম জাফর বিন হুসাইন বরজঞ্জী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'রিসালায়ে মাওলেদ'।

১৩) আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ারখাঁন নঈমী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'জায়াল হক্ব'।

১৪) আল্লামা গাজী শেরে বাংলা সৈয়দ আজিজুল হক্ব আলকাদেরী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'ফত্‌ওয়ায়ে আজিজিয়া'।

১৫) আল্লামা কাজী আবুল ফজল লুদিয়ানবী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'আনওয়ারে আফতাবে সাদাকাত'।

১৬) আল্লামা ইউসুফ নাবেহানী মিসরী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন'।

এছাড়া আরব আজমের বহু উলামায়ে কেরামগণ প্রচলিত মিলাদ ও কিয়ামকে মুস্তাহাব ও ছোয়াবের কাজ বলে কোরআন সুন্নাহর দ্বারা প্রমাণ করেছেন।

এসম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে আমার লিখিত 'হাকিকতে মিলাদ বা মিলাদশরীফের মূল তত্ত্ব' নামক পুস্তকখানা পাঠ করতে অনুরুধ করছি।

ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন ইসলামী শরিয়তসম্মত

মুসলিম জাতির জন্য বৎসরে যে কয়টি আনন্দ উৎসবের দিন রয়েছে, তন্মধ্যে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী হচ্ছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ। কারণ সৃষ্টিকুল শিরোমণি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র সত্ত্বার সাথে এই দিনটি সরাসরি সম্পর্কিত।

পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম বিশ্ববাসীকে যার আবির্ভাবের সুসংবাদ দিয়েছেন, যাকে প্রেরণের জন্য দোয়া করেছেন আল্লাহর দরবারে, যার মহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন নিজ নিজ জামানার জন সমাবেশে, অধির আগ্রহে প্রতীক্ষমান ছিল যার জন্য সমগ্র সৃষ্টিকুল। সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনন্ত রহমত হিসেবে আবির্ভুত হয়েছেন এই দুনিয়ায় পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে।

আল্লাহ তা'য়ালা কালামে পাকে এরশাদ করেন–

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا–

অর্থাৎ 'হে মাহবুব! আপনি উম্মতগণকে বলে দিন, আল্লাহর ফজল এবং তাঁর রহমত প্রাপ্তিতে তারা যেন খুশি প্রকাশ করে।' (সূরা ইউনুস ৫৮ নং আয়াত)

হাফিজুল হাদিস ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'তাফসিরে দুররে মনসুর' নামক কিতাবের ৪র্থ খণ্ড ৩৬৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

واخرج ابو الشيخ عن ابن عباس رضى الله عنهما فى الاية قال فضل الله العلم ورحمته محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين–

অর্থাৎ 'আবু শায়খ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ আয়াতের তাফসির সম্পর্কে রেওয়ায়েত করেন, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন **فضل الله** (ফাদলুল্লাহ) দ্বারা মুরাদ 'ইলিম' **ورحمته** (ওয়ারাহমাতুহু) দ্বারা মুরাদ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যেহেতু অন্য আয়অতে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন–

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين–

অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'য়ালা বরেন, আমি আপনাকে সমস্ত জগতের রহমত করে প্রেরণ করেছি।'

তাফসিরে দুররে মনসুর ৪র্থ খণ্ড ৩৬৮ পৃষ্ঠায় আরো উল্লেখ রয়েছে–

واخرج الخطيب وابن عساكر عن ابن عباس رضى الله عنهما (قل بفضل الله) قال : النبى صلى الله عليه وسلم (وبرحمته) قال : على بن ابى طالب رضى الله عنه–

অর্থাৎ 'খতিব এবং ইবনে আসাকির রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু থেকে উক্ত আয়াতে কারীমার তাফসির সম্পর্কে রেওয়ায়েত করেন **بفضل الله** (বিফাদলিল্লাহ) এর মুরাদ হলো নবী করিম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ورحمته (ওয়াবি রাহমাতিহি) এর দ্বারা মুরাদ হলো হযরত আলী বিন আবিতালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু।

অনুরূপ মুফতিয়ে বাগদাদ আল্লামা আবুল ফজল শিহাবুদ্দিন সৈয়দ মাহমুদ আলুসি বাগদাদী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'তাফসিরে রুহুল মায়ানী' নামক কিতাবে ১১ পারায় ১৪১ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের তাফসিরে উল্লেখ করেন–

واخرج ابو الشيخ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ان الفضل العلم والرحمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم– واخرج الخطيب وابن عساكر عنه تفسير الفضل بالنبى عليه الصلاة والسلام والرحمة بعلى كرم الله تعالى وجهه والمشهور وصف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالرحمة كما يرشد اليه قوله تعالى : وما ارسلناك الا رحمة للعالمين– دون الامير كرم الله تعالى وجهه وان كان رحمة جليلة رضى الله تعالى عنه وارضاه–

অর্থাৎ 'আবু শায়খ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে উক্ত আয়াতের তাফসির বর্ণনা করেন فضل (ফজল) দ্বারা মুরাদ ইলিম এবং رحمة (রহমত) দ্বারা মুরাদ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

খতিব এবং ইবনে আসাকির ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে তাফসির বর্ণনা করেন الفضل (ফজল) দ্বারা মুরাদ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং الرحمة (রহমত)

দ্বারা মুরাদ হযরত আলী কাররামাহুল্লাহু তায়ালা ওয়াজহাহু রাদিয়াল্লাহু আনহু।

আল্লামা আলুসি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সুপ্রসিদ্ধ অভিমত হলো رحمة (রহমত) দ্বারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গুণ বা সিফত বুঝানো হয়েছে। এই জন্য যে, আল্লাহ তায়ালা তার হাবিবের শানে এরশাদ করেছেন– وما ارسلناك الا رحمة للعالمين (আমি আপনাকে সব সৃষ্টি জগতের রহমত বানিয়ে প্রেরণ করেছি।)

(আল্লামা আলুসি বলেন) অত্র আয়াতে (রহমত) দ্বারা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মুরাদ নহেন, যদিও তিনি মুসলিম জাতির জন্য এক বড় রহমত।'

হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উম্মতের জন্য রহমত অন্য আয়াতে কারীমায়ও তার প্রমাণ রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা নিজেই এরশাদ করেন–

لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا–

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মু'মিনদের উপর বড়ই অনুগ্রহ বা রহমত করেছেন যে, তাদের মধ্যে একজন সম্মানিত রাসূল পাঠিয়েছেন।'

এ আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'তাফসিরে দুররে মনসুর' নামক কিতাবের ২য় জিলদের ৩৬৭ পৃষ্ঠায় এ আয়াতের তাফসিরে লিখেছেন جعله الله رحمة لهم অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা উম্মতের জন্য তার হাবীবকে রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছেন।

ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আল্লামা আলুসি বাগদাদদী রাদিয়াল্লাহু আলোচ্য আয়াতে ورحمته (ওয়াবিরাহমাতিহী) এর তাফসির বা ব্যাখ্যায় আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুরাদ নিয়েছেন।

প্রকাশ থাকে যে, তাফসিরে কোরআনের তিনটি ধারা রয়েছে–

এক) এক আয়াতের তাফসির অন্য আয়াত দ্বারা হবে।

দুই) আয়াতের তাফসির হাদিসশরীফ দ্বারা হবে।

তিন) আয়াতের তাফসির اقوال صحابه বা সাহাবায়ে কেরামের কউল বা উক্তিসমূহের দ্বারা হবে।

ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতী রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লামা আলুসি বাগদাদী রাদিয়াল্লাহু আনহু আলোচ্য আয়াতাংশ وبرحمته (ওয়াবিরাহমাতিহী) এর তাফসিরে রইসুল মুফাসসিরীন হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এ বর্ণনা উল্লেখ করে যে তাফসির পেশ করেছেন, তা তাফসিরে কোরআনের প্রথম ধারা মোতাবেক وبرحمته (ওয়াবিরাহমাতিহী) অংশকে وما ارسلناك الا رحمة للعالمين (ওয়া আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল্লিাল আলামীন) আয়াতের দ্বারা رحمة (রহমত) এর মুরাদ নিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুতরাং আলোচ্য আয়াত

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا–

এর মর্মার্থ হলো– 'হে মাহবুব! আপনি উম্মতগণকে বলে দিন আল্লাহর ফজল ও তাঁর রহমত অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রাপ্তিতে তারা (উম্মতে মুহাম্মদীরা) যেন আনন্দ প্রকাশ করে।'

ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী রাদিয়াল্লাহু আনহু (ওফাত ৬০৪হিজরি) 'তাফসিরে কবীর' নামক কিতাবের নবম খণ্ড ১২৩ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের তাফসির পেশ করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেন–

ولذلك قال المعرى– ان حزنا فى سائة الموت اضعاف سرور فى ساعة الميلاد–

অর্থাৎ আল্লামা ফখরুদ্দিন রাজী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'রহমত' দ্বারা আল্লাহর নবীকে মুরাদ নিয়ে প্রসঙ্গত উল্লেখ করে বলেন 'এজন্য ম'রি বলেছেন–

'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিলাদের মুহূর্ত খুবই আনন্দদায়ক এবং ওফাতের মুহূর্ত ভীষণ বেদনাদায়ক।'

উপরোক্ত আয়াতে কারীমার যে তাফসির ইতোপূর্বে উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হলো– আল্লাহ তায়ালার নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।

এজন্য নবীপ্রেমিক সুন্নি মুসলমানগণ মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিলাদের আনন্দ অর্থাৎ ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন করে থাকেন এবং প্রতি বৎসর রবিউল আউয়াল মাসের বিভিন্ন তারিখে জশনে জুলুছে ঈদে

মিলাদুন্নবী উদযাপন করে থাকেন। এ জুলুসও আল্লাহর নির্দেশ। فليفرحوا (তোমরা আনন্দ প্রকাশ কর) এর অন্তর্ভুক্ত।

জশন (جشن) শব্দের অর্থ খুশি ও আনন্দের মাহফিল। (লোগাতে কেশোয়ারী ১৯৩ পৃ.) জুলুস (جلوس) শব্দের অর্থ হলো বসা বা উপবেশন। (গিয়াসুল লোগাত ১৪৭ পৃ.)

নামায আল্লাহর জিকিরের জলসা, একই স্থানে বসে সম্পন্ন করা হয়, হজ্ব হচ্ছে আল্লাহর জিকিরের জুলুস, এক বৈঠকে সম্পন্ন করা যায় না বরং বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ফিরে সম্পন্ন করতে হয়।

কোরআনে কারীম থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, 'তাবুতে সকীনা' ফেরেশতাগণ জুলুসসহকারে নিয়ে এসে ছিলেন।

এতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো যে, জুলুস মিসিল বা শোভাযাত্রা অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'ঈদ' শব্দের অর্থ খুশি বা আনন্দ উৎসব। 'মিলাদুন্নবী' অর্থ হলো, নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম কাহিনী ও তদসম্বলিত ঘটনাবলী আলোচনা করা।

'জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী' এই বাক্যটির অর্থ হলো, নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শুভাগমন উপলক্ষে মিছিল সহকারে আনন্দ প্রকাশ করা। ইহা একটি শরিয়তসম্মত অনুষ্ঠান। আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি আন্তরিক মহব্বতের বহিঃপ্রকাশের উত্তম ব্যবস্থা।

সহীহ মুসলিমশরীফের ২য় জিলদের ৪১৯ পৃষ্ঠায় 'হাদিসুল হিজরত' অধ্যায়ে হযরত বারাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে–

فقدمنا المدينة ليلا فتنازعوا ايهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انزل على بنى النجار اخوال عبد المطلب اكرمهم بذلك فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم فى الطريق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يارسول الله (مسلم شريف ص 419)

অর্থাৎ '(রাবী বলেন) অতঃপর যে রাত্রিতে আমরা আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাথে নিয়ে মদিনাশরীফের উপকণ্ঠে আগমন করলাম, সে সময় মদিনাবাসীরা পরস্পর বিরোধ করছিলেন যে, রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় অবতরণ করবেন। তদুত্তরে আল্লাহর হাবীব বললেন, আব্দুল মোত্তালিবের মাতুলাময় বণী নাজ্জার গোত্রে অবতরণ করবো। যেহেতু আমি তাদের সাথে স্নেহ পরায়ন। এ সময় মদিনাশরীফের নারী পুরুষ ঘরের ছাদসমূহের উপর আরোহন করলেন এবং কিশোরগণ ও সেবকগণ মদিনাশরীফের অলিতে গলিতে জুলুস আকারে ছড়িয়ে পড়লেন, সকলেই ইয়া মুহাম্মাদু ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া মোহাম্মাদ ইয়া রাসূলাল্লাহ স্লোগান দিতে থাকেন।' (মুসলিমশরীফ ২য় জিলদের ৪১৯ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত হাদিসশরীফ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, সাহাবায়ে কেরাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর

শুভাগমন জুলস বা মিছিল আকাকে ইয়া রাসূলাল্লাহ ধ্বনীতে আকাশ-বাতাশ মুখরিত করে তুলেন। এজন্যই আমরা সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ করে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খুশিতে বিভোর হয়ে মিছিল আকারে আনন্দ উৎসব করে থাকি এবং ইয়া রাসূলাল্লাহ ধ্বণী দিয়ে থাকি।

এখানে পার্থক্য হল এই যে, সাহাবায়ে কেরাম নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কশরীফ থেকে মদিনাশরীফ প্রবেশকালে ইয়া রাসূলাল্লাহ ধ্বনীতে বিভোর হয়ে জুলস বা মিছিল করেছেন এবং আমরা রবিউল আউয়াল চাঁদের বিভিন্ন তারিখে রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই ধরাধামে আগমনের খুশিতে আত্মহারা হয়ে জুলুছের মাধ্যমে আনন্দ উৎসব করে ইয়া রাসূলাল্লাহ ধ্বনী দিয়ে থাকি। যা আল্লাহর কালাম। **فليفرحوا** (ফালইয়াফরাহু) 'আনন্দ উৎসব কর' এ আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত ইহা নিঃসন্দেহে জায়েয ও উত্তম কাজ।

প্রচলিত নিয়মানুসারে 'জশনে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন করা নিন্দনীয় বিদআত হতে পারে না। কেন না আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এরশাদ করেছেন–

من سن فى الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجورهم شئ– الحديث

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন উৎকৃষ্ট তরিকা বা নিয়ম পদ্ধতি বের করবে, তার আমাল নামায় উহার সওয়াব

লেখা হবে, অতঃপর উহার অনুসরণে যারা উহা আমল করবে তারা যে পরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হবে তদসমুদয় তার আমল নামায় লেখা হবে, অথচ অনুসরণকারীদেরও সওয়াবের কোন অংশ কম হবে না। (মিশকাতশরীফ ৩৩ পৃষ্ঠা)

মোটকথা হলো এই যে, ইসলামের মধ্যে যে প্রচলন বা রীতি কোরআন সুন্নাহ ও ইজমার পরিপন্থী হবে না ইহা বিদআতে সাইয়্যিয়াহ বা নিন্দনীয় বিদআত হতে পারে না। (মিরকাত শরহে মিশকাত ১৭৯ পৃষ্ঠা)

সুতরাং প্রচলিত জশনে জুলুস ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন করা কোরআন সুন্নাহ ইজমার পরিপন্থী নহে, পূর্বে উল্লেখিত সহীহ মুসলিমশরীফের উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণিত হলো– সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শুভাগমনকে কেন্দ্র করে জুলুস আকারে রাস্তায়-রাস্তায়, ঘরের ছাদে আরোহন করে ইয়া রাসূলাল্লাহ শ্লোগান দিয়েছেন।

কাজেই জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী সুন্নত ধ্বংসকারী বা নিন্দনীয় বিদআত হতে পারে না।

১৯৯১ ইংরেজী সনে তথাকথিত মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী 'জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী' এর বিরুদ্ধে ভুলতত্ব প্রচার করে মুসলিমসমাজকে বিভ্রান্ত করার পায়তারা করেছিলেন। তিনি তার বক্তব্যে সরলপ্রাণ মুসলমানকে ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'জশন' শব্দের সঙ্গে 'মানানা' শব্দ যোগ করে 'জশন' প্রকৃত অর্থকে বিকৃত করতঃ নাচ গান, আশে ও নিশাতে মশগুল হওয়ার কাজ উল্লেখ

করেছিলেন। এতে তার জেহালত বা মূর্খতার পরিচয়ই প্রকাশ হয়েছিল।

তিনি সাহাবায়ে কেরামের আমলকে অগ্নি উপাসকের নওরোজ উৎসবের সাথে তুলনা করে তাঁদের অবমাননা করে মুসলিমসমাজে ফিতনা ছাড়াচ্ছিলেন। কোথাও বা তিনি জঘন্য বিদআত বলে উল্লেখ করেছিলেন। (নাউজুবিল্লাহ) তখনও আমি তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছিলাম। বর্তমানে তারই অপর সহচর বিদআতী মাওলানা ওলীপুরী, ভূয়া মুফতি তালিব উদ্দিন দ্বারা 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা' নামে একখানা পুস্তক প্রণয়ন করিয়ে মুসলিমসমাজকে পথভ্রষ্ট করার নতুন পায়তারা চালাচ্ছেন। হয়ত তারা কোরআন সুন্নাহর সঠিক মর্ম বুঝেন না, নতুবা জেনে শুনে তাদে পূর্বসূরীদের ন্যায় হক গোপা রাখার কৌশল অবলম্বন করছেন। এমনকি তাদের দেওবন্দী বিদআতীদের মসলক বা চিন্তাধারা বহাল রাখতে গিয়ে বিদআতে হাসানাও বিদআতে সায়্যিয়ার প্রকৃত সংজ্ঞা দিতেও তরা অন্ধ হয়ে গিয়েছেন।

উপরন্তু শরিয়তের চা দলিল দ্বারা প্রচলিত মিলাদ ও কিয়াম এবং জশনে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন করা ইসলামবিরোধী প্রমাণ করতে সক্ষম হন নাই। শুধুমাত্র মনগড়া মতবাদ প্রচার করে বেড়াচ্ছে। ইসলাম কারো মনগড়া মতবাদ সমর্থন করে না।

ইতোপূর্বে আমরা কোরআনশরীফের আয়াতে কারীমা ও তার সঠিক তাফসিরের উদ্ধৃতির দ্বারা আল্লাহর হাবীবের মিলাদশরীফ উদযাপনের মাধ্যমে ঈদ বা আনন্দ উৎসব করা যে উত্তম বা সওয়াবের কাজ তা প্রমাণ করেছি।

মুসলমানদের বাৎসরিক 'ঈদ' কতটা? এ শিরোনামে তালেব উদ্দিন এর লিখিত 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা' পুস্তকে ঈদ শব্দের অপব্যাখ্যা করে শুধুমাত্র মুসলমানদের বাৎসরিক দুইটি 'ঈদ' উল্লেখ করে বৎসরের অন্য ঈদ বা আনন্দ উৎসবের দিবসকে অস্বীকার করেছে। অথচ মু'তাবর বা গ্রহণযোগ্য তাফসির ও সহিহ হাদীসের মর্মে বাৎসরিক দু'ঈদ অর্থাৎ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর ছাড়া আরও অন্যান্য ঈদের দিবসের প্রমাণ রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'তাফসিরে রুহুল বয়ান' নামক কিতাবের ২য় জিলদের ৪৬৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন–

العيد امة محمد عليه السلام وهو ثلاثة عيد يتكرر كل اسبوع وعيدان يأتيان فى كل عام مرة من غير تكرر فى السنة فاما العيد المتكرر فهو يوم الجمعة وهو عيد الاسبوع–

অর্থাৎ 'উম্মতে মোহাম্মদীর ঈদ তিনটি তন্মধ্যে একটি ঈদ বৎসরের বার বার আসে, আর অপর দুইটি ঈদ বৎসরে একবার আসে। বারবার আগমনকারী ঈদের দিন হলো জুমুয়ার দিন বা শুক্রবার এবং ইহা হচ্ছে সাপ্তাহিক ঈদ।'

মুফাসসিরকুল শিরোমণি আল্লামা ইসমাইল হাক্কী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর উপরোক্ত তাফসির বা ব্যাখ্যার দ্বারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে বৎসরে যেহেতু বায়ান্নটি জুময়া বা শুক্রবার রয়ছে সে অর্থে ঈদ সংখ্যা দাঁড়ালো বায়ান্ন। অপর দু'টি ঈদ মিলে মোট ঈদ সংখ্যা হলো ৫২+২=৫৪টি।

উল্লেখিত ৫৪টি ঈদ আমারা পেয়েছি আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ধরাতে শুভাগমন করার দরুণ। এজন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শুভাগমন হলো সকল ঈদের ঈদ। এই ঈদকে ঘিরেই সকল ঈদ আবর্তিত। এজন্যই মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে কারীমে ঘোষণা করেন–

قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا–

(হে মাহবুব! আপনি উম্মতগণকে বলে দিন আল্লাহর ফজল ও তার রহমত অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রাপ্তিতে তারা (উম্মতে মুহাম্মদীরা) যেন আনন্দ উৎসব করে।)

কালামে পাকে আরো এরশাদ হচ্ছে–

قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا–

অর্থাৎ 'মরিয়ম আলাইহাস সালাম এর পুত্র ঈসা আলাইহিস সালাম আরজ করলেন, আয় আল্লাহ, হে আমার প্রতিপালক! আমাদের উপর আকাশ থেকে একটা খাদ্য-খাঞ্চা' অবতরণ করুন, যা আমাদের জন্য ঈদ বা আনন্দ-উৎসব হবে, আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য।'

উক্ত আয়াতের তাফসির আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা ফখরুদ্দিন রাজী রাদিয়াল্লাহু আনহু (ওফাত ৬০৪ হিজরি) তদীয় 'তাফসিরে কবীর' নামক কিতাবের ৬ষ্ঠ জিল্‌দ ১৩৯ পৃষ্ঠা উল্লেখ করেন–

والعيد فى اللغة اسم لما عاد اليك فى وقت ملوم واشتقاقة من عاد يعود فاصله هو العود فسمى العيد عيدا لانه يعود كل سنة بفرح جديد

অর্থাৎ 'অভিধানে **عيد** (ঈদ) শব্দটি নির্দষ্ট সময়ে তোমার কাছে প্রত্যাবর্তন করে, এমন শব্দের নাম (ঈদ)। ইহা **عاد** (আ'দা) **يعود** (ইয়ায়ুদু) থেকে বের করা হয়েছে, যা মূলত: **عود** (আউদুন) ছিল। আর **عيد** (ঈদ) কে এজন্য ঈদ বলে নামকরণ করা হয়েছে, যেহেতু ইহা প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে নিত্য নতুন খুশির আমেজ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে।'

প্রকাশ থাকে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম 'মায়েদা' বা খাঞ্চা অবতীর্ণ হওয়অর দিনকে ঈদ হিসেবে উদযাপন করে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করেছেন। কেন না ঐদিনই মায়েদা বা খাদ্য ভরা দস্তরখানা অবতীর্ণ হয়েছিল।

অপরদিকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বেলাদত বা শুভাগমন আমাদের জন্য ঐ মায়েদা বা খাঞ্চা থেকে ও অনেক বড় নে'য়ামত। যাঁর শানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা দিয়েছেন–

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

অর্থাৎ 'আমি আপনাকে সমস্ত জগতের জন্য রহমত করে প্রেরণ করেছি।

সুতরাং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র মাওলেদ বা জন্ম দিবস সৃষ্টিকুলের জন্য সেরা ঈদ বা আনন্দের দিন।

এ প্রসঙ্গে সহীহ বোখারীশরীফের সুবৃহৎ ব্যাখ্যাকার আল্লামা কাসতালানী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'মাওয়াহিবে লাদুনিয়া' নামক কিতাবে ১ম খণ্ড ২৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

فرحم الله امرا اتخذ ليالى شهر مولده المبارك اعياد اليكون اشد علة على من فى قلبه مرض–

ভাবার্থ– 'আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির প্রতি অফুরন্ত রহমত বর্ষণ করেন, যে ব্যক্তি মিলাদশরীফ মাসের অর্থাৎ রবিউল আউয়াল চান্দের প্রতিটি রাত্রিতে ঈদ উদযাপন করে, যাতে প্রতি রাত্রের ঈদ উদযাপন ঐ ব্যক্তির জন্য শক্ত মুসিবত হয়ে দাঁড়ায় যার কলবে বিমার রয়েছে।' শারিহে বোখারী আল্লামা কাসতালানী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো মিলাদশরীফের মাস পবিত্র রবিউল আউয়ালের প্রতিটি রাত্রে ঈদ উদযাপন করা আল্লাহর রহমত লাভের অন্যতম উপায়। অপরদিকে যাদের কলবে বা অন্তরে বিমার রয়েছে তারাই একমাত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন করায় বিরোধীতায় মত্ত।

আয়াতে মায়েদা عيدا لاولنا واخرنا (ঈদান লি আউয়ালিনা ওয়া আখিরীনা) এর ব্যাখ্যায় 'তাফসিরে খাজাইনুল ইরফান' মাক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে–

উর্দু ১৪১

অর্থ ঃ 'মাসআলা– এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, যে দিনে আল্লাহ তায়ালার খাস রহমত নাজিল হয়, সে দিনকে ঈদের দিন হিসেবে উদযাপন করা, আনন্দ প্রকাশ করা, ইবাদত করা এবং আল্লাহর শোকরিয়া জ্ঞাপন করা সালেহীন তথা নেক বান্দাদের তরিকা বা পন্থা। এত বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, দোজাহানের সরদার মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শুভাগমন আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বড় নিয়ামত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রহমত। এ কারণে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বরকতময় জন্মদিনে আনন্দ উদযাপন করা এবং মিলাদশরীফ পাঠ করে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করা ও খুশি প্রকাশ করা মুস্তাহসান বা পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয় কাজ এবং আল্লাহর মকবুল বান্দাদেরই তরিকা বা পন্থা।

এ জন্য মু'মিন মুসলমানগণ সারা রবিউল আউয়াল মাসে ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন করে আসছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বেলাদত বা জন্মের খুশিতে শুধুমাত্র মু'মিন মুসলমানগণই যে উপকৃত তা নয়, এমনকি মিলাদুন্নবীর খুশিতে প্রখ্যাত কাফের আবু লাহাবও উপকৃত।

সহীহ বোখারীশরীফের ২য় জিলদের ৭৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে–

قال عروة وثويبة مولاة لابى لهب كان ابولهب اعتقها فارضعت النبى صلى الله عليه وسلم فلما مات ابولهب اريه بعض اهله بشر حيبة قال له ماذا لقيت قال ابولهب لم الق بعد كم غير انى سقيت فى هذه بعتاقتى ثويبه–

অর্থাৎ 'হযরত উরওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ছোয়াইবা আবু লাহাবের বান্দি ছিলেন। আবু লাহাব (হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিলাদশরীফের খুশিতে) তার বান্দীকে আজাদ করে দিয়েছিল। তিনি আল্লাহর হাবীবকে দুধ পান করিয়ে ছিলেন। আবু লাহাবের মৃত্যুর (এক বৎসর) পর, তার কোন আহল (হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বপ্নে দেখেছিলেন, তার অবস্থা খুব শোচনীয়) তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মৃত্যুর পর তোমার অবস্থা কেমন? আবু লাহাব উত্তরে বলল, আপনাদের নিকট হতে আসার পর আমি কোন শান্তি পাই নাই, শুধুমাত্র আমি যে (আল্লাহর হাবীবের জন্ম সংবাদ বা মিলাদশরীফের খুশিতে) ছোয়াইবাকে (তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করতঃ) আজাদ করে দিয়েছিলাম সেই কারণে (প্রতি সোমবারে অঙ্গুলীদ্বয়ের অভ্যন্তরে কিছু পানি জমে থাকে) আমি পানি চুষে প্রতি সোমবারে আযাব নিরসনবোধ করে থাকি।'

উল্লেখ্য যে, আল্লামা ইবনে হজর আসকালানী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর লিখিত ফতহুলবারি শরহে বোখারী ৯ম জিলদের ১৪৫ পৃষ্ঠা অনুকরণে উপরোক্ত হাদীস শরীফের সারাংশ লেখা হয়েছে–

قال ابن الجزرى فاذا كان هذا ابولهب الكافر الذى نزل القرأن بذمه جوزى فى النار بفرحه ليلة مولد النبى صلى الله عليه وسلم به فما حال المسلم الموحد من امته عليه السلام الذى يسر بمولده ويبذل ما تصل اليه قدرته فى محبته صلى الله عليه وسلم لعمرى انما

يكون جزاؤه من الله الكريم ان يدخله بفضله العميم جنات النعيم

مواحب اللدنية ص 28– زرقانى ص 139

ইমাম ইবনোজ জাজরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যেই কাফের আবু লাহাবের দূর্নামে কোরাআন নাজিল হয়েছে এবং যার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত, সেই আবু লাহাবও যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিলাদুন্নবীর উপর খুশি হওয়াতে সুফল পেল, তা হলে তার উম্মতের মধ্যে যে একত্ববাদী মুসলমান এবং তার মিলাদুন্নবীতে আনন্দিত হয়, তার মহব্বতে যথাসাধ্য দান করে, তার অবস্থা কি হবে, আমি কসম করে বলছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে তার বিনিময় এই হবে, তিনি সর্বব্যাপী অনুগ্রহ দ্বারা তাকে জান্নাতুন নাঈমে প্রবেশ করাবেন। (মাওয়াহিবে লাদুনিয়া ১শ জিল্‌দ ২৭ পৃষ্ঠা জারকানী ১ম জিল্‌দের ১৩৯ পৃষ্ঠা মাসাবাত মিনাস সুন্নাহ নতুন ছাপা ২৯০ পৃষ্ঠা)

সহীহ বোখরীশরীফের উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইমাম ইবনোজ জাজরী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর উক্তি শারিহে বোখারী আল্লামা ইমাম কাসতালানী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আল্লামা জারকানী রাদিয়াল্লাহু আনহু এমনকি আল্লামা শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দিসে দেহলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু সকলেই দলিল হিসেবে গ্রহণ করে নিজ নিজ কিতাবের উদ্ধৃতি উল্লেক করেছেন।

সারকথা হলো ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন করলে ঈমানদার মুসলমানগণ জান্নাতুন নাঈমের অধিকারী হবে। কেন না আবু লাহাব যেহেতু কাফের তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত তদুপরি

যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিলাদের খুশিতে বান্দী আজাদ করার দরুণ তার উপর জাহান্নামের আজাব হ্রাস করা হয়েছে।

তথাকথিত মুফতি তালিবউদ্দিনের মনগড়া কথায় পরিপূর্ণ তদীয় 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা' পুস্তকের ৬ পৃষ্ঠায় 'নবীর জন্মের শোকরিয়া ঈদ না রোজা' শিরোনামে বক্তব্যে লিখেন, ঈদ আর রোজা এ দুটি কাজের পদ্ধতি একটা আরেকটা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত।'

মজার ব্যাপার হচ্ছে, বিপরীত শব্দের হুবহু আরবি শব্দ হলো ضد (জিদ) আর اجتماع الضدين محال (ইজতেমাউ জিদ্দাইনে মহালুন) অর্থাৎ– দুই বিপরীতমুখী বস্তু একত্রিত হওয়া অসম্ভব। যেমন, আলোর বিপরীত অন্ধকার। ঈমানের বিপরীত কুফর। রাতের বিপরীত দিন। আগুনের বিপরীত পানি। আকাশের বিপরীত পাতাল, সুখের বিপরীত দুঃখ, জীবনের বিপরীত মৃত্যু, হালালের বিপরীত হারাম, ভাল এর বিপরীত মন্দ ইত্যাদি। এসব একটি অন্যটির সাথে একত্রিত হওয়া অসম্ভব।

আল্লাহ ও রাসূলের বিধান মোতাবেক বৎসরে দুটি ঈদ ওয়াজিব, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা। এ দু' ঈদে রোজা রাখা হারাম এবং ঈদুল আযহার পরের তিন দিন ঈদ না হওয়া সত্বেও রোজা রাখা হারাম। সর্বমোট বৎসরে ৫দিন রোজা রাখা হারাম।

অপর দিকে উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য সপ্তাহে প্রতি জুমুয়ার দিন হলো ঈদ ইহা সহীহ হাদিসশরীফ দ্বারা প্রমাণিত (ইবনে

মাজাহ ৭৮ পৃষ্ঠা)। এ হিসেবে বৎসরে ৫২ জুমুয়া ৫২ ঈদ। এই সাপ্তাহিক জুমুয়ার ঈদের দিনে রোজা রাখা হারাম নয়। উপরন্তু প্রতি বছর রমজানশরীফের মাসে কমপক্ষে ৪টি জুমুয়া আসে। এই ৪টি জুমায়াতে রোজা রাখা ফরয। যদি ঈদ এবং রোজা বিপরীত হত, তাহলে কস্মিনকালেও রমজানশরীফের জুমুয়াতে রোজা রাখা ফরয হত না এবং রমজানশরীফ ব্যতিত জুমুয়ার দিনসহ অন্যান্য নফল রোজা রাখা হারাম হত। এতে পরিস্কারভাবে বুঝা গেল রোজা এবং ঈদ সম্পূর্ণ বিপরীত নয়।

আজব মুফতি সাহেবের উক্তি ঈদ আর রোজা এ দুটি কাজের পদ্ধতি একটা আরেকটা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত' এটি তার একমাত্র মনগড়া মতবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে ঈদে মিলাদুন্নবী সারা বৎসরের মধ্যে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঈদ বা খুশি। যেহেতু আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মাসে দুনিয়াতে আগমন করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালার নিজেই এরশাদ করেছেন– قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا (আল্লাহর ফজল ও রহমত অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রাপ্তিতে উম্মতে মুহাম্মাদীরা যেন আনন্দ উৎসব করে।)

আজব মুফতি তালিব উদ্দিন সাহেব তার বক্তব্যের সমর্থনে হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একখানা হাদিসের উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত দিনে রোজা রাখতেন এর মধ্যে অধিকাংশ শনি ও রবিবারে রোজা রাখতেন আর বলতেন–

انهما يوما عيد للمشركين فانا احب اخالفهم– رواه احمد

অর্থাৎ 'এ দুটি দিন হচ্ছে মুশরিকদের ঈদের দিন। তাই আমি এ দু'দিন রোজা রাখার মাধ্যমে তাদের ব্যতিক্রম করা পছন্দ করি।'

উক্ত হাদিসে একথা প্রমাণিত হয় না যে, রোজা রাখা ঈদের সম্পূর্ণ বিপরীত। রোজা রাখার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথা ইহুদী ও নাসারাদের ঈদের কার্যক্রমের বিরোধীতা করেছেন। কারণ তাদের ঈদ হলেঅ সম্মিলিতভাবে শিরক কুফুরিমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মুখালিফাত বা বিরোধীতা করেছেন আল্লাহর হাবীব মুসলমানদের ঈদের বিপরীত রোজা এ কথা প্রমাণ করার জন্য নয়।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মদ বিন আব্দুল বাকী জারকানী মালেকী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'শরহে মাওয়াহিবে লাদুনিয়া নামক কিতাবের প্রথম খণ্ড ১৪০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন–

ان النبى صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلهم فقالوا هو يوم اغرق الله فيه فرعون ونجى موسى ونحن نصوم شكرا قال فيستفاد منه فعل الشكر على مامن به فى يوم معين وائ نعمه اعظم من بروزنبى الرحمة والشكر يحصل بانواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وبسقه الى ذلك الحافظ ابن رجب قال السيوطى وظظهر لى تخريجه على اصل أخرو

هو ماراه البيهقى عن انس انه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه ولاتعاد العقيقة مرة ثانية فتحمل على انه فعله شكرا فذلك يستحب لنا ازهار الشكر بمولدة بالاجتماع واطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات–

অর্থাৎ 'নিশ্চয় যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদিনাশরীফ তাশরিফ নিলেন এবং সেখানকার ইহুদীগণকে আশুরার দিন রোজা রাখতে দেখলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন, ইহুদীরা উত্তরে বলল, আমাদের নবী হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহপাক এই দিনে ফেরাউনের কবল থেকে নাজাত দিয়ে ছিলেন। সুতরাং আমরা আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া পালনার্থে এই দিনে রোজা পালন করি। মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–**انا احق بموسى فصام وامر بصومه** (তোমরা যদি মুসা আলাইহিস সালামকে নাজাত প্রদান উপলক্ষে রোখা রাখ তবে আমি তার সাথে বেশি ঘনিষ্ট, কেন না তিনিও নবী এবং আমিও নবী। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার রোজা রাখা শুরু করলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও ঐ তারিখে রোজা রাখতে হুকুম দিলেন।

অতএব এই হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, যদি বিশেষ কোন তারিখে বিশেষ কোন নিয়ামত লাভ করা যায় এবং এই বিশেষ বৎসরে ঘুরে এলে সারা জীবন এই নিয়ামতের শোকরিয়া আদায় করা মুস্তাহাব।

আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দিবসে ইহ জগতে তাশরিফ আনয়ন করেছেন, এ থেকে আর বড় কোন নিয়ামত হতে পারে? সুতরাং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বেলাদত বা জন্মকে উপলক্ষ্য করে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করার জন্য বিবিধ প্রকারের এবাদত বন্দেগী রয়েছে, যেমন– সিজদা, রোজা, সদকা, তেলাওয়াতে কালামেপাক ইত্যাদি যা হাফিজ ইবনে রজব ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছেন।

হাফিজুল হাদিস ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন আমার নিকট এ বিষয়টি অতি পরিস্কার রযে শোকরিয়া আদায় করার ব্যাপারে অন্য দলিল প্রমাণও রয়েছে, যা ইমাম বায়হাকী রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের আকিকা নিজেই সম্পন্ন করেছেন। অথচ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আকিকা পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছিল। আর একবার আকিকা হলে পূণারায় আকিকা করার বিধান নাই। তখন এর অর্থ হবে আল্লাহর হাবীব নিজেই তার জন্মের শোকরিয়া আদায় করা জন্য পূণরায় আকিকা করেছেন। এ রকম সম্মিলিতভাবে খানাপিনার আয়োজন ইত্যাদির মাধ্যমে মিলাদশরীফের দ্বারা আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করা আমাদের জন্য মুস্তাহাব।'

নবম শতকের মুজাদ্দিদ হাফিজুল হাদিস ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ুতী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা জারকানী রাদিয়াল্লাহু এর উপরোক্ত দলিলভিত্তিক বক্তব্যের মূল কথা হল ঈদে মিলাদুন্নবীর দিনে শুধুমাত্র রোজা রাখাই

নির্দিষ্ট নয় বরং এ দিনে শরিয়তসম্মত আনন্দ প্রকাশের মাধ্যমে খাওয়া-দাওয়া, দরূদশরীফ পাঠ করা, কাঙ্গালীভোজের আয়োজনসহ যাবতীয় সকল সওয়াবের কাজ করার ব্যাপারে মুফাসসিরীন ও মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত রয়েছে এমনকি বর্তমানে ঈদে মিলাদুন্নবীর দিনে যে জুলুস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাও সম্পূর্ণ শরিয়তসম্মত। অথচ আজব মুফতি তালিব উদ্দিন সে মনগড়া বক্তব্য দিয়ে কেবল ঈদে মিলাদুন্নবী তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমনের খুশির বিরোধীতাই তার মূল লক্ষ্য। আর এটা করা তার জন্য স্বাভাবিক কেন না তাদের পূর্ব সূরীদের আল্লাহ ও রাসূল সম্পর্কিত ভ্রান্ত আকিদা পর্যালোচনা করলেই এটি অত্যন্ত পরিস্কার হয়ে যাবে। নিম্নে তালিব উদ্দিন ও ওলীপুরী উভয়ের পূর্বসূরীদের আল্লাহ ও রাসূল সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জঘন্য আকিদা তুলে ধরা হলো–

ভ্রান্ত আকিদা (এক) : রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী বলেন 'আল্লাহ মিথ্যা কথা বলতে পারেন।' (ফতোয়ায়ে রশিদীয়া)

ভ্রান্ত আকিদা (দুই) : আশরাফ আলী থানবী বলেন, রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খোদা প্রদত্ত যে ইলমে গায়েব আছে, এরূপ গায়েব জায়েদ, আমর, এমনকি প্রত্যেক চতুষ্পদ জন্তুও জানে। নাউজুবিল্লাহ (হিফজুল ঈমান)

ভ্রান্ত আকিদা (তিন) : খলিল আহমদ আম্বেটবী বলেন, রাসূলে ইলিমের চাইতে শয়তানের ইলিম বেশি। নাউজুবিল্লাহ (বারাহিনে কাতেয়া)

এছাড়া আরো বহু বিদআতী ও চরম গোমরাহীপূর্ণ আকিদা তাদের কিতাবাদীর মধ্যে লিখা রয়েছে, ইতোপূর্বে আমরা তাদের লিখিত কিতাবের এবারতসহ, এমনকি পৃষ্ঠাসহ উল্লেখ করেছি। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এখানে সংক্ষিপ্ত করা গেল।

ইলমে গায়েব প্রসঙ্গ

মুফতি তালিব উদ্দিন তদীয় 'ইয়ানবী সালাম আলাইকা' নামক পুস্তকের ১৪ পৃষ্ঠায় 'শরহে আকাইদ' এর শরাহ 'নিবরাস' নামক কিতাব থেকে ইলমে গায়েব প্রসঙ্গে একখানা এবারত উল্লেখ করে এ এবারতের সংযুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ **ولاكفر فى دعواه** (এ গায়েবের দাবিদারকে কাফের বলা যাবে না) গোপন করে সুন্নি মুসলমানগণকে কাফের বলে ফত্ওয়া প্রদান করার দুঃসাহস করেছে।

উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে নিবরাস কিতাবের ৫৭৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত পূর্ণাঙ্গ মূল এবারত সঠিক অর্থসহ আমরা তুলে ধরছি–

والتحقيق ان الغيب ما غاب عن الحواس والعلم الضرورى والعلم الاستد لالى وقد نطق القرأن بنفى علمه عمن سواه تعالى فمن ادعى انه يعلمه كفر ومن صدق المدعى كفر واما ماعلم بحاسة اوضرورة اودليل فليس بغيب ولاكفر فى دعواه–

অর্থাৎ 'গাওয়ব এর তত্বপূর্ণ সংজ্ঞা হলো– যা কিছু পঞ্চইন্দ্রিয় শক্তি, স্বভাবগত মেধাশক্তি এবং দলিল প্রমাণের দ্বারা জানা

যায় না তাই হলো গায়েব। আর পবিত্র কোরআন মজিদে এ কথা পরিস্কার ভাষায় ঘোষণা রয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নিজে নিজে গায়েব জানে না। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজে নিজে গায়েব জানার দাবি করবে সে তো কাফের হবেই এবং যারা তাকে বিশ্বাস করবে তারাও কাফের হবে। আর যা কিছু ইন্দ্রিয়শক্তি স্বভাবগত মেধাশক্তি অথবা দলিল প্রমাণের দ্বারা জানা যায় শুধুমাত্র সাহেবে নিবরাসের মতে সেগুলি গায়েব বটে কিন্তু এ গায়েবের দাবিদারকে কাফের বলা যাবে না।'

মুফতি তালিব উদ্দিন 'নিবরাস' গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ এবারত ولاكفر فى دعواه (দলিলের মাধ্যমে গায়েবের দাবিদারকে কাফের বলা যাবে না) এ তত্ত্বকে গোপন করে তাঁর এবারতের বিকৃত অর্থ করে গায়েবের ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিদআতী ওলীপুরীর দোসর মুফতি তালিবউদ্দিন তার উক্ত পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিপন্থী আকিদাকে সুন্নি আকিদা বলে দাবি করে ভুলতত্ব মুসলিমসমাজের সাতনে তুলে ধরেছেন। এতে তিনি নিজে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হয়েছেন এবং সুন্নি মুসলমানগণকে পথভ্রষ্ট করার পায়তারা চালাচ্ছে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা হলো আল্লাহপাক নবীগণ আলাইহিমুস সালাম অনেক গায়েবের সংবাদ প্রদান করেছেন। যেহেতু নবী শব্দের অর্থই হলো গায়েবের সংবাদদাতা।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা আব্দুলগণি নাবিলিসি হানাফী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'আল হাদিকাতুন নাদিয়া' নামক কিতাবের ১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

النبوة بالهمز ماخوذة من النباء وهو الخبر وقد لاتهمز تسهيلا اى ان الله تعالى اطلعه على غيبه واعلمه انه نبيه فيكون نبيا منبيا اويكون مخبرا عما بعثه الله تعالى به–

অর্থাৎ 'নবুয়ত শব্দটি নাবাউন (হামাজর সহিত) থেকে উদ্ভুত, তার অর্থ হচ্ছে গায়েবের সংবাদ। কোন কোন সময় সহজের জন্য হামজা বাদ দেওয়া হয়ে থাকে অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাকে গায়েব সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এবং গায়েব জানিয়ে দিয়েছেন যে, নিশ্চয় তিনি তাঁর নবী। অতএব নবী হচ্ছেন (গায়েবের) সংবাদদাতা।

অনুরূপ আল্লামা কাজী আয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু 'শিফাশরীফ' ১ম খণ্ড ২৫০ পৃষ্ঠায় উল্লেখকরেন–

والمعنى ان الله تعالى اطلعه على غيبه واعلمه انه نبيه فيكون نبى منباء اويكون مخبرا عما بعثه الله تعالى به–

অর্থাৎ 'আল্লাহ তায়ালা তাকে গায়েবের বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তিনি যেহেতু নবী এজন্য তাকে গায়েব জানিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ নবী শব্দের অর্থ গায়েবের খবর দেনে ওয়ালা।

এভাবে 'মিসবাহুল লোগাত' ৮৪৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে–

উর্দু,,,,,,,,১৫১

অর্থাৎ 'যিনি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এলহামের মাধ্যমে গায়েবের সংবাদ প্রদান করেন তিনি হচ্ছেন নবী।'

পাঠকগণের সুবিধার্থে নিম্নে গায়েবের সংজ্ঞা ও এর প্রকারভেদ এবং এর হুকুম সম্পর্কে আলোকপাত করছি। আল্লামা নাছির উদ্দিন আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন মোহাম্মদ শিরাজী শাফেয়ী বায়জাভী রাদিয়াল্লাহু আনহু (ওফাত ৬৯১ হিজরি) তদীয় 'তাফসিরে বায়জাভী' নামক কিতাবের ১ম খণ্ড ৩৮ পৃষ্ঠায় يؤمنون بالغيب (ইউমিনুনা বিল গায়েব) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন–

المراد به الخفى الذى لايدركه الحس ولا تقتضيه بديهة العقل– وهو قسمان: قسم لادليل عليه وهو المعنى بقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لايعلمها الاهو– وقسم نصب موقع عليه دليل– كالصانع وصفاته واليوم الاخر واحواله وهو المرادبه فى هذه الاية–

অর্থাৎ 'গায়েব দ্বারা মুরাদ হচ্ছে ঐ সকল অদৃশ্য বস্তু যাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা ও ত্বক ইত্যাদি অনুভব শক্তি দ্বারা অর্জন করা যায় না এবং সাধারণ জ্ঞান দ্বারা যাকে সহজে বুঝা যায় না। উহা দুই প্রকার। এক প্রকার গায়েব হল যার কোন দলিল প্রমাণ নেই। সে অর্থে আল্লাহর বাণী– وعنده مفاتح الغيب لايعلمها الاهو অর্থাৎ আল্লাহর নিকটই রয়েছে গায়েবের চাবিসমূহ তিনি ব্যতীত উহা কেহ জানে না। অন্য প্রকারের গায়েব হল, যার অবগতির জন্য দলিল প্রমাণ রয়েছে যেমন আল্লাহর জাত বা সত্বা ও তাঁর

গুণাবলী, পরকাল ও তার অবস্থা يؤمنون بالغيب দ্বারা এ প্রকারের গায়েবকে মুরাদ নেওয়া হয়েছে।

অনুরূপ আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় তাফসিরে কবীর নামক কিতাবে يؤمنون بالغيب এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন–

وهو قول جمهور المفسرين ان الغيب هو الذى يكون غائبا عن الحاسة ثم هذا الغيب ينقسم الى ما عليه دليل والى ما ليس عليه دليل–

অর্থাৎ 'জমহুর তাফসিরকারকদের মতে গায়েব হল এমন একটি বিষয় যা পঞ্চইন্দ্রিয় থেকে গোপন থেকে যায়। অতঃপর গায়েবকে দুভাগে ভাগ করা যায়। এক প্রকারের গায়েব হল সেসব অদৃশ্য বস্তু যেগুলো সম্পর্কে দলিল দ্বারা অবগতি লাভ করা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের গায়েব হল সে সকল অদৃশ্য বিষয়াদি, যে গুলোর অবগতির জন্য কোনরূপ দলিল প্রমাণ নেই।'

আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী রাদিয়াল্লাহু আনহু (ওফাত ১১৩৭ হিজরি) তদীয় 'তাফসিরে রুহুল বয়ান' নামক কিতাবে يؤمنون بالغيب এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রয়েছে–

وهو ماغاب عن الحس والعقل غيبة كاملة بحيث لايدرك بواحد منها ابتداء بطريق البداهة وهو قسمان قسم لادليل عليه وهو الذى اريد بقوله سبحانه (وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو) وقسم نصب عليه دليل كالصانع وصفاته وهو المراد–

অর্থাৎ 'গায়েব হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা পঞ্চইন্দ্রিয় এবং আকল বা জ্ঞানানুভূতি থেকে সম্পূর্ণরূপে এমনভাবে গোপন থাকে যে কোন উপায়েই তরান্বিতভাবে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায় না। গায়েব দুই প্রকার– এক প্রকারের গায়েব হল যার সম্পর্কে কোন প্রমাণ নেই। কালামে পাকের আয়াতে কারীমা عنده مفاتيح الغيب আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে গায়েবের চাবিসমূহ) এ ধরনের গায়েবের কথাই বলা হয়েছে। অন্য প্রকারের গায়েব হল, যার অবগতির জন্য দলিল প্রমাণ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর গুণাবলী يؤمنون بالغيب (মোমিনগণ গায়েবের উপর ঈমান রাখে) এগুলোর কথাই বলা হয়েছে।'

তাফসিরে বায়জাভী, তাফসিরে কবির ও তাফসিরে রুহুল বয়অনের উপরিলিখিত বর্ণনা অনুসারে يؤمنون بالغيب (মু'মিনগণ গায়েবের প্রতি ঈমান রাখে) এ আয়াতে কারীমার তাফসিরের সারতত্ব হলো–

গায়েব দুই প্রকার

প্রথম প্রকার গযেব হলো, যার কোন দলিল প্রমাণ নেই। আর দ্বিতীয় প্রকারের গায়েব হলো, যার দলিল প্রমাণ রয়েছে। উল্লেখিত দু'প্রকারের গায়েবের প্রথম প্রকার (যার কোন দলিল প্রমাণ নেই) তা আল্লাহর জন্য খাস, তবে এ প্রকারের গায়েব আল্লাহ তায়ালা তার হাবীবকে জানিয়ে দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় প্রকারের গায়েবের অবগতির জন্য দলিল প্রমাণাদি রয়েছে। এ প্রকার গায়েব মু'মিনগণ ও জানে।

সাহেবে নিবরাস প্রদত্ত গায়েবের সংজ্ঞায়, দ্বিতীয় প্রকারের গায়েব (যে সব গায়েবের দলিল প্রমাণাদি রয়েছে এ ধরণের গায়েবকে) গায়েবের অন্তর্ভুক্ত না করলেও যারা ইহাকে গায়েব বলে দাবি করে, তাদেরকে কাফির বলা যাবে না, এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

মুদ্দাকথা হচ্ছে, পঞ্চইন্দ্রিয় ও সাধারণ জ্ঞান বহির্ভূত বিষয়ই হচ্ছে গায়েব। গায়েব দু'প্রকার যথা– দলিলবিহীন গায়েব, আর দলিলভিত্তিক গায়েব। অর্থাৎ যে সব গায়েব কোরআন সুন্নাহর দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে, প্রকাশ হওয়ার পরেও ইহা গায়েব, এ গায়েব মু'মিনগণ জানে। অপরদিকে যে গায়েব কোরআন সুন্নাহর দ্বারা প্রকাশিত হয় নাই, আল্লাহ তায়ালা তার হাবীবকে এ প্রকারের অনেক গায়েব জানিয়ে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কালামে পাকে এরশাদ করেন–

علم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول

তরজমা: তিনি (আল্লাহ) অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বা আলিমূল গায়েব। উপরন্তু তিনি তাঁর অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। (পারা-২, সূরা জিন আয়াত নং ২৬-২৭)

উপরোক্ত আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় 'তাফসিরে খাজেন' নামক কিতাবের জুজ ৭ম পৃষ্ঠা ১৩৬ এর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে–

(عالم الغيب) اى هو عالم ما غاب عن العباد (فلا يظهر) اى فلا يطلع (على غيبه) اى الغيب الذى يعلمه وانفردبه (احدا) اى من الناس ثم استعثنى فقال تعالى (الا من ارتضى من رسول) يعنى الا

من يصطفيه رسالته ونبوته فيظهره على مايشاء من الغيب حتى يستدل على نبوته بمايخبربه من المغيبات فيكون ذلك معجزة له–

অর্থাৎ 'আল্লাহ আলিমূল গায়েব অর্থাৎ বান্দা যা জানে না, আল্লাহ তা জানেন। অতএব তাঁর নিজস্ব খাস গায়েব কাউকে জানিয়ে দেন না, শুধুমাত্র যাদেরকে নবুয়তও রিসালাত দ্বারা সম্মানিত করেছেন, তাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা করেন, তাঁর নিকট এ গায়েব ব্যক্ত করেন, যাতে তাঁর গায়েবের বিষয়াদির সংবাদ প্রদান তাঁর নবুয়তের দলিলস্বরূপ সর্বসাধারণের নিকট গৃহীত হয়। সুতরাং গায়েবের খবর দেওয়াই নবীর মুজিজা।'

আল্লামা ইসমাইল হাক্কী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় তাফসিরে রুহুল বয়ান নামক কিতাবের ১০ম খণ্ড ২০১ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন–

قال ابن الشيخ انه تعالى لايطلع على الغيب الذى يختص به علمه الا المرتضى الذى يكون رسولا ومالايختص به يطلع عليه غير الرسول اما بتوسط الانبياء اوبنصب الدلائل–

অর্থাৎ 'ইবনে শায়েখ বলেছেন– নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা তার নিজস্ব খাস গায়েব কাউকে জানিয়ে দেন না শুধুমাত্র যাকে রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন তাকে ছাড়া অর্থাৎ রাসূলকে তাঁর খাস গায়েব জানিয়ে দিয়েছেন এবং যে গায়েব তাঁর জন্য খাস নয়, তা রাসূল ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিদেরকেও জানিয়ে দিয়েছেন। হয়তো নবীগণের তাওয়াচ্ছুত বা মারফতে অথবা দলিলের মাধ্যমে।'

আল্লামা আরিফ বিল্লাহ শেখ আহমদ সাভী মালেকী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'তাফসিরে সাভী' নামক কিতাবের

৪র্থ খণ্ড ২৫৮ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন–

(قوله فلا يظهر على غيبه احدا) اى اظهارا تاما كاملا يستحيل تخلفه فليس فى الاية مايدل على نفى كرامات الاولياء المتعلقة بالكشف ولكن اطلاع الانبياء على الغيب قوى من اطلع الاولياء لان الاطلاع الانبياء يكون بالوحى وهو معصوم من كل نقص بخلاف اطلاع الاولياء فعصمة الانبياء واجبة وعصمة الاولياء جائزة (قوله الا من ارتضى) اى الا رسولا ارتضاه لاظهاره على بعض غيوبه فانه يظهره على مايشاء من غيبه–

অর্থাৎ 'আল্লাহ তাঁর নিজস্ব গায়েবকে পরিপূর্ণভাবে কারও কাছে প্রকাশ করেন না। সুতরাং ওলিগণের কেরামতসমূহ যা কশফের সাথে সংশ্লিষ্ট এ আয়াত দ্বারা নিষেধ প্রমাণিত হয় না। নবীগণকে যে সব গায়েব জানানো হয়েছে তা ওলিগণের জ্ঞাত গায়েব হতে অধিক শক্তিশালী। কেন না নবীগণের গায়েবের জ্ঞান ওহির মাধ্যমে দান করা হয়েছে। যেহেতু তারা সকল প্রকার ত্রুটি থেকে মা'সুম বা নিষ্পাপ।

কিন্তু ওলিগণের জ্ঞাত জ্ঞান এর ব্যতিক্রম। সুতরাং নবীগণ যে নিষ্পাপ তা মেনে নেওয়া ওয়াজিব। আর ওলিগণ গোনাহ থেকে মুক্ত থাকা জায়েজ। আল্লাহর বাণী– **الا من ارتضى من رسول** অর্থাৎ আল্লাহ তার মনোনীত রাসূলের নিকট তার গায়েবসমূহ হতে অনেক গায়েব প্রকাশ করে থাকেন। কেন না তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে গায়েবের জ্ঞান প্রদান করে থাকেন।'

শাহ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দিসে দেহলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'তাফসিরে আজিজী' নামক কিতাবের (২৯ পারা ২১৪ পৃষ্ঠা) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন–

وآنچ نسبت ب م مخلوقات غائب است غیب مطلق است مثل وقت آمدن قیامت واحکام کونک وشرعی بارے تعالے در ر روز ودر ر شریعت ومثل حقائق ذات وصفات اوتعالے علی سبیل التفصیل وای قسم راغیب راغیب خاص اوتعالے می نامند فلا یظهر علی غیبه احدا یعنی پس مطلق نمیکند برغیب خاص خود هیچکس را--- الا من ارتضی من رسول یعنی مگرکس ک یسند میکند وآن کس رسول میباشد خوا از جنس ملک باشد مثل حضرت جبرئیل وخوا ازجنس بشر مثل حضرت محمد وموسی وعیسی علی م الصلوات والتسلیمات ک اورا اظهار بربعضے ازغیوب خاص خود می فرمائد–

অর্থাৎ 'যে সব বিষয় সৃষ্টিকুলের অজ্ঞাত বা দৃষ্টি বহির্ভূত, উহা গায়েবে মতলাক নামে পরিচিত। যেমন– কিয়ামতের সঠিক সময়, প্রত্যেক শরিয়তের বিধিসমূহ সৃষ্টিকুলের দৈনন্দিন শৃঙ্খলা বিধানের রহস্যময় বিষয়সমূহ আল্লাহর জাত বা সত্বার সিফাত বা গুণাবলীর বিস্তারিত তথ্যাবলী এ ধরণের অদৃশ্য বিষয়কে আল্লাহর খাস গায়েব বলা হয়ে থাকে। তিনি তাঁর খাস গায়েব কারো কাছে প্রকাশ করে না, তবে তিনি রাসূলগণের মধ্যে যাকে পছন্দ করেন, তিনি ফিরিশতার রাসূল হোন যেমন জিব্রাইল আলাইহিস সালাম বা

মানবজাতির রাসূল হোন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে অবহিত করেছেন, তাদের কাছে তাঁর খাস গায়েবের কিয়দাংশ প্রকাশ করেছেন।'

উপরোক্ত বক্তব্য তথা গায়েবের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ সম্পর্কিত আলোচনা শেষে একটা বিষয়ই সুস্পষ্ট যে, আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের প্রখ্যাত মুফাসসিরীন ও মুহাদ্দিসীনে কেরামগন অভিমত দিয়েছেন যে, গায়েব দু'প্রকার এক প্রকার গায়েবের দলিল আছে, অপর প্রকার গায়েবের দলিল নেই।

তথাকথিত মুফতি তালিবউদ্দিন গায়েবের সংজ্ঞা না বুঝে, মুফাসসিরীনে কেরাম ও মুহাদ্দিসীনে এজাম এর ব্যাখ্যায় বিপরীতে অবস্থান নিয়ে গায়েবের অপব্যাখ্যা করে মুসলিমসমাজকে বিভ্রান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছেন। গায়েবের যথার্থ ব্যাখ্যা ও এ সম্পর্কিত আলোচনা আমরা ইতোপূর্বে সবিস্তার দলিলভিত্তিক করেছি। অত্যান্ত পরিতাপের বিষয় যে, অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্কর সেজে তথাকথিত বিদআত মুফতি রাসূল প্রেমের বিরুদ্ধে অপতৎপরতা চালানোই তার মূল লক্ষ্য।

এতদ্বষয়ে নুরুল ইসলাম ওলীপুরী তার 'ছুন্নী নামের অন্তরালে' পুস্তিকায় (তয় সংস্করণ) ৩৪ পৃষ্ঠায় 'তাফসিরে বায়জাভী' শরীফের উদ্ধিৃতি দিয়ে তিনি বায়জাভীর এবারতের অর্থকে বিকৃত করেছেন।

বায়জাভীশরীফের এবারত হলো–

وهو قسمان قسم لادليل عليه وقسم نصب موقع عليه دليل–

উপরোক্ত এবারতের যথার্থ অর্থ হলো– গায়েব দুপ্রকার প্রথম প্রকারের গায়েব হলো, যার কোন দলিল প্রমাণ নেই। আর দ্বিতীয় প্রকরের গায়েব হলো, যার দলিল প্রমাণ রয়েছে।

পক্ষান্তরে ওলীপুরী সাহেব এর অর্থকে বিকৃত করে লিখেছেন, এটা (গায়েব) দু'প্রকার। এক প্রকার হচ্ছে যা আল্লাহ কাউকে অবগত করেননি। আরেক প্রকার ওহীর মাধ্যমে অবগত করেছেন।

অতঃপর উক্ত পুস্তিকার ৩৪ পৃষ্ঠায় পূণরায় লিখেছেন– 'কিন্তু আরেক প্রকার অজ্ঞাত বিষয় আল্লাহ সমস্ত জগৎবাসী এমনকি নবী রাসূলগণের কাছ থেকেও অজ্ঞাতই রেখে দিয়েছেন। যেমন কেয়ামত হওয়া আর কতদিন বাকী?

পরিতাপের বিষয় যে, ওলীপুরী সাহেবের উপরোক্ত ব্যাখ্যা ও উদাহরণ মূর্খতার পরিচয়ই বহন করে। মনে হচ্ছে তিনি তাফসির ও হাদিসের কোন নির্ভরযোগ্য কিতাবের ধারে কাছেও যাননি। না হয় জেনে শুনে সত্যকে গোপন করে আল্লাহর হাবীবের খোদাপ্রদত্ত শান ও মানকে ক্ষুন্ন করার অপচেষ্টা করেছেন।

মূলকথা হলো আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে علوم خمسه উলুমে খামসাহ বা পঞ্চবিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন, যা মাফাতিহুল গায়েবের অন্তর্ভুক্ত। এ গুলো হচ্ছে– ১) কেয়ামত কখন হবে। ২) বৃষ্টি কখন বর্ষিত হবে। ৩) মায়ের গর্ভের সন্তান নেককার না বদকার। ৪) আগামীদিনে কে কি উপার্জন করবে। ৫) কে কোথায় মৃত্যুবরণ করবে।

এ সকল জ্ঞান আল্লাহপাক তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন। কিন্তু যারা হেদায়ত থেকে গোমরাহর দিকে চলে গেছে, তারাই অন্ধ, বধির হয়ে তার সমালোচনা করছে। উলুমে খামসা বা পঞ্চবিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবিবকে দান করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা মোল্লা জিউন রাদিয়াল্লাহু আনহু তাফসিরাতে আহমদীয়া নামক কিতাবের ৩৩৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

ولك ان تقول ان علم هذه الخمسة وان كان لايملكه الا الله لكن يجوز ان يعلمها من يشاء من محبه واوليائه بقرينة قوله تعالى ان الله عليم خبير على ان يكون الخبير بمعنى المخبر فان قلت فما فائدة ذكر الخمسة لان جميع المغيبات كذلك قلت فايدته ان هذه الخمسة معظم الغيوبات لانها مفاتحها فانه اذا وقف مثلا على ما فى غد وقف على بموت زيد وتولد عمر وفتح بحر ومقهورية خالد وقدوم بشر وغير ذلك مما فى الغد وهكذا القياس ويؤيد لهذا التوجيه ما ذكر فى البيضاوى فى قوله تعالى فى سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول حيث قال فلا يطلع على الغيب المخصوص به علمه الامن ارتضى يعلم بعضه حتى يكون له معجزة–

অর্থাৎ 'আপনি একথাও বলতে পারেন যে, এ পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানেন না কিন্তু ইহাও সঙ্গত যে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মাহবুব ও ওলিগণের মধ্যে

যাদেরকে ইচ্ছা এ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে অবহিত করে থাকেন। আয়াতে কারীমার মধ্যেই এ কথার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। আয়াতে কারীমায় এরশাদ হচ্ছে– ان الله عليم خبير (আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও খবরদাতা) এখানে خبير শব্দটি مخبير বা খবরদাতা অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, উলূমে খামছা বা পঞ্চজ্ঞান সীমিত করে উল্লেখের কি প্রয়োজন। কেন না সমস্ত গায়েবসমূহের ব্যাপারে একই অবস্থা তদুত্তরে আমি (মোল্লা জিউন রাদিয়াআল্লাহু আনহু) বলব এই উলুমে খামছা বা পঞ্চজ্ঞানকে সীমিত করে উল্লেখের মধ্যে ফায়দা হল সমস্ত গায়েবী ইলিমসমূহের মধ্যে এই পঞ্চজ্ঞান হচ্ছে অতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এগুলো হলো মাফাতিহুল গায়েব বা গায়েবের চাবিসমূহ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, আগামীকাল যায়েদের মৃত্যু কোথায় হবে কোথায় ওমর জন্ম নিবে, বকর কখন জয়লাভ করবে, খালেদ কখন পরাজয় হবে ও বশর কখন আগমন করবে ইত্যাদি।
এ ধরণের দৃষ্টান্তসমূহ দ্বারা বুঝে নিতে হবে, এ ব্যাখ্যার সমর্থন রয়েছে ইমাম বায়জাভী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর তাফসিরে বায়জাভীশরীফের সুরা জ্বিনের এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহর বাণী–

علم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الامن ارتضى من رسول–

অর্থাৎ আল্লাহ আলিমূল গায়েব বা সমূহ অসিম অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী তিনি তাঁর মনোনীতরাসূল ব্যতীত কারো কাছে তাঁর নিজস্ব গায়েব প্রকাশ করেন না। আল্লামা বায়জাভী রাদিাল্লাহু আনহু বলেন– আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজস্ব গায়েব

মনোনীত রাসূলগণ ছাড়া কাউকে জানিয়ে দেন না। ফলে আল্লাহর রাসূল আল্লাহর খাস গায়েবসমূহের কিয়দাংশ গায়েব জানেন আর এ জানাটা রাসূলের জন্য হলো মু'জেজা।'

ইমাম কাসতালানী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'এরশাদুস বারি শরহে বোখারী' নামক কিতাবের ৭ম খণ্ড ১৮৬ পৃষ্ঠা কিতাবুত তাফসির সূরা রাদে উল্লেখ করেন–

(ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب) ... اى خزائن الغيب (خمس لايعلمها الا الله) ذكر خمسا وان كان الغيب لايتهاهى لان العدد لاينفى الزائد اولانهم كانوا يعتقدون معرفتها (لايعلم ما فى غد الا الله ولايعلم ما تغيض الارحام) اى ماتنقصه (الا الله ولايعلم متى ياتى المطر احد الا الله) اى الا عند امر الله به فيعلم حينئذ كالسابق اذا امر تعالى به (ولاتدرى نفس بأى ارض تموت) اى فى بلدها ام فى غيرها كما لاتدرى فى أى وقت تموت (ولا يعلم متى تقوم الساعة) احد (الا الله) الا من ارتضى من رسول فانه يطلعه على ما يشاء من غيبه والولى التابع له يأخذعنه–

অর্থাৎ 'নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মাফাতিহুল গায়েব বা গায়েবের খাজানা পাঁচটি বিষয়, এ পঞ্চ গায়েবের বিষয়াদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ জানে না। এখানে খামসা বা পঞ্চ গায়েবের বিষয় এর আলোচনা করা হয়েছে। যদিও আল্লাহর গায়েবের কোন সীমা নেই, কেন না আদদ সংখ্যা বয়ান করলে অসীম গায়েবের নফী হয় না, অথবা পঞ্চ গায়েবের বিষয় এই জন্য বলা

হয়েছে যে, সাধারণ মানুষও এ পঞ্চ গায়েব জানে বলে আকিদা রাখত, এদের দাবির খণ্ডনে বলা হয়েছে।

এরশাদ হচ্ছে এ পঞ্চ গায়েব আল্লাহ ছাড়া কেহই জানে না। ১) আগামী কল্য কি হবে। ২)মায়ের গর্ভে বাচ্ছা নেককার না বদকার। ৩) বৃষ্টি কখন বর্ষিত হবে। ৪) কে কোথায় কখন মুত্যুবরণ করবে। ৫) কেয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে। এসব গায়েবের বিষয়াদি আল্লাহ ছাড়া আর কেহ জানে না কিন্তু আল্লাহর মনোনীত রাসূলগণ জানেন। কেন না আল্লাহ তাঁর মনোনীত রাসূলকে এ পঞ্চ গায়েবের বিষয়াদি জানিয়ে দিয়েছেন এবং সেই রাসূলের অনুসারি ওলীগণ রাসূল থেকে সেই গায়েবের জ্ঞান লাভ করে থাকেন।'

উল্লেখ্য যে, ওলীগণ একমাত্র আল্লাহর হাবীবের মাধ্যমে এ পঞ্চ গায়েবের বিষয়াদি জানতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে হানাফী মাযহাবের জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'মিরকাত শরহে মিশকাত' নামক কিতাবের ১ম খণ্ড ৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

وقال القرطبى من ادعى علم شئ منها غير مسند اليه عليه الصلوة والسلام كان كاذبا فى دعواه–

অর্থাৎ 'প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা কুরতুবী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে কেউ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যম ছাড়া এ পঞ্চ গায়েবের বিষয়াদির যে কোন বিষয়ের জ্ঞানের অধিকারী দাবি করে সে তার দাবিতে মিথ্যুাক।'

উপরন্তু মুফতি তালিবউদ্দিন তার লিখিত 'ইয়ানবী সালাম আলাইকা' পুস্তকের ১৪ পৃষ্ঠায় আল্লামা মূল্লা আলী ক্বারী

রাদিয়াল্লাহু আনহু লিখিত 'শরহে ফিকহে আকবর' নামক কিতাবর থেকে উপরের গুরুত্বপূর্ণ এবারত গোপন করে উল্লেখিত এবারতের বিকৃত অর্থ করে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোদাপ্রদত্ত গায়েব জানেন, এ আকিদা পোষণ করাকে কুফুরি আকিদা বলে বিভ্রান্তিমূলক প্রচারকার্য চালাচ্ছে।

'শরহে ফিকহে আকবর' নামক কিতাবের গায়েব সম্পর্কিত সম্পূর্ণ এবারত উল্লেখ করে এর সঠিক অর্থ নিম্নে প্রদত্ত হলো–

ثم اعلم ان الانبياء لم يعلموا المغيبات من الاشياء الا مااعلمهم الله تعالى احيانا وذكر الحنفية تصريحا بالتكفير باعتقادان النبى عليه الصلوة والسلام يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى قل لايعلم من فى السموات والارض الغيب لا الله–

অর্থাৎ 'অতঃপর জেনে রাখো আল্লাহপাকের অসীম গায়েবের জ্ঞান থেকে নবীগণ কোন কিছু জানতে পারেন না। তবে আল্লাহতায়ালা নবীগণকে যতটুকু গায়েবের জ্ঞান জানিয়ে দেন ততটুকু জানতে সক্ষম হন। হানাফী মাযহাবের আলেমগণ একথা পরিস্কার ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহতায়ালা জানিয়ে দেওয়া ব্যতিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে নিজে গায়েব জানেন এ আকিদা পোষণ করা কুফুরি। কারণ এ আকিদা কোরআনে করীমের সেই আয়াতের সরাসরি বিরোধী। যে আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন– হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আপনি বলে দিন যে, আসমান, জমিনের কোন বাসিন্দাই নিজে নিজে গায়েব জানে না একমাত্র আল্লাহ ব্যতিত।'

আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোদাপ্রদত্ত গায়েব সম্পর্কে যে অবহিত, তা মূল্লা আলী ক্বারী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'মিরকাত শরহে মিশকাত' নামক কিতাবের ৪২০ পৃষ্ঠা, ইলানুন নিকাহ অধ্যায়ে নিজেই উল্লেখ করেছেন–

لكراهية نسبت علم الغيب اليه لانه لايعلم الغيب الا الله وانما يعلم الرسول من الغيب ما اخبره–

অর্থাৎ 'তাঁর (আল্লাহর হাবীব) নিজের সত্বার প্রতি ইলমে গায়েবকে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত করাতেই তিনি তা নিষেধ করছিলেন। কেন না গায়েবের বিষয়াদি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কেহ জানে না।

নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সমস্ত গায়েবের বিষয়াদি জানেন যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবিকে অবহিত করেছে।'

অনুরূপ আল্লামা মূল্লা আলী ক্বারী রাদিয়াল্লাহু আনহু **فعلمت مافى السموات والارض** (আসমান-জমিনে যা কিছু আছে সবকিছুই জেনে নিয়েছি) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় তদীয় 'মিরকাত শরহে মিশকাত' নামক কিতাবের ১ম খণ্ড ৪৬৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

يعنى كما ان الله ارى ابراهيم عليه الصلوة والسلام ملكوت السموات والارض وكشف له ذلك فتح على ابواب الغيوب–

অর্থাৎ 'যেভাবে আল্লাহ তায়ালা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে সপ্ত আকাশ সপ্ত জমিনের সব কিছু দেখিয়েছেন এ সব কিছু কশ্‌ফ বা খুলে দিয়েছেন, তেমনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য গায়েবের দরজাসমূহ খুলে দিয়েছেন।

প্রকারান্তরে আল্লাহ তায়ালার ফরমান–

قل لا يعلم من فى السموات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون–

তরজমা: আপনি বলুন যারা আসমানসমূহ ও জমিনে রয়েছে, আল্লাহ ব্যতিত তারা কেউ গায়েব জানে না, এবং তারা জানে না যে কখন তারা পুনরুজ্জীবিত হবে। (২০ পারা, সূরা নমল, আয়াত নং- ৬৫)

শানে নুযুল : এ আয়াত মুশরিকদের প্রসঙ্গে নাজিল হয়েছে যারা রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। (তাফসিরে খাজাইনুল ইরফান)

তাফসির : এ আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় হাবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দ্যেশ্য করে বলেন– 'হে হাবীব! আপনি বলে দিন যরা আসমানসমূহ ও জমিনে রয়েছে, আল্লাহ ব্যতিত তারা কেউ নিজে নিজে গায়েব জানে না। অথবা আল্লাহর কুল গায়েব বা সমূহ গায়েব বিস্তারিতভাবে কেউ জানে না। তবে আল্লাহর প্রিয় নবীগণকে (আলাইহিমুস সালাম) যতটুকু ইচ্ছা গায়েব

জানিয়ে দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে জানানো ব্যতিত তা কেউ জানতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা আহমদ শিহাবউদ্দিন বিন হাজর হায়তামী মক্কী রাদিয়াল্লাহু আনহু (ওফাত ৯৭৪ হিজরি) তদীয় ফাতাওয়ায়ে হাদীসিয়া' নামক কিতাবের ৩১৩ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–

وما ذكرناه فى الاية صرح به النووى رحمه الله فى فتاويه فقال: معناها لايعلم ذلك استقلالا وعلم احاطة بكل المعلومات الا الله واما المعجزات والكرامات فباعلام الله لهم

অর্থাৎ 'আমরা এ আয়াত সম্পর্কে যা কিছু উল্লেখ করেছি তা ইমাম নববী রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় ফাতাওয়ার মধ্যে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তিনি (আল্লামা ইমাম নববী রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন এই আয়াতের অর্থ হল আল্লাহ ছাড়া কেউ নিজে নিজে গায়েব জানেন না এবং কুল মালুমাত বা পরিপূর্ণ গায়েবের জ্ঞানকে আল্লাহ ছাড়া কেউ আয়ত্ব করতে পারে না। আল্লাহ তা'য়ালা নবীগণকে কতেক ইলমে

গায়েব দান করেছেন, ইহা নবীগণের মুজেজা, এবং ওলিগণ নবীগণের মাধ্যমে কতেক গায়েব জানেন তা তাদের কেরামত।

আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'তাফসিরে মাজহারী' নামক কিতাবের ৭ম খণ্ড ১২৮ পৃষ্ঠায় আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন–

لكن الله يعلم ماغاب عنهم وغيره تعالى لايعلم الاباعلامه–

অর্থাৎ 'আসমানে ও জমিনে যারা রয়েছে তাদের থেকে যা গায়েব তা আল্লাহ এবং আল্লাহর জানিয়ে দেয়া ব্যতিরেকে কেউ গায়েব জানতে পারে না।

অনুরূপ আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'তাফসিরে মাজহারী' নামক কিতাবের ২য় খণ্ড ১১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন–

قوله تعالى لايعلم من فى السموت والارض الغيب الاالله يعنى لايعلم الغيب غيره تعالى الابتوفيق منه–

অর্থাৎ আল্লাহর বাণী আসমানসমূহ ও জমিনে যারা রয়েছে, আল্লাহ ব্যতীত তারা কেউ গায়েব জানে না অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কেউ নিজে নিজে গায়েব জানে না কিন্তু আল্লাহ তৌফিক দিলে বা জানিয়ে দিলে জানে।

আল্লামা ফখরুদ্দিন রাজী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাফসিরে কবীরে **ولايحيطون بشئ من علمه الابما شاء** এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–

انهم لايعلمون الغيب الاعند اطلاع الله بعض انبيائه على بعض الغيب كما قال (علم الغيب فلايظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول)

অর্থাৎ 'আল্লাহ জানিয়ে দেয়া ব্যতীত কেউ গায়েব জানে না। আল্লাহ তার কোন কোন নবীকে (আলাইহিমুস সালাম) কতেক ইলমে গায়েব দান করেছেন। যেমন আল্লাহ এরশাদ করেছেন তিনি আলিমূল গায়েব। সুতরাং তিনি তার খাস গায়েব মনোনীত রাসূল ব্যতীত আর কারো নিকট প্রকাশ করেন না।

ইমাম আল্লামা আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মাহমুদ নাসাফী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'তাফসিরে মাদারিক' নামক কিতাবের ২য় খণ্ড জুজে ছালিস ২১৯ পৃষ্ঠায় **قل لا يعلم من فى السموات والارض الغيب الا الله** আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন–

والغيب مالم يقم عليه دليل ولااطلع عليه مخلوق

অর্থাৎ ' গায়েব হল উহাই যার কোন দলিল প্রমাণ নেই। এবং যা সৃষ্টিকুলের কাউকে অবহিত করা হয়নি।'

ইমাম নাসাফী রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক গায়েবের এই সংজ্ঞা প্রদান এর মর্মার্থ হলো আল্লাহপাক অসীম গায়েবের অধিকারী, আল্লাহ কুল বা সমস্ত গায়েব কাউকে জানিয়ে দেন নাই। কেন না অপর আয়াতে আল্লাহপাক নিজেই এরশাদ করেছেন, তাঁর খাস গায়েবের ভাণ্ডার থেকে অনেক গায়েব তাঁর মনোনীত রাসূলকে অবহিত করেছেন। যা ইমাম নাসাফী রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই স্বীকার করেছেন। তিনি সূরায়ে

জ্বিনের ২৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তদীয় 'তাফসিরে মাদারিক' নামক কিতাবের ২য় জিল্‌দ জুজে রাবে ৩০২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

(علم الغيب) هو خبر مبتدأ اى هو عالم الغيب (فلا يظهر) فلا يطلع (على غيبه احدا) من خلقه (الا من ارتضى من رسول) الا رسولا قدارتضاه لعلم بعض الغيب ليكون اخباره عن الغيب معجزة له فانه يطلعه على غيبه ماشاء–

অর্থাৎ 'আল্লাহ আলিমূল গায়েব। তিনি তাঁর খাস গায়েব সৃষ্টিকুলের কাউকে অবহিত করেননি। কিন্তু তাঁর মনোনীত রাসূলকে কতেক গায়েবের জ্ঞান দান করে থাকেন যেন গায়েবের সংবাদ হয় রাসূলের জন্য মোজেজা। কেন না আল্লাহর যতটুকু ইচ্ছা তাকে (রাসূলকে) তাঁর খাস গায়েবের ইলিম প্রদান করে থাকেন।'

ইমাম নাসাফী রাদিয়াল্লাহু আনহু **وعلمنه من لدنا علما** সূরা কাহাফের ৬৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আরো উল্লেখ করেছেন–

يعنى الاخبار بالغيوب وقيل العلم اللدنى ماحصل للعبد بطريق الالهام–

অর্থাৎ 'হযরত খিজির আলাইহিস সালামকে গায়েব সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। কেউ বলেছেন ইলমে লাদুনী। উহা এমন এক বিশেষ জ্ঞান যা বান্দা ইলহামের মাধ্যমে অর্জন করে থাকেন।

সুতরাং ইমাম নাসাফী রাদিয়াল্লাহু আনহু এ তিনটি এবারতের দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, তিনি আলোচ্য আয়াতে গায়েব

দ্বারা যে মুরাদ নিয়েছেন তা কেবলমাত্র আল্লাহর অসীম গায়েব, যাকে বলা হয় আলেমূল গায়েব। আর আলেমূল গায়েব একমাত্র আল্লাহর গুণ।

ইমাম নাসাফী রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক গায়েবের এই ব্যাখ্যা দ্বারা আরো একটি বিষয় প্রমাণিত হল যে, আল্লাহর জ্ঞাত কুল গায়েব তার রাসূলকে জানানো হয় নাই বরং কতেক বা বা'জ গায়েব সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। আল্লাহপাক তাঁর হাবীব আমাদের আক্ব ও মাওলা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও কতেক বা বা'জ গায়েব জানিয়ে দিয়েছেন। কারণ আল্লাহ তা'য়ালার সকল জ্ঞান পরিপূর্ণ ও বিস্তারিতভাবে কোন সৃষ্টির পক্ষে পরিবেষ্টন করার দাবি শরিয়ত ও যুক্তি উভয় দৃষ্টিতেই অসম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন হল কতেক বা বা'জ গায়েব বলতে কি বুঝায়? কতেক বা বা'জ গায়েবের পরিমাণ ও পরিধি কত?

এ প্রসঙ্গে মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন– রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহপাক ماكان ومايكون (মা কানা ওয়ামা ইয়াকুনু) যা কিছু হয়েছে এবং যা কিছু হবে এ ইলিম বা জ্ঞান দান করেছেন। ইহাকেই মুফাসসিরীনে কেরাম বা'জ ইলমে গায়েব বা ইলমে গায়েবের কিয়দংশের কথা বলেছেন। এ কিয়দংশ কথাটি দ্বারা আল্লাহর অসীম জ্ঞানের তুলনায় নবীর গায়েবের জ্ঞানকে কিঞ্চিত পরিমাণ বলা হয়েছে। কেন না সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকে যা কিছু ঘটছে ও যা যা ঘটবে এর সম্পূর্ণ জ্ঞান ও আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় আংশিক বা যৎসামান্য বটে।

এ প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ 'মুয়ালেমুত তানজিল' নামক তাফসির গ্রন্থের ৪র্থ জিলদের ১১৬ পৃষ্ঠায় **خلق الانسان علمه البيان** আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ রয়েছে–

قال ابن كيسان: خلق الانسان يعنى محمد صلى الله عليه وسلم علمه البيان يعنى بيان ماكان ومايكون لانه كان يبين عن الاولين والاخرين وعن يوم الدين–

অর্থাৎ 'ইবনে কায়ছান বলেন আল্লাহ তা'য়ালা **الانسان** (আলইনসান) অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে **البيان** (আলবায়ান) তথা **ماكان ومايكون** (মা কানা ওয়ামা ইয়াকুনু) যা হয়েছে এবং যা হবে সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা শিক্ষা দিয়েছেন। কেন না তাঁকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের এবং কিয়ামতের দিন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।'

অনুরূপ 'তাফসিরে খাজিন' নামক কিতাবের (৭ম জুজ) এর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় রয়েছে–

وقيل اراد بالانسان محمدا صلى الله عليه وسلم علمه البيان يعنى بيان ماكان ومايكون لانه صلى الله عليه وسلم ينبى عن خبر الاولين والاخرين وعن يوم الدين–

অর্থাৎ ' বলা হয়েছে যে (অত্র আয়াতে কারীমা) **الانسان** ইনসান দ্বারা মুরাদ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং **البيان** দ্বারা **ماكان ومايكون** (মা কানা ওমা ইয়াকুনু) তথা যা হয়েছে এবং হবে সব বিষয়ের বয়ান বা

বর্ণনা আল্লাহ তা'য়ালা তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। এ কারণে আল্লাহর হাবীব পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এবং কিয়ামতের দিন সম্পর্কে অবগত হয়েছেন।

আল্লামা ইসমাইল হাক্কী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'তাফসিরে রুহুল বয়ান' নামক কিতাবের ১০ম খণ্ড ১০৪ পৃষ্ঠায় সূরা নূন এর ২নং আয়াত **ما انت بنعمة ربك بمجنون** আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন–

بمستور عما كان من الازل وما سيكون الى الابد لان الجن هو الستر وما سمى الجن جنا الا لاستتاره من الانس بل انت عالم بماكان خبير بماسيكون–

অর্থাৎ 'আপনার দৃষ্টি থেকে সে সমস্ত বিষয় লুকায়িত নয়, যা সৃষ্টির আদিকালে ছিল ও যা কিছু অনন্তকাল পর্যন্ত হতে থাকবে। কেন না (জুন্না) শব্দের অর্থ হল লুকায়িত থাকা। সুতরাং যা কিছু হয়েছে সে সব কিছু সম্পর্কে তো আপনি জানেনই যা কিছু অনাগত ভবিষ্যতে হতে থাকবে সে ব্যাপারেও আপনি অবগত আছেন।'

উপরিলিখিত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হল **علم ماكان ومايكون** (ইলমু মা কানা ওমা ইয়াকুনু) তথা যা কিছু হয়েছে এবং যা কিছু হবে এর সমূহ জ্ঞান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন।

আল্লামা কাসতালানী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'মাওয়াহিবে লাদুনিয়া' নামক কিতাবের ২য় খণ্ড ১৯২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

لاشك ان الله تعالى قد اطلعه على ازيد من ذلك والقى عليه علم الاولين والاخرين–

অথার্ৎ: 'এতে কোন সন্দেহ নেই যে আল্লাহ তা'য়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এর থেকেও বেশি বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তার কাছে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমুদয় জ্ঞান অর্পণ করেছেন।'

অনুরূপ শেখআব্দুল হক মোহাদ্দিসে দেহলভী তদীয় 'আশআতুল লোমআত' শরহে মিশকাত নামক কিতাবের ১ম খণ্ড ৩৩৩ পৃষ্ঠায় হাদিসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন–

عبارت است ازحصول تمامٔ علوم جزؤی وکلی واحاط آن

অর্থাৎ 'এ হাদীসশরীফের এবারত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল সপ্ত আকাশ সপ্ত জমিনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে এর জুজী ও কুল্লী জ্ঞান আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাভ করেছেন। অর্থাৎ ছোট থেকে ছোট এবং বড় থেকে বড় সবকিছুর জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং ঐ সবকিছু তার এহাতা বা আয়ত্বাধীন রয়েছে।

আল্লামা শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দিসে দেহলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'মাদারিজুননবুয়ত নামক কিতাবের ৩ পৃষ্ঠায় আরও বলেন–

ووے صلی الل علی وسلم داناست بر م چیز ازشیونات ذات ال ی واحکام صفات حق واسماء وافعال واثار وجمیع علوم ظا ر وباطن واول واخر احاط نمود –

অর্থাৎ 'হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল বিষয় সম্পর্কে অবহিত। তিনি আল্লাহর জাত, আল্লাহর বিধিবিধান তাঁর গুণাবলী, তাঁর নাম, কর্ম ও ক্রিয়াদি এবং আদি অন্ত জাহের বাতেন সমস্ত জ্ঞানকে পরিবেষ্টন করে দিয়েছেন।'
উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হল আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কতেক বা বা'জ জ্ঞান যা আল্লাহপাক তাকে দান করেছেন তা অন্যান্য সৃষ্টির জ্ঞানের তুলনায় অপরিসীম। কিন্তু আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় তা একেবারেই কিঞ্চিৎজ্ঞান। যেই জ্ঞানকে নাই বললেই চলে। কেন না আল্লাহর ইলিম হল غير متناهى (গাইরে মুতানাহী) অর্থাৎ অসীম। সৃষ্টির ইলিম হল متناهى (মুতানাহী) অর্থাৎ সসীম। এ প্রসঙ্গে মুজাদ্দেদে জামান আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজাখাঁন বেরলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রণীত 'আদদৌলাতুল মক্কীয়াহ' নামক কিতাবের ২১/২২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

فثبت ان احاطة احد من الخلق بمعلومات الله تعالى على جهة التفصيل التام محال شرعا وعقلا بل لوجمع علوم جميع العالمين اولا واخر لما كانت لها نسبة ما اصلا الى علوم الله سبحانه وتعالى حتى كنسبة حصة من الف الف حصة قطرة الى الف الف بحر وذلك لان تلك الحصة من القطرة متناهية وتلك البحار الزواخر ايضا متناهيات ولا بد للمتناهى من نسبة الى المتناهى فانا نواخذنا امثال تلك الحصة من البحار مرة بعد اخرى لابد ان ياتى على البحار يوم تنفل وتفنى لتنا هيها اما غير المتناهى فكل مااخذت منه امثال

المتناهى وان كان بالغافى الكبر مابلغ كان الحاصل متناهيا ابدا والباقى فيه غير متناه ابدا فلايمكن حصول نسبة ابدا هذا هو ايماننا بالله—

অর্থাৎ '(ইমাম আহমদ রেজাখাঁন বেরলভী রাদিয়াল্লাহু আনুহু কোরআন সুন্নাহর দলিলের মাধ্যমে বলেন) প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ তা'য়ালার সকল জ্ঞান পরিপূর্ণ বিস্তারিতভাবে কোন সৃষ্টির পক্ষে পরিবেষ্টন করার দাবী শরিয়ত ও যুক্তি উভয় দৃষ্টিতেই মহাল বা অসম্ভব। বরং সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল জ্ঞান যদি একত্রিত করা হয়, তাহলে জ্ঞানসমূহের সমষ্টির সঙ্গে তুলনা করলে আল্লাহ তা'য়ালার প্রকৃত জ্ঞানের সাথে কোন সম্পর্কই হবে না।

এমনকি একটি বৃষ্টির ফোঁটাকে দশ লক্ষ ভাগে বিভক্ত করে তার সাথে দশ লক্ষ সমুদ্রের পানির যে সম্পর্ক তাও হতে পারে না। কেন না যেমনি বৃষ্টির ফোঁটার এ অংশ ও সসীম, তেমনি দশ লক্ষ সমুদ্রের পানিও সসীম। অসীম বুঝাতে সসীম দ্বারা যত প্রকারের উদাহরণই দেওয়া হউক না কেন, অসীমকে বুঝাতে সম্ভব হবে না। অসীম সর্বাস্থায়ই অসীমই থাকবে। (বৃষ্টির ফোঁটা পানিকেও যদি দশ লক্ষ মহাসমুদ্রের পানির সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবে এক ফোঁটা পানির দশলক্ষ ভাগের এক ভাগও সসীম এবং দশলক্ষ মহাসমুদ্রের পানিও সসীম। অতএব আল্লাহ তা'য়ালার ইলিম হল অসীম। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার অসীম ইলিমের সঙ্গে কখনো কোন ধরণের সম্পর্ক হাসিল হতে পারে না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উপর ইহাই হল আমাদের ঈমান।'

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর দৃষ্টিতে ইলমে গায়েব সম্পর্কিত আকিদার সারাংশ

আলা হযরত আল্লামা শাহ আহমদ রেজাখাঁন বেরলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু লিখিত 'খালিসুল এতেকাদ' নামক কিতাবের প্রারম্ভে গায়েব সম্পর্কিত আকিদা প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে–

প্রথম প্রকার

১। মহান আল্লাহ عالم بالذات সত্ত্বাগতভাবেই জ্ঞানী। তিনি অবগত না করালে কেউ একটি অক্ষরও জানতে পারে না।

২। আল্লাহপাক রাব্বুল আলামিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামগণকে তার গায়েবের বিষয়াদীর আংশিক জ্ঞান দান করেছেন।

৩। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্ঞান সৃষ্টিকুলের সকলের জ্ঞান থেকে অনেক বেশি।

উল্লিখিত তিনটি বিষয় জরুরিয়াতে দ্বীন বা ইসলাম ধর্মের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। বিধায় উহা অস্বীকার করা কুফুরি।

দ্বিতীয় প্রকার

১। আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম এর মাধ্যমে আউলিয়ায়ে কেরাম ও ইলমে গায়েবের কিয়দাংশ পেয়ে থাকেন।

২। আল্লাহ তা'য়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উলুমে খামছা বা পঞ্চজ্ঞানের ইলিম অনেক ক্ষেত্রে সুবিস্তৃত করে দান করেছেন। এ দ্বিতীয় প্রকারের

ইলমে গায়েবকে যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে, সে পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ বলে গণ্য হবে। কেন না এটা অনেক হাদীসশরীফকে অস্বীকার করার নামান্তর।

তৃতীয় প্রকার

১। কিয়ামত কখন হবে, সে সম্পর্কে ও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্ঞান লাভ করেছেন।

২। বিগত ও অনাগত ভবিষ্যতের সমস্ত ঘটনাবলী যা লওহে মাহফুজে সুরক্ষিত আছে সে সবের জ্ঞান বরং এর চেয়েও বেশি জ্ঞান হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করা হয়েছে।

৩। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রুহের হাকিকত বা নিগূঢ় তত্ত্ব এবং কোরআনের সমস্ত অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক বা মুতাশাবিহাতের জ্ঞান দান করা হয়েছে।

তাছাড়া তাফসিরে সাভী ২য় খণ্ড ১০ পৃষ্ঠায় রয়েছে–

واما من قال ان نبينا او غيره احاط بالمغيبات علما كما احاط علم الله بها فقد كفر–

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি বলে বা আকিদা রাখে যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা অন্য কেহ গায়েবের খাজনাকে এভাবে আয়ত্বাধীন করেছেন যেভাবে আল্লাহ আয়ত্বাধীনে গায়েবের ভাণ্ডার বা খাজেনা রয়েছে। সে কুফুরি করল। (তাফসিরে সাভী ২য় খণ্ড ১৯ পৃষ্ঠা দ্র.)

এ প্রসঙ্গে রেজা একাডেমী, বোম্বাই থেকে প্রকশিত ক্বারী মোহাম্মদ মিয়া মাজহারী কর্তৃক সম্পাদিত 'ক্বারী' নামক কিতাবে ১৪৯ পৃষ্ঠায় এবং 'জিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন্স

লাহোর থেকে প্রকাশিত আনওয়ারে রেজা নামক কিতাবের ১৩৪ পৃষ্ঠায় মুজাদ্দেদে জামান আলা হযরত আল্লামা ইমাম শাহ আহমদ রেজাখাঁন বেরলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নাতি আল্লামা আখতার রেজাখাঁন আজহারী (মা.জি.আ.) এর লিখিত **قران حقائق کی روشنی میں ترجم** লিখেছেন–

رھا اب کا ماری نسبت ی ک ناک حضور عالم الغیب ین بالکل افتراء ہے– عالم غیب مثل رحمن وقیوم وقدوس وغیر اسماء خاص بذات باری میں سے ہے اس کا اطلاق غیر خداکے لئے م ا لسنت کے نزدیک حرام وناجائزہے– مگراس کای مطلب ن ین گ انبیاء واولیاء کے لئے علم غیب کاحکم ہے ثابت ن وے شک و بعطاء ال ی انبیاء کرام کی لئے اور ان کے فیض متابعت سے اولیاء کرام کے لئے ثابت ہے–

অর্থাৎ 'বাকী রইল আমাদের সম্পর্কে এ কথা যে, আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আলিমূল গায়েব' বলে থাকি। ইহা আমাদের প্রতি সম্পূর্ণ অপবাদ বৈ কিছুই নয়। 'আলেমূল গায়েব' হওয়া একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার জন্য খাস। যেমনিভাবে রহমান, কাইয়ুম, কুদ্দুছ প্রভৃতি আল্লাহ তা'য়ালার খাস সিফতি নাম। আলেমূল গায়েব শব্দটি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য প্রয়োগ করা আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে হারাম ও নাজায়েজ। কিন্তু

এর মর্ম এই নয় যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরাম এর বেলায় ইলমে গায়েবের হুকুম সাবিত নয়।
নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রদত্ত ইলমে গায়েব আম্বিয়ায়ে কেরামের জন্য এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের ফয়েজও বরকতে আউলিয়ায়ে কেরামের জন্যও প্রমাণিত আছে।'
ইলমে গায়েব সম্পর্কিত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে আমার লিখিত 'তাফসিরাতে আসরারুল কোরআন' নামক পুস্তকে। যা সকলকে পড়ার জন্য অনুরোধ রইল।
হাজির নাজির প্রসঙ্গে ওলীপুরীর বিভ্রান্তিকর বক্তব্য নুরুল ইসলাম ওলীপুরী তার লিখিত 'কার ফতোয়ায় কে কাফের?' নামক পুস্তিকার ১৮ পৃষ্ঠায় লিখেন–
'ফতোয়ায়ে কাজীখাঁন (৮৮৩ পৃষ্ঠায়) ফতোয়ায়ে আলমগীরি (৪১২ শ পৃষ্ঠায়) প্রভৃতি বিশ্বস্ত ফতোয়ার কিতাবসমূহে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি কোন সাক্ষী ছাড়া কোন মেয়েকে বিবাহ করল এবং বলল যে, আমি আল্লাহকে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী করলাম তবে তা কফুরি হবে। কারণ সে আল্লাহর সঙ্গে সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও হাজির নাজির গণ্য করল।'
উল্লেখিত বক্তব্যে ওলীপুরী সাহেব ফতোয়ায়ে কাজীখাঁন ও ফতোয়ায়ে আলমগীরি কিতাবদ্বয়ের উদ্ধৃতি দ্বারা রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হাজির ও নাজির এ আকিদা পোষণ করাকে কুফুরি সাব্যস্ত করার জন্য যে দলিল পেশ করেছেন, তা অবাস্তব অবান্তর ও ধোকাবাজি বৈ কিছুই নয়। কারণ তিনি কিতাবদ্বয়ের মূল আরবি এবারত উল্লেখ করেননি।

কিতাবদ্বয়ের মূল আরবি এবারত উল্লেখ করলে বিজ্ঞ পাঠকদের নিকট তার ধোকাবাজি ও ছলনার স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়বে, এই ভয়েই তিনি তা করেছেন। আরও লক্ষণীয় বিষয় হলো কিতাবদ্বয়ের উল্লেখিত বর্ণনা ও আলোচনা মূলত ইলমে গায়েব সম্পর্কিত অথচ ওলীপুরী সাহেব না বুঝে হাজির নাজির প্রসঙ্গে তা সংযুক্তির অপপ্রয়াস চালিয়েছেন। এতে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, ইলমে গায়েব ও হাজির নাজির প্রসঙ্গে তার জ্ঞানে লেশমাত্র নেই। শুধু অন্যের মুখের শিখাবুলি দিয়ে পাণ্ডিত্য জাহিরের স্পনে বিভোর। এত ফেকাহর কিতাবসমূহের এতদ্বিষয় সম্পর্কিত সঠিক আলোচনা পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হল।

ফেকাহ শাস্ত্রের আলোকে ইলমে গায়েব

ইলমে গায়েব প্রসঙ্গে ফেকাহশাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কিতাব 'ফাতাওয়ায়ে কাজীখান' এর মধ্যে রয়েছে–

رجل تزوج بغير شهود فقال الرجل والمرءة خدا اور رسول را اگوا كردىم: قالوا يكون كفرا لانه اعتقد ان رسول الله عليه السلام يعلم الغيب وهوماكان يعلم الغيب حين كان فى الحيوة فكيف بعد الموت–

অর্থাৎ 'কোন ব্যক্তি সাক্ষী ছাড়াই বিবাহ করল অতঃপর বর ও কনে উভয়ে বললো আমরা আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী রেখে বিবাহকার্য সম্পাদন করছি। তারা (বাতিলের) বলে এ উক্তি কুফর। কেন না তারা (বর-কনে) এ আকিদা পোষণ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন। অথচ তার জীবিতাবস্থায়ও তিনি গায়েব জানতেন না, ওফাতের পরেও এ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।'

প্রিয় পাঠকগণ! ফাতাওয়ায়ে কাজীখানের উক্ত এবারতের সঠিক অর্থ বুঝতে না পেরে কিছুসংখ্যক কুটিলতাপূর্ণ অন্তরের অধিকারী ব্যক্তি রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলমে গায়েব জানেন এই আকিদা পোষণ কারীকে কুফুরি ফতোয়া দিয়ে থাকে। (নাউজুবিল্লাহ)

অথচ ছাহেবে কাজীখান **قالوا يكون كفرا** (তারা (বাতিল পন্থীরা বলছে এ উক্তি কুফুরি) দ্বারা যে ফতোয়াটি উল্লেখ করেছেন উহা তার নিজস্ব ফতোয়া নয়। বরং উহা বাতিল সম্প্রদায়ের ফতোয়া। তিনি (সাহেবে খাজী খান) শুধু বাতিলদের ফতোয়াটি নকল করেছেন। কারণ ছাহেবে কাজীখানের নিয়ম হচ্ছে তিনি যে মাসআলাটি **قالوا** শব্দ দ্বারা উল্লেখ করেন সেই মাসআলাটি তার মনঃপুত নয় বরং অগ্রহণযোগ্য। এ তা বাতিলে মত।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা শায়খ ইব্রাহিম আল হলভী হানাফী (ওফাত ৯৫৬ হি.) তদীয় গুনিয়াতুল মুতামাল্লী শরহে মুনইয়াতুল মুসাল্লী (যা কাবিরী নামে প্রসিদ্ধ) কনুত অধ্যায়ে ৪২২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

كلام قاضى خان يشير الى عدم اختياره له حيث قال واذا صلى على النبى صلى الله عليه وسلم فى القنوت قالوا لايصلى عليه فى القعدة الاخرة ففى قوله قالوا اشارة الى عدم استحسانه له والى انه

غير مروى عن الائمة كما قلناه فان ذلك هو المتعارف فى عباراتهم لمن استقراها...

অর্থাৎ 'কাজীখানের বর্ণিত উক্তিটাই তার নিকট অগ্রহণযোগ্য হওয়ার দিকে ইঙ্গিত প্রদান করেন। কেন না তিনি (কাজীখান) বলেছেন: যখন কুনুতের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদশরীফ পাঠ করা হয় **قالوا** (তারা বলছে) তখন নামাজের শেষ বৈঠকে দরূদশরীফ পড়তে হবে না। কাজীখানের কউল **قالوا** বলার মধ্যে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বর্ণিত উক্তিটি অপছন্দনীয় বা তার (কাজীখানের) মতের বিরোধী এবং তা ধর্মবিশারদ ইমামগণ থেকেও বর্ণিত নেই। যেমন আমি (হলভী) এ প্রসঙ্গে পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কেন না ফকীহগণের এবারতসমূহের মধ্যে **قالوا** দ্বারা যে মাসআলা বর্ণনা করা হয় তা যে অগ্রহণযোগ্য) ইহা প্রচলিত আছে, যিনি ফেকহার এবারত পড়তে ও বুঝতে পারদর্শিতা অর্জন করেছেন তিনিই জানেন।'

অনুরূপ ফাতাওয়ায়ে কাজীখানের ১ম জিলদ ১৫৪ পৃষ্ঠায় কিতাবুন নিকাহ অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে–

رجل تزوج امرأة بشهادة الله ورسوله كان باطلا لقوله صلى الله عليهم وسلم لانكاح الابشهود وكل نكاح يكون بشهادة الله وبعضهم جعلوا ذلك كفرا لانه يعتقد ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وهو كفر ...

অর্থাৎ 'কোন ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাক্ষী রেখে এক মহিলাকে বিবাহ করল, এ বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। কেন না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী সাক্ষী ব্যতিরেকে বিবাহ শুদ্ধ হয় না এবং প্রতিটি বিবাহে আল্লাহর শাহাদত রয়েছে এবং কতেক লোক এরূপ (আল্লাহ ও তার হাবীবকে সাক্ষী রেখে) বিবাহ সম্পাদন করাকে কুফুরি সাব্যস্থ করেছে। কারণ সে এই আকিদা রাখে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলমে গায়েব জানেন এবং উহা কুফুরি।'

কাজীখানের এই এবারত দ্বারা আরো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলমে গায়েব জানেন এই আকিদা পোষণ করা بعضهم কতেকের মতে কুফুরি। সকলের মতে নয়। কোন ইমামের মতেও নয়। বরং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিপন্থী বাতিল ও পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের আকিদা হল রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোদাপ্রদত্ত ইলমে গায়েব জানেন উহা কুফুরি।

কেন না আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের আকাইদের মধ্যে এমন কোন এখতেলাফ বা মতানৈক্য নেই, যে মতানৈক্যের কারণে এক ব্যক্তির ফতোয়ায় অন্য ব্যক্তি বা দল কাফির বা গোমরাহ সাব্যস্ত হয়।

পক্ষান্তরে (بعضهم) কতেক- এর ফতোয়ায় অন্যান্য দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান কাফের সাব্যস্ত হয়ে পড়েন। (নাউজুবিল্লাহ)

এ প্রসঙ্গে আল্লামা মোল্লা জিউন রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় নুরুল আনওয়ার নামক কিতাবের ২৪৭ পৃষ্ঠা ইজতেহাদের বয়ানে উল্লেখ করেন–

فان المخطى فيها (فى العقايد الدينية) كافر كاليهود والنصارى او مضلل كالروافض والخوارج والمعتزلة ونحوهم ولايشكل بان الاشعرية والماتريدية اختلفوا فى بعض المسائل ولايقول احد منها بتضليل الاخر ...

অর্থাৎ 'আকাইদসংক্রান্ত বিষয়ে যদি কেহ ভুল করে বসে, তাহলে দুটি অবস্থা। হয়ত কাফের হবে, যেমন– ইহুদি ও নাসারা অথবা মুদিল বা গোমরাহ হবে যেমন রাফেজী খারেজী মুতাজেলা প্রভৃতি বাতিল দল।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারি আশয়ারি ও মাতুরিদিগণের মধ্যেও কোন কোন মাসআলার ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ এখতেলাফ বিদ্যমান রয়েছে কিন্তু তাদের একজনের ফাতাওয়ায় অন্যজন গোমরাহ সাব্যস্ত হয় না। (কাফের হওয়াতো অনেক দূরের কথা)।'

বাহরুর রায়েক শরহে কানযুদ দাকায়েক' নামক কিতাবের (জুজে ছালিছ) ৮৮ পৃষ্ঠায় লিখা আছে–

وفى الخانية والخلاصة لو تزوج بشهادة الله ورسوله لاينعقد ويكفر لاعتقاده ان النبى يعلم الغيب ...

অর্থাৎ 'খানিয়া ও খোলাসা, কিতাবদ্বয়ে আছে, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলকে সাক্ষী রেখে বিবাহ করে, তাহলে বিবাহ সংঘটিত হবে না এবং সে ব্যক্তি কাফের হবে। কেন না সে এই এ'তেকাদ রাখলো যে নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন।' (এখানে বাতিলের ফত্ওয়া উল্লেখ করা হয়েছে)

ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী দ্বিতীয় জিলদের ৪১২ পৃষ্ঠায় রয়েছে–

رجل تزوج امرأة ولم يحضر الشهود قال خدا ىرا رسول را گوا كردم او قال خداى را فرشتكان را گوا كردم كفر–

অর্থাৎ 'জনৈক ব্যক্তি কোন মহিলাকে সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ করল এবং সে বলল আমি খোদা ও রাসূলকে সাক্ষী রেখে বিবাহ করলাম অথবা বলল– খোদা ও ফেরেশতাকে সাক্ষী রেখে বিবাহ করলাম তবে সে ব্যক্তি কুফুরি করল।'

উল্লেখ যে, আলমগীরি কিতাবের এবারতে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলমে গায়েব জানেন এই আকিদা রাখা কুফুরি এ কথার উল্লেখ নেই। আলমগীরি কিতাবের এ এবারত দ্বারা প্রশ্ন আসতে পারে, আল্লাহ তো আলেমূল গায়েব। বিবাহের মধ্যে আল্লাহকে স্বাক্ষী রাখলে কুফুরি হবে? (নাউজুবিল্লাহ)

মুদ্দা কথা হলো, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা হল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোদাপ্রদত্ত ইলমে গায়েব জানেন। বা'জ বা কতেক বাতিল পন্থীদের আকিদা হল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন এ আকিদা রেখে নবীকে বিবাহে স্বাক্ষী করলে কুফুরি হবে। সঠিক মাসআলা হলো আল্লাহ ও রাসূলকে স্বাক্ষী রেখে বিবাহকাজ সম্পন্ন করলে সে বিবাহ বাতিল হবে, তবে কুফুরি হবে না। ছাহেবে বাহরুর রায়েক ও ছাহেবে

আলমগিরী স্বীয় কিতাবদ্বয়ে বাতিলদের আকিদা নকল করেছেন মাত্র।

ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি ও কানযুদ দাকায়েক এর শরাহ বাহরুর রায়েক-এ উল্লেখিত মাসআলাটি আরো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন কানযুদ দাকায়েক এর অপর শরাহ 'মাদিনুল হাকায়েক' নামক কিতাবে তথায় লিখিত আছে–

وفى المضمرات والصحيح انه لايكفر لان الانبياء يعلمون الغيب ويعرض عليهم الاشياء فلايكون كفرا

অর্থাৎ 'মুজমারাত কিতাবে আছে সঠিক মত হল সে ব্যক্তি কাফের হবে না কেন না আম্বিয়ায়ে কেরমাগণ গায়েব জানেন। তাদের কাছে বস্তু বা বিষয়সমূহ পেশ করা হয় সুতরাং তা কুফুরি হবে না।' (জাআল হক)

এ প্রসঙ্গে 'দুররুল মুখতার' নামক কিতাবের কিতাবুন নিকাহ অধ্যায়ে রয়েছে–

تزوج بشهادة الله ورسوله لم يجز بل قيل يكفر–

অর্থাৎ 'কোন ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বাক্ষী করে বিবাহ করল, ইহা নাজায়েজ, কেহ কেহ বলেছেন সে কাফির হয়ে যাবে।'

এ এবারতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'রদ্দুল মুহতার' (ফাতাওয়ায়ে শামী) ৩য় খণ্ড ২৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

(قوله قيل يكفر) لانه اعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم الغيب قال فى التاترخانية: وفى الحجة ذكر فى الملتقة لايكفر لان الاشياء تعرض على روح النبى عليه السلام وان الرسول يعرفون

بعض الغيب قال الله تعالى عالم الغيب فلايظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول قلت بل ذكروا فى كتب العقائد ان من جملة كرامات الاولياء الاطلاع على بعض المغيبات ...

অর্থাৎ 'দুররুল মুখতারের উক্তি **قيل يكفر** কেহ কেহ বলেছেন, সে কাফির হয়ে যাবে। এ জন্য যে, সে এ আকিদা রাখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলিমূল গায়েব তথা গায়েব জাননে ওয়ালা। ইহা তাতারখানিয়া কিতাবে উল্লেখ আছে।

এ মাসআলার সঠিক সমাধান দিতে গিয়ে আল্লামা শামী রাদিয়াল্লাহু আনহু উল্লেখ করেন (فى الحجة الخ) হুজ্জত কিতাবে উল্লেখ রয়েছে 'মূলতাকাত' কিতাবে আছে যে সে ব্যক্তি কাফির হবে না। কেন না নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রূহ মোবারকের উপর সমস্ত বস্তু বা বিষয় পেশ করা হয়, আর রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাম বায়াজ বা কতেক গায়েবের বিষয়াদিতে অবগত আছেন।'

আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই এরশাদ করেছেন–

عالم الغيب فلايظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول

(আলিমূল গায়েব আল্লাহ তার মনোনীত রাসূল ছাড়া কারো নিকট তার নিজের গায়েবের বিষয়াদি প্রকাশ করেন না।) আমি (আল্লামা শামী) বলছি, আকাইদের কিতাবসমূহে উল্লিখিত আছে যে, গায়েবের ভাণ্ডার থেকে কতেক গায়েব অবগত হওয়াও আল্লাহর ওলিগণের অন্যতম কারামত হিসেবে গণ্য।'

আল্লামা শামী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর উক্ত বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হল যে, রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলমে গায়েব জানেন আকিদা রাখা কুফুরি এ মাসআলা ভুল বরং বাতিলদের আকিদা, সহীশুদ্ধ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা হল নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোদাপ্রদত্ত ইলমে গায়েব জানেন। ইহা নবীর মু'জেজা।

আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'মালাবুদ্দা মিনহু' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন–

مسئل : اگر کسے بدون ش ود نکاح کردد گفت ک خدا و رسول خدارا گوا کردم یا فرشت را گوا کردم کافر شود–

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি সাক্ষী ছাড়া বিবাহ করে বলল আমি আল্লাহ ও রাসূলকে সাক্ষী করেছি অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাকে সাক্ষী করেছি তবে সে কাফের হবে।

আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী রাদিয়াল্লাহু আনহু এ মাসআলাটি ফাতাওয়ায়ে বুরহানিয়া নামক কিতাবের কালিমাতুল কুফুর অধ্যায় থেকে নকল করেছেন। এটা তার নিজস্ব আকিদা নয়। কারণ আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি তিনি তার তাফসিরে মাজহারীর ২য় খণ্ডের ১১ পৃষ্ঠায় বলেছেন–

لا یعلم الغیب غیره تعالی الا بتوفیق منه

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কেউ গায়েব জানে না। কিন্তু আল্লাহ তাওফিক দিলে বা জানিয়ে দিলে জানেন। সুতরাং প্রমাণিত হল খোদাপ্রদত্ত ইলমে গায়েব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম জানেন। এটাই সানাউল্লাহ পানিপথী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর আকিদা। প্রকৃত সুন্নি আকিদা।

তাছাড়া তাফসিরে ইবনে জরীর তাবারী ৯ম খণ্ড ৩৪৭ পৃষ্ঠা সূরা কাহাফের আয়াত **قال انك لن تستطيع معى صبرا** এর ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন– **كان رجلا يعلم علم الغيب قد علم ذلك** অর্থাৎ 'খিজির আলাইহিস সালাম এমন এক ব্যক্তি তিনি ইলমে গায়েব জানতেন নিশ্চয়ই তাকে গায়েবের জ্ঞান জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

এতে প্রমাণিত হল সাহাবায়ে কেরামদের আকিদা ছিল হযরত খিজির আলাইহিমু সালামও খোদাপ্রদত্ত ইলমে গায়েব জানেন। সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখে না আমাদের প্রিয় সায়্যিদুল আম্বিয়া শাফিউল মুজনিবীন রাহমাতুল্লিল আলামীন দুজাহানের কাণ্ডারী নবী মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোদাপ্রদত্ত ইলমে গায়েব জানেন।

অতএব ফেকাহশাস্ত্রের এই মাসআলাটি বাতিলদের অভিমত বলে গণ্য হবে। অন্যথায় বুঝে নিতে হবে যে, এই মাসআলা দ্বারা ঐ বিষয়ের মুরাদ নেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী রেখে বিবাহ সম্পাদন করলো সে যদি এ আকিদা রাখে যেমনিভাবে আল্লাহ তা'য়ালা সত্ত্বাগতভাবে বা নিজে নিজে ইলমে গায়েবের অধিকারী তেমনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নিজে নিজে সত্ত্বাগতভাবে ইলমে গায়েব জানেন। তাহলে সে ব্যক্তি কাফের হবে। যেমন আল্লাহপাক এরশাদ করেন–

قل لايعلم من فى السموت والارض الغيب الا الله

অর্থাৎ 'আপনি বলুন! আসমানসমূহ ও জমিনে যারা রয়েছে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ গায়েব জানে না। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কেউ নিজে নিজে গায়েব জানে না। কিন্তু আল্লাহ তৌফিক দিলে বা জানিয়ে দিলে গায়েব জানে।

আল্লাহর হাবিব হাজির ও নাজির

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'য়ালা তাঁর হাবীব, আমাদের আক্বাও মাওলা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাজির ও নাজির করে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন–

يا ايها النبى انا ارسلنك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا.

অনুবাদ: 'হে গায়েবের সংবাদদাতা নবী! নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে! প্রেরণ করেছি হাজির নাজির (উপস্থিত' 'পর্যবেক্ষণকারী) করে, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর প্রতি তাঁর নির্দেশে আহ্বানকারী আর আলোকোজ্জ্বলকারী সূর্যরূপে।' (সূরায়ে আহযাব- আয়াত- ৪৫)

পবিত্র কোরআম মজিদে এ ধরণের আরো আয়াতে কারীমা রয়েছে, যেখানে আল্লাহর হাবিবকে শাহিদ বলে অভিহিত করা হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে হাজির ও নাজির। তাছাড়া আল্লাহর হাবীবের নামসমূহের মধ্যে শাহিদ একটি অন্যমত নাম।

আল্লামা আলুসি বাগদাদী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'তাফসিরে রুহুল মায়ানী' নামক কিতাবে 'শাহিদ' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন–

(شاهدا) على من بعثت اليهم تراقب احوالهم وتشاهد اعمالهم وتتحمل منهم الشهادة بما صدر عنهم من التصديق والتكذيب وسائر ماهم عليه من الهدى والضلال وتؤديها يوم القيامة اداء مقبولا فيمالهم وماعليهم– (تفسير روح المعانى ص **45** باره **22**)

অর্থাৎ 'আপনাকে যাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে, তাদের সকলের জন্য আমি আপনাকে 'শাহিদ' তথা হাজির ও নাজির করে পাঠিয়েছি। আপনি তাদের অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করতে থাকবেন, তাদের আমলসমূহ ও প্রত্যক্ষ করবেন এবং তাদের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী বহন করবেন, এভাবে যে, তাদের মধ্যে কারা সত্যবাদী ঈমানের উপর অটল আছে, কারা ঈমান হারা হয়ে মিথ্যার মধ্যে রয়েছে, কারা সঠিক হেদায়তের উপর বিদ্যমান এবং কারা গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে। কিয়ামতের দিনে আপনার এ সকল সাক্ষী ঈমানদারদের পক্ষে এবং কাফেরদের বিপক্ষে আল্লাহর দরবারে মকবুল হবে।' (তাফসিরে রুহুল মায়ানী ২২ পারা ৪৫ পৃষ্ঠা)

আল্লামা শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দিসে দেহলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'মাদারিজুন নবুয়ত' নামক কিতাবের ৭৮৬/৭৮৭ পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন–

উর্দু,,,,,,,,, ১৮৮

অর্থা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্মরণ করুন, তাঁর প্রতি দরূদ পেশ করুন। আল্লাহর হাবীবের জিকির

করার সময় এমনভাবে অবস্থান করুন, যেন তিনি আপনার সামনে জীবিতাবস্থায় হাজের আছেন, আর আপন তাঁকে দেখছেন।

আদব, মর্যাদা ও শ্রদ্ধা অক্ষুন্ন রেখে ভীত ও লজ্জিত থাকুন এবং এ ধারণা পোষণ করবেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে দেখছেন, আপনার কথাবার্তা শুনছেন। কেন না তিনি খোদার গুণাবলিতে গুণান্বিত। আল্লাহর একটি গুণ হচ্ছে– আমি (আল্লাহ) আমার জিকিরকারীদের সঙ্গে সহাবস্থান করি।'

উল্লেখ্য যে, আল্লাহপাক জিকিরকারীদের সঙ্গে আছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহর রহমত জিকিরকারী ছালেকীনদের উপর বর্ষিত হতে থাকে। আল্লাহর হাবীব হাজির থাকার অর্থ হলো তিনি জিকিরকারী উম্মতের প্রতি মহব্বত ও শাফায়াতের দৃষ্টি করেন অথবা হাজির হয়ে বরকত প্রদান করেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার জন্য আমার প্রয়োজন নাই হুরর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই স্থানে অবস্থান করে সারা বিশ্বজগত দেখছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত দেখতে থাকবেন।

আল্লাহর হাবীব যে হাজির ও নাজির এ সম্বন্ধে বিশদভাবে জানতে হলে আমার লিখিত 'কোরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে হাজের ও নাজের' নামক পুস্তকখানা পড়তে অনুরোধ করছি।

খতমে নবুয়ত ও কাদিয়ানী ফিত্না

ছরকারে কায়েনাত মাহবুবে খোদা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী। তাঁরপর কিয়ামত পর্যন্ত নূতন শরিয়তধারী অথবা শরিয়তবিহীন কোন প্রকারের নবুয়তই কেহ পাবে না। পবিত্র কোরআনশরীফ, আল্লাহর হাবীবের বিশুদ্ধ হাদীসশরীফ এবং ইজমায়ে উম্মতের অকাট্য দলিল প্রমাণ দ্বারা খতমে নবুয়ত বা আল্লাহর হাবীব যে সর্বশেষ নবী এ আকিদাটি প্রমাণিত হয়েছে। এ আকিদা সম্বন্ধে গোটা মুসলিমজগতের কোথাও কারো কোন মতভেদ নেই। এরপরেও যদি কেহ নবুয়তের দাবিদার হয়ে আত্মপ্রকাশ করে সে প্রকৃতপক্ষে নবী নয় বরং সে হবে মিথ্যুক ও দাজ্জাল। যারা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ নবী ও রাসূল বলে স্বীকার করবে না, তারা কেহই মুসলমান হিসেবে গণ্য হবে না বরং তারা সকলই কাফের ও মুরতাদ হিসেবে গণ্য হবে।

ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شئ عليما0

তরজমাঃ 'হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষদের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সমস্ত নবীর মধ্যে সর্বশেষ নবী। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। (সূরা আহযাব ৪০ নং আয়াত)'

শানে নুজুলঃ এ আয়াতে কারীমায় কাফেরদের ঐ আপত্তির জবাব বা খণ্ডন রয়েছে, যাতে তারা বলেছিল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার আপন পুত্র জায়েদের স্ত্রীকে বিবাহ করে বসেছেন। কেন না আরববাসীগণ পালিত পুত্রকেও নিজপুত্র বলে থাকতো, আর তার স্ত্রীকে বিয়ে করাও হারাম বলে বিশ্বাস করতো। তাদের এরূপ ভ্রান্ত ধারণাকে খণ্ডন করার নিমিত্তে এ আয়াতে কারীমা নাজিল হয়েছে।

খোলাসা বয়ান

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার এক হাজার নাম মোবারক রয়েছে। তন্মধ্যে 'মুহাম্মদ' ও 'আহমদ' সত্তাগত (ذاتی) নাম। আর অন্য সব নাম সিফতি বা গুণবাচক।

محمد (মুহাম্মদ) শব্দটি বর্ণের সংখ্যা ও 'নুক্তা' (বিন্দু) বিহীন হবার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালার নামের সাথে একান্ত সামঞ্জস্য সমৃদ্ধ। محمد (মুহাম্মদ) শব্দের عدد سبطی সিবতী আদদ বা গণনানুসারে সংখ্যা দাঁড়ায় **৩১৩**। এত সংখ্যক রাসূলই দুনিয়ায় তাশরীফ আনয়ন করেন। (রুহুল বয়ান) এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম রেদওয়ানুল্লাহী আলাইহিম আজমাঈন এর সংখ্যাও **৩১৩** জন ছিল।

উল্লেখিত আয়াতে কারীমা দ্বারা সে সব লোকের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে, যারা বর্বরযুগের প্রথা অনুযায়ী হযরত জায়েদ বিন হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আল্লাহর হাবীবের সন্তান বলে মনে করতো এবং তিনি জয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তালাক দেওয়ার পর নবীজীর সাথে তাঁর বিয়ে

সংঘটিত হওয়ায় তাঁর (নবীর) প্রতি পুত্রবধূকে বিয়ে করেছেন বলে অপবাদ আরোপ করতো। এ ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডনের জন্য এটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জায়েদের পিতা নন, বরং তার পিতা ছিল হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু। কিন্তু আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন এরশাদ করলেন ما كان محمد ابا احد من رجالكم অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মধ্যকার কোন পুরুষদের পিতা নন।

আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'য়ালা رجال (রিজাল) শব্দ ব্যবহার করে তাদের অবাস্তব সন্দেহকে দূরীভূত করেছেন। কেন না হযরত খাদিজাতুল কোবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর গর্ভস্থ তিন পুত্র সন্তান, কাসেম, তাইয়্যেব ও তাহের এবং হযরত মারিয়ার গর্ভস্থ এক সন্তান ইব্রাহিম মোট চারপুত্র সন্তান ছিলেন। যারা শৈশবেই ওফাত পেয়েছেন। এর কেউই (পূর্ণবয়স্ক) পুরুষ পর্যায়ে পৌঁছেননি।

জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, সমস্ত রাসূল আলাইহিমুস সালাম হিতাকাঙ্খী ও স্নেহশীল। রাসূলদের সম্মান প্রদর্শন করা এবং আনুগত্য প্রকাশ করা অপরিহার্য হবার কারণে আপন উম্মতের পিতা হিসেবে আখ্যায়িত হন।

মোদ্দাকথা হল রাসূল হলেন সমস্ত উম্মতের পিতা, ভাই নন। এ কারণে 'রিসালত' এর কথা 'পিতা' শব্দের সাথে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তিনি সমস্ত উম্মতের রূহানী পিতা। কেন না لكن (লাকিন) শব্দটি পূর্বেকার نفى (নফী) নেতিবাচককে ভঙ্গ করা এবং পরবর্তী বিষয়কে বহাল ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য

ব্যবহৃত হয়। সুতরাং অর্থ এই দাঁড়াল– তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষদের শরীরগত পিতা নন, কিন্তু হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল। অর্থাৎ তোমাদের আত্মিক পিতা। আর পিতাও এমনই যে, এখন কেউই তিনি ব্যতীত এমন পিতা হতে পারবে না। কেন না তিনি হচ্ছেন সর্বশেষ রাসূল। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী– ولكن رسول الله وخاتم النبين আয়াতে কারীমায় خاتم النبين (খাতামান্নাবীয়্যীন) এর অর্থ বা মুরাদ হচ্ছে হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন, সর্বশেষ নবী কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবেন, আসতে পারে না।
উক্ত আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় ইমামুল মুফাসসিরীন আল্লামা আবু জাফর তাবারী তদীয় 'তাফসিরে ইবনে জারীর তাবারী' গ্রন্থে উল্লেখ করেন–

عن قتادة ولكن رسول الله وخاتم النبين أى اخرهم

অর্থাৎ 'হযরত কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং তিনি খাতামুন নাবিয়্যিন অর্থাৎ সবশেষ নবী' (তাফসিরে ইবনে জারীর ১২শ খণ্ড ২১ পৃষ্ঠা দ্র.)
অনুরূপ আল্লামা ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ূতি রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'তাফসিরে দুররে মনসুর' নামক কিতাবে আবদ ইবনে হুমাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর এর সূত্রে বর্ণনা করেন–

عن الحسن فى قوله وخاتم النبين قال ختم الله النبين محمدا صلى الله عليه وسلم وكان اخر من بعث–

অর্থাৎ 'হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 'খাতামুননাবিয়্যীন' এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

আল্লাহ তা'য়ালা নবীদের সিলসিলা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন, তিনি সমস্ত নবী ও রাসূলগণের শেষে অর্থাৎ তিনি সর্বশেষ নবী এবং সর্বশেষ রাসূল।' (দুররে মনসুর ৬ষ্ঠ খণ্ড ৬১৭ পৃষ্ঠা)।

ইমামূল মুফাসসিরীন আল্লামা আবু জা'ফর তাবারী রাদিয়াল্লাহু আনহু (ওফাত ৩১০ হি.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–

ولكنه رسول الله وخاتم النبيين الذى ختم النبوة فطبع عليها فلاتفتح لاحد بعده الى قيام الساعة–

অর্থাৎ 'কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল এবং খাতামুননাবিয়ীন বা সর্বশেষ নবী যিনি নবুয়তের ক্রমধারার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন এবং এর উপর মুহর লাগিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর কিয়ামত পর্যন্ত এ ধারা আর কারো জন্য খোলা হবে না।' (ইবনে জারীর তাবারী ১২শ খণ্ড ২১ পৃষ্ঠা দ্র.)

এভাবে সুবিখ্যাত 'তাফসিরে খাজিন' নামক কিতাবের ৫ম খণ্ড ২১৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে–

خاتم النبيين ختم الله به النبوة فلانبوة بعده اى ولامعه–

'খাতামুননাবিয়্যীন' এর অর্থ হল, আল্লাহ তা'য়ালা রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে নবুয়তের ধারা শেষ করে দিয়েছেন।'

তদ্রুপ আল্লামা মূল্লা জিউন রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রণীত 'তাফসিরাতে আহমদীয়া' নামক কিতাবের ৬২৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে–

خاتم النبيين ای لم يبعث بعده نبی قط واذا نزل بعده عيسى فقد يعمل بشر يعته ويكون خليفة له و لم يحكم بشطر من شريعه نفسة وان كان نبيا قبله–

অর্থাৎ 'খাতামুননাবিয়্যীন এর অর্থ রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে কোন নবীর আবির্ভাব হবে না। যদিও হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে এ ধরাতে অবতরণ করবেন, নবী হিসেবে নন বরং তাঁর খলিফা হিসেবে অবতরণ করবেন এবং মুহাম্মদী শরিয়ত মোতাবেক আমল করবেন। ইতোপূর্বে যদিও তিনি নবী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন।'

উপরোক্ত তাফসিরসমূহের আলোকে এ কথা স্পষ্ট প্রমাণিত হল যে, خاتم النبيين এর অর্থ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী, তার পর আর কোন নবী আসবেন না। এরপরেও যদি কেউ নবুয়তের দাবি করে, তবে সে হবে কাফির ও মুরতাদ। এ প্রসঙ্গে হাকিমূল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী তদীয় ফতোয়ায় নঈমীয়া নামক কিতাবের ১২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন :

خاتم ختم سے بنا ہے ختم کے لغوی معنی مہر لگانا ہے– اسی لئ مہر کو خاتم کہا جاتا ہے– چونکہ مہر بھی مضمون کے آخر میں لگتی ہے جسکے بعد کوئ مضمون نہیں لکھا جاتا اور پارسلوں وغیرہ پربندکرنےکے بعد لگائ جاتی ہے تاکہ اب نہ اس میں سے کچھ نکل سکے نہ

داخل ہوسکے اسی لئے عرف میں ختم تمام ہونے کو کہتے ہیں- خاتم النبیین میں یہی عرف معنی مراد ہیں جیسے صلوۃ کے لغوی معنی دعا کرنا ہے صلوا علیه مگراقیموا الصلوۃ میں صلوۃ سے عرف معنی یعنی نماز مراد لئے گئے ہیں- حضور انوار صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کی یہی تفسیر فرمائی کہ ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لانبی بعدی میں آخری نبی ہوں مرے بعد کوئ نبی نہیں جیسے لااله الااللہ میں ہرسچے جھوٹے ظلی خداکی نفی ہوگی ایسے ہی لانبی میں اصلی ظلی بروزی مراقی مذاقی نبی کی نفی ہے کہ میرے بعد کوئ کسی قسم کا نبی نہیں بن سکتا- ختم اللہ میں ختم لغوی معنی میں ہے- یعنی اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر کردی کہ اب ان میں ھدایت داخل نہیں ہوسکتی-

অর্থাৎ (ختم) শব্দটি (ختم) শব্দ হইতে গঠিত। এর আভিধানিক অর্থ মোহর লাগিয়ে দেয়া। এজন্য আংটিকে খাতিম বলা হয়ে থাকে। কেন না সীলমোহর বিষয়বস্তুর শেষে লাগিয়ে দেয়া হয়, তার পরে আর কোন বিষয় লিখা হয় না। পার্শ্বেল বা অন্যান্য পোস্টাল খাম বন্ধ করার পরই সীলমোহর লাগানো হয় যেন এখন এর ভিতর কোন কিছু ঢুকানো যাবে না বের করাও যাবে না। এজন্য প্রচলিত অর্থে কোন জিনিস সমাপ্ত হওয়াকে খতম বলে খাতামুন নাবীয়িন

এর মধ্যে এ প্রচলিত অর্থই উদ্দেশ্য যেমন (صلوة) সালাত এর আভিধানিক অর্থ দোয়া করা। যেমন (صلوا عليه) তোমরা তার জন্য দোয়া কর। কিন্তু (اقيموا الصلوة) এর মধ্যে صلوة দ্বারা প্রচলিত অর্থ প্রযোজ্য অর্থাৎ নামায উদ্দেশ্য। হুজুর আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম خاتم النبيين এর এই ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেন انا خاتم النبيين لانبى بعدى অর্থ– আমি শেষ নবী আমার পরে কোন নবী আসবে না। যেমন– لااله الا الله এর মধ্যে প্রত্যেক সত্য অসত্য জিল্লী বেয়াদব নফী হয়েছে এভাবে অত্র হাদীস لانبى এর মধ্যে আসলী জিল্লী বুরুজি মারাকী ও মাজাকীনবী এর নফী করা হয়েছে অর্থাৎ আমার পরে কোনপ্রকার নবীর আগমন হতে পারে না। ختم الله এর মধ্যে ختم এর আভিধানিক অর্থ প্রযোজ্য অর্থাৎ মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে মহর মেরে দিয়েছেন যে এখন তাদের মধ্যে কেউ হেদায়েত বা সঠিক পথে প্রবেশ করতে পারবে না।'

এতদ্বভিন্ন অন্যান্য মুফাসসিরীনে কেরাম ও অনুরূপ তাফসির ব্যক্ত করেছেন। এসবের আলোকে একথাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, 'খাতামুননাবিয়্যীন' অর্থ– আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলেন, সর্বশেষ নবী, তাঁর পর আর কোন নবী ও রাসূল পৃথিবীতে আসবে না। এরপরেও যদি কেউ নবুয়তের দাবি করে, তবে সে হবে কাফির, মুরতাদ ও ধর্ম্যত্যাগী।

মিশকাতশরীফের ৪৬৪-৪৬৫ পৃষ্ঠায় হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত এক হাদিসে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

انه سيكون فى امتى كذابون ثلثون كلهم يزعم انه نبى وانا خاتم النبين لانبى بعدى (رواه ابوداؤد والترمذى)

অর্থাৎ 'আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যুকের আবির্ভাব হবে। তারা প্রত্যেকই দাবি করবে যে, সে নবী। অথচ আমি হলাম খাতামুননাবিয়্যীন বা সর্বশেষ নবী, আমার পরে আর কোন নবী আসবেন না। কস্মিনকালেও আসতে পারে না।

উপরোক্ত হাদীসে–لانبى بعدى রয়েছে। এখানে لا (লা) হচ্ছে, লা-য়ে নফী জিন্স এবং نبى (নবী) নাকেরা হিসেবে হয়েছে। আরবি গ্রামার অনুযায়ী نفى এর পরে نكره (নাকেরা) ব্যবহৃত হলে এর দ্বারা عموم وشمول (উমুম ও শুমূল) তথা ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে। এ হিসেবে এ বাক্যের অর্থ হল, আমার পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী এ পৃথিবীতে আগমন করবে না। এতে স্পষ্ট এ কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হচ্ছেন সর্বশেষ নবী।

রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সর্বশেষ নবী, ইহা কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতশরীফের পর 'খতমে নবুয়ত' বা আল্লাহর হাবীব যে সর্বশেষ নবী এ আকিদার উপর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা প্রতিষ্ঠিত।

এ সময়ে সকল সাহাবায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার মুসায়লামাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করেন। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নির্দেশে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নেতৃত্বে আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের এক বিরাট বাহিনী ১১ হিজরিতে ইয়ামামার প্রান্তরে মুসায়লামা কাজ্জাব ও তার সঙ্গী-সাথীদের বিরোদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হন।

এ অভিযানে মুসায়লামা কাজ্জাবের চল্লিশ হাজার সৈন্যদের মধ্যে মুসায়লামা কাজ্জাবসহ আটাইশহাজার লোক নিহত হয় এবং বাকী লোকেরা কোন উপায়ান্তর না দেখে বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করে। মুসলমানগণ জয়লাভ করলেন।

উল্লেখ্য যে, এ যুদ্ধের ব্যাপারে কোন সাহাবী এমনকি কোন মুসলমানই খলিফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেননি। বিনা দ্বিধায় তাঁরা এ জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন এবং নিজের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার মুসায়লামা কাজ্জাব বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করেন। এ প্রসঙ্গে আবুল ফেদা হাফিজ ইবনে কাসীর দামেস্কী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'আলবেদায়া ও আন নেহায়া' নামক কিতাবের ৩য় খণ্ড জুজে ছাদিস ৩২৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

وقال: انا بن الوليد العود انا ابن عامرو زيد ثم نادى بشعار المسلمين فكان شعارهم يومئذ يامحمداه

অর্থাৎ এ যুদ্ধচলাকালে সাহাবায়ে কেরামদের মনোবল ভেঙ্গে যাওয়ার প্রাক্কালে এ যুদ্ধের সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ

হুংকার দিয়ে বললেন আমি খালিদের পুত্র ওয়ালিদ আমরা জায়েদ আমরের বংশধর। (মুসলমান জাতি কাফেরের মোকাবেলায় যুদ্ধে পরাজয় বরণ করতে পারে না)। যুদ্ধ চলাকালে সকল সাহাবায়ে কেরাম মুসলমানদের শেয়ার বা প্রতিক চিহ্ন এর শ্লোগান দিতে লাগলেন। এই সময় মুসলমানদের শেয়ার বা প্রতিক ছিল এই শ্লোগান يا محمداه হে আল্লাহর রাসূল খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতাবলে আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন। এ যুদ্ধে সাতশত হাফিজ ক্বারীসহ বারোশত সাহাবায়ে কেরাম শাহাদত বরণ করেন।

সাহাবীগণ এ যুদ্ধে সর্বসম্মতিক্রমে অংশগ্রহণ এবং খতমে নবুয়তের সংরক্ষণে তাঁদের জীবন কোরবানী দিয়েছিল।

প্রকাশ থাকে যে, রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জামানা থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে ইসলামের শত্রুরা দ্বীনের মৌলিক আকিদা ও বিশ্বাস খতমে নবুয়ত বা মাহবুবে খোদা সর্বশেষ নবী এর উপর বারবার আঘাত হেনেছে এবং বহু ভণ্ড নবীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এবং মুসলিম মিল্লাতের পক্ষ থেকে যথোপযুক্ত প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ তাদেরকে নির্মূল করে দেওয়া হয়েছে।

বলাবাহুল্য যে, পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশে খতমে নবুয়তের (আল্লাহর হাবীব যে সর্বশেষ নবী) এ আকিদার উপর সর্বশেষ হামলা এসেছে, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মাধ্যমে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির ছত্রছায়ায় বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে সর্বশেষে সে নিজেকে নবী দাবি করে বসে। নাউজুবিল্লাহ।

কাদিয়ানী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হল মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। সে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক স্থানে ১৮৩৫ ইং সনে জন্মগ্রহণ করে এবং ১৯০৮ইং সনে তার মৃত্যু হয়।

মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রাথমিক অবস্থায় তার মনোভাব গোপন রাখে। পর্যায়ক্রমে মুজাদ্দিদ, হামগী, প্রতিশ্রুত মসীহ, জিল্লী নবী বরুজী নবী, সহায়ক নবী ও সর্বশেষে স্বতন্ত্র পয়গাম্বর দাবি করে তার স্বরূপ প্রকাশ করে। যারা গোলাম আহমদকে নবী বলে বিশ্বাস রাখে তাদেরকে কাদিয়ানী দল বলা হয়ে থাকে।

কাদিয়ানীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ নবী অস্বীকার করতঃ তাদের নেতা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী হিসেবে আকিদা পোষণ করে। এ কারণে ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে তারা অমুসলিম ও কাফির।

এ প্রসঙ্গে الاشباه والنظائر (আল আশবা ওয়ান নাজায়ের) কিতাবের উল্লেখ রয়েছে–

اذا لم يعرف ان محمدا صلى الله عليه وسلم اخر الانبياء فليس بمسلم لانه من الضروريات–

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ নবী বলে না জানবে সে মুসলমান নয়। যেহেতু এটা দ্বীনের আবশ্যকীয় পালনীয় বিষয়।'

আলা হযরত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও খতমে নবুয়ত অস্বীকার কারীদেরকে কাফির

ফতওয়া দিয়ে বিভিন্ন ফতওয়া ও তথ্যনির্ভর কিতাবাদী রচনা করেছেন। নিম্নে কয়েকখানা কিতাবের নাম দেওয়া হল–

ক) 'জাজা উল্লাহি আদুয়াহ বি আবায়িহি খাতামুননবুওয়্যাহ্' কিতাবটি ১৩১৭ হিজরিতে প্রকাশিত হয়। এ কিতাবে খতমে নবুয়ত সংরক্ষণ ও অস্বীকারকারীদের কুফুরি উক্তি ১২০টি বিশুদ্ধ হাদীস ও শীর্ষস্থানীয় ইমামগণের ত্রিশটি অভিমত দ্বারা বিশদভাবে কাদিয়ানী মতবাদের খণ্ডণ করা হয়েছে। বর্তমানে এ কিতাবখানার বাংলা অনুবাদও হয়েছে।

খ) 'আসসউল ইক্বাব আলাল মাসিহীল কাজ্জাব' এই কিতাবটি ১৩২০ হিজরিতে একটি প্রশ্নের উত্তরে লিখিত। প্রশ্নটি হল, কাদিয়ানী মতবাদ গ্রহণ করে কোন মুসলমান যদি কাদিয়ানী হয়ে যায়, তবে তার স্ত্রী বিবাহবন্ধনে থাকবে কি না?

তদুত্তরে আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু উক্ত পুস্তকখানা রচনা করেন, এতে মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর দশটি কুফুরি উক্তি চিহ্নিত করেন এবং এ প্রসঙ্গে দশটি কারণ উল্লেখ করে আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু ফতওয়া প্রদান করেন। ওরা দ্বীন ইসলামের বহির্ভূত কাফির মুরতাদ স্বামীর কুফুরি প্রমাণ হওয়া মাত্রই স্ত্রী বিবাহবন্ধন থেকে পৃথক হয়ে যায়।

গ) 'কাহরুদ্দায়্যান আলা মুরতাদি বিক্বাদিয়ান' নামক কিতাবটি ১৩২৩ হিজরিতে রচিত ও প্রকাশিত। উক্ত কিতাবে ভণ্ড প্রতারক মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর শয়তানীর দাবি খণ্ডন করা হয়েছে এবং সৈয়দুনা ঈসা আলাইহিমুস সালাম ও তাঁর সম্মানিতা মাতা হযরত মরিয়াম আলাইহাস

সালাম এর সুউচ্চ মর্যাদা ও পবিত্র চমৎকারভাবে আলোকপাত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ইং সনে যখন পাকিস্তান জাতীয় সংসদে কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে প্রমাণাদি উত্থাপন করা হচ্ছিল তখন কাদিয়ানী প্রতিনিধি মীর্জা নাসের নিজেকে মুসলমান দাবি করার স্বপক্ষে দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কাছিম নানুতবীর লিখিত 'তাহজিরুন্নাছ' কিতাব থেকে নিম্ন লিখিত উদ্ধৃতিকে দলিল হিসেবে পেশ করেন–

سوعوام کے خیال میں رسول اللہ صلعم کاخاتم ہونا یاں معنی ہے کہ آپ کازمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور اپ سب میں آخری نبی ہے–

অর্থাৎ 'সাধারণ জনগণের ধারণা মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খাতিম হওয়ার অর্থ– এটাই যে, তাঁর যুগ পূর্ববর্তী নবীগণের যুগের পরবর্তী এবং সকলের শেষ নবী।'

اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئ نبی پیدا ہوتوبھی خاتمیت محمدی میں کچہ فرق نہ آئے گا–

অর্থাৎ 'যদি মনে করা হয় যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগের পরেও কোন নবীর আবির্ভাব হয়, তবে 'খাতামিয়তে মোহাম্মদীতে' কোন পার্থক্য আসবে না।' (নাউজুবিল্লাহ)

কাছিম নানুতবী লিখিত উপরোক্ত এবারতের উত্তর মুফতি মাহমুদসহ সংসদে উপস্থিত কোন দেওবন্দীদের পক্ষ থেকে দেওয়া সম্ভব হয়নি। সে দিন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতাদর্শী জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তান এ নির্বাচিত সাংসদ যথাক্রমে আল্লামা শাহ আহমদ নূরানী ও আল্লামা আব্দুল মোস্তফা আজহারী উভয়ে বজ্রকণ্ঠে গর্জে উঠলেন আর বললেন আমরা উক্ত উদ্ধৃতির লেখক ও সমর্থক উভয় শ্রেণীকে এভাবে কাফির মনে করি, যেভাবে কাদিয়ানীদেরকে মনে করি।

এ পর্যায়ে ইমাম আহমদ রেজাখাঁন বেরলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রণীত এবং উলামায়ে হারামাইন শরীফাইনের সমর্থিত 'হুছামূল হারামাইন' সংসদে পাঠ করে শুনানো হল। আল্লামা আরশাদুল কাদেরী বলেন– বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে এই সম্মান ও গৌরবময় কৃতিত্ব কেবল পাকিস্তানে অর্জিত হয়েছে। পাকিস্তান জাতীয় সংসদ খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারী কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু সাব্যস্ত করে আইনগত ও রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদেরকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বহির্ভূত করেছে, ইমাম আহমদ রেজাখাঁনের ফতওয়াই পার্লামেন্টের এই সিদ্ধান্তের মূল ভিত্তি। এই ফতওয়ার আইনানুগ বাস্তবায়নে ইমাম আহমদ রেজখাঁন সাহেবের অনুসৃত মতাদর্শে বিশ্বাসী উলামাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয়। খতমে নবুয়ত আকিদার সত্যতা এটাকেই বলা হয়। কোন সংগ্রাম প্রচেষ্টা ছাড়া ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র আজ পাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের এই সিদ্ধান্ত ও

ঐতিহাসিক ঘোষণার সামনে তাদের মস্তক অবনত করেছে। (মায়ারেফে রেজা ১৪১৯ হিজরি ১৯৯৮ইং দ্র.)

সে সব হক্বানী উলামায়ে কেরামের প্রতি রহমত ও করুণা বর্ষিত হোক, যাঁরা আজমতে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঝাণ্ডাকে সমুন্নত রাখার প্রত্যয়ে কারা বরণের অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করেছেন, কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণাপত্রে স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর করেছেন, ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সকল মু'মিন মুসলমান যারা খলিফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এ পবিত্র নির্দেশ বাস্তবায়নে বর্তমান যুগের মুসায়লামা কাজ্জাব ও তার দলের অনুসারীদের বিরোদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তুষ্টি অর্জনে ধন্য হয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত নিজেদের জন্য সদকায়ে জারিয়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছেন।

পরিশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহান দরবারে বিনীত প্রার্থনা যে, আল্লাহপাক যেন আমাদেরকে অমুসলিম কাদিয়ানী ফেরকা ও খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারী সকল বিপথগামী দলের ছোবল থেকে বিশ্ব মুসলমানের ঈমান আকিদাকে হেফাজত করেন। আমীন।

ইসলামী বিশ্বকোষের আলোকে ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রা.) এর জীবন ও কর্ম

সংকলনে : মাওলানা শেখ সিরাজুল ইসলাম আল্ কাদেরী
খতিব, রেলওয়ে জামে মসজিদ, শায়েস্তাগঞ্জ।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভি (রা.) এর জীবন ও কর্ম স্থান পেয়েছে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশিত বিশ্বকোষসমূহে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষের ২২তম খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে এ মহামনীষীর কর্মময় জীবন। সে লেখার আলোকে নিম্নে আ'লা হযরতের জীবন ও কর্ম উপস্থাপন করা হলো :

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন রেবলভী (রা.) পাঠান বংশোদ্ভুত মাযহাবগত হানাফী ও তাসাউফ এবং তরীক্বার দিক দিয়ে ক্বাদেরিয়া তরীকার অনুসারী ছিলেন। তাঁর পিতা আল্লামা নক্বী আলী খাঁন (ওফাত-১৮৮০ খ্রি./ ১২৭৯ হি:– এবং তাঁর পিতামহ রেজা আলী খাঁন (ওফাত ১৮৬৫-৬৬ খ্রি./ ১২৮২ হি.) লেখক, আলেম ও বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রা.) ১০ শাওয়াল ১২৭২ হিজরী (১৪ জুন ১৮৫৬ খ্রি.) ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত বেরেলী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় মুহাম্মদ এবং তাঁর জন্ম সন প্রকাশক নাম রাখা হয় 'আল্ মুখতার' (প্রত্যেক আরবি বর্ণের জন্য নির্ধারিত স্বতন্ত্র সাংকেতিক মান দাঁড়ায় (১২৭২)। তাঁর পিতামহ তার নাম রাখেন আহমদ রেজা। পরবর্তীতে স্বয়ং আহমদ রেজা নিজের নামের সাথে 'আব্দুল মুস্তফা' (গোলাম মোস্তফা) অংশ

সংযোজিত করেন। (হাদায়েকে বকশীশ ৮০ কারামতে আ'লা হযরত ৮ পৃ.)

ইমাম আহমদ রেজা খাঁন একজন উচ্চপর্যায়ের কবিও ছিলেন। কবিতা রচনায় তিনি 'রেজা' নাম ব্যবহার করতেন। তবে সকলের নিকট তিনি আ'লা হযরত বা অতি সম্মানিত ব্যক্তি নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। (মুজাদ্দেদে ইসলাম ২৬ পৃ.) আ'লা হযরত ইমাম, আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রা.) প্রচলিত আরবি ও ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অধিকাংশ শাখায় বুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি কোন কোন শাখায় সমসাময়িক আলেমদের নিকট থেকে শিক্ষালাভ করেন এবং কোন কোন শাখায় ব্যক্তিগত অধ্যয়ন ও চিন্তা-গবেষণার সাহায্যে বুৎপত্তি অর্জন করেছেন। তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ্, উসুল, তর্কশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, অলংঙ্কারশাস্ত্র ইত্যাদি পিতা আল্লামা নক্বী আলী খাঁন বেরলভী (রা.) এর নিকট থেকে শিক্ষালাভ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শাহ্ আল-ই রাসূল (ওফাত ১৮৭৯ খ্রি. / ১২৯৭ হি:) শায়খ আহমদ বিন যায়নি দাহ্লান মক্কী (রা.) (ওফাত ১৮৮৯ খ্রি.) শায়খ আব্দুর রহমান মক্কী (রা.) (ওফাত ১৮৮৩ খ্রি.) হুসাইন ইবনে সালেহ্ মক্কী (ওফাত ১৮৮৪ খ্রি.) এবং শায়খ আবুল হুসাইন আহমদ আন্ নূরী (রা.) (ওফাত ১৯০৬ খ্রি.) এর নিকট থেকেও অর্জন করেন। তিনি বীজগণিত, রেখাগণিত ও পাটিগণিত, যুক্তিবিদ্যা ও তর্কশাস্ত্র, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানবিদ্যা বা পঞ্জিকাবিদ্যা, চতুর্ভুজবিদ্যা, সমতল ত্রিভুজবিদ্যা, অসমতল ত্রিভুজবিদ্যা, আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা, ভবিষ্যত গণনাশাস্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন বিদ্যা ব্যক্তিগত অধ্যয়ন

দ্বারা অর্জন করেছিলেন। (কারামতে আ'লা হযরত ৩৫-৩০ পৃ.)

আরবি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বুৎপত্তি অর্জনের পর ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভি (রা.) শিক্ষকতা, গ্রন্থ প্রণয়ন ও ফতোয়া-লিখনে আত্মনিয়োগ করেন মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দেড় সহস্রেরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী তাঁর নিকট থেকে শিক্ষালাভের মাধ্যমে ধন্য হন। তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নাম উল্লেখযোগ্য। আল্লামা হামেদ রেজা খাঁন (র.) (ওফাত ১৯৪৩ইং) আল্লামা জাফরুদ্দীন বিহারী (রা.) (ওফাত ১৯৬২ইং) সৈয়দ আহমদ আশরাফ গিলানী (রা.) (ওফাত ১৯২৫ ইং) আল্লামা আব্দুল আলীম মিরাঠী (রা.) (ওফাত ১৯৫২ইং) আল্লামা বুরহানুল হক জবলপুরী (রা.) আল্লামা মোস্তফা রেজা খাঁন বেরলভী (রা.), মাও. হাসনাইন রেজা খাঁন বেরলভী (রা.) মুফতি আবু ইউসুফ মুহাম্মদ শরীফ সিলালকেটি, বাহারে শরীয়ত গ্রন্থের লেখক মুফতি আমজাদ আলী আজমী (রা.) (ওফাত ১৯৪৮ইং) সিয়াল কোটি, শায়খ মুহাম্মদ সাঈদ শাফিঈ (মক্কা শরীফের মুফতি) ও সৈয়দ গোলাম জান জাম জৌধপুরী প্রমুখ। (মাকালাত ৩য় খণ্ড ১৬-৩২ পৃ.)

১২৯৪ হিঃ ১৮৭৭ সনে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রা.) শাহ্ আলে রাসুল মারাহরারী (রা.) (ওফাত ১২৯৭ হিঃ/ ১৮৭৯ খ্রি.) এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁর হাতে ক্বাদেরিয়া তরীক্বায় বাইয়াত গ্রহণ করেন।

অতপর তিনি তাঁর নিকট হতে বিভিন্ন তরীক্বায় খিলাফত ও উযাজত লাভ করেন। শাহ্ আলে রাছুল (রা.) ব্যতিত অন্যান্য শায়খদের নিকট হতেও তিনি কোন কোন ত্বরীক্বায় যেমন– ক্বাদেরিয়া, চিশতিয়া, সোহ্রাওয়ারদিয়া, নক্বশ্বন্দিয়া ও আলাবিয়া প্রভৃতি তরীকাসমূহের ইযাজত লাভ করেন। (আল ইযাজাতুল মাতীনা : ৪০ পৃ.)

১৮৭৮ সনে ইমাম আহমদ রেজা খাঁন (রা.) প্রথমবারের মত হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কায় গমন করেন। পবিত্র মক্কায় তাঁর অবস্থানকালে তথাকার সাফিঈ আলিম শায়খ হুসাইন ইবনে সালেহ তাঁর জ্ঞান ও গুণাবলী দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হন এবং তাঁর প্রশংসা করেন ও তাঁর প্রতি সম্মান দেখান। শায়খ হুসাইন ইবনে সালেহ কর্তৃক রচিত 'আল্-জাওহারাতুল মুদীআ' গ্রন্থের আরবি ব্যাখ্যা রচনা করার জন্য ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রা.)কে অনুরোধ করলে তিনি মাত্র দুই দিনের মধ্যে উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা করত উক্ত গ্রন্থের প্রকাশক নামকরণ করেন 'আন্ নায়্যিরাতুল ওয়াদীয়া ফী শারহিল জাওহারাতিল মুদীআ (১২৯৫ হি/১৮৭৮ খ্রি.) পরবর্তীকালে তিনি উহার সাথে বিভিন্ন টীকা-টিপ্পনী ও পরিশিষ্ট সংযোজিত করত উহার সন প্রকাশক নাম রাখেন 'আত্ তুররাতুর রাদ্বিয়্যা আ'লান নাইয়্যিবাতিল ওয়াদিয়া (১৩০৮ হি:/১৮৯০ খ্রি.) (তাযকিরায়ে উলামায়ে হিন্দ-১৬ পৃ.)

১৯০৫ সালে তিনি দ্বিতীয়বারের মত হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কায় গমন করেন। পবিত্র মক্কা ও পবিত্র মদীনার শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

মক্কার আলেমগণ নোট (কাগজের মুদ্রা) সম্বন্ধে তাঁর নিকট থেকে ফতোয়া চান। উল্লেখ্য যে, তৎকালে কাগজের মুদ্রা সম্পর্কিত সমস্যাটি পবিত্র মক্কা ও পবিত্র মদীনার আলেমদের সম্মুখে একটি কঠিন সমস্যারূপে পরিদৃষ্ট হয়। ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রা.) কোন গ্রন্থের সাহায্য ব্যতিরেকে শুধু স্বীয় স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে আরবি ভাষায় উহার উত্তর লিখে উহার রচনা সন প্রকাশক নাম রাখেন 'কিফলুল ফাকীহিল ফাহিম ফী আহ্কামি ক্বিরতাসিদ্ দারাহীম' (১৩২৪ হি./১৯০৬ খ্রি.)

(দ্র. নুযহাতুল খাওয়াতির ৮ম খণ্ড ৩৯-৪১ খ্রি./ কিফলুল ফাকীহ্ ১৬৭ খ্রি.)

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি উপরোক্ত একখানা পরিশিষ্ট রচনা করেন এবং উহার রচনাকাল প্রকাশক নাম রাখেন 'কাসীরুস সাফীহিল ওয়াহিম ফী ইবদালি ক্বিবতাসিদ্ দারাহীম (১৩২৯ হি:/১৯১১ খ্রি.) অতঃপর তিনি উক্ত পরিশিষ্টের উর্দু অনুবাদ রচনা করত উহার রচনা সন প্রকাশক নাম রাখেন 'আয্যায়লুল মানুতির রিসালাতিন নূত (১৩২৯ হি: ১৯১১ খ্রি.)

ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রা.) পবিত্র মক্কার আলেমগণের আরেকটি ফতোয়ার জবাবে আরেকখানা পুস্তিকা রচনা করেন। তিনি উহার রচনা সন প্রকাশক নাম রাখেন 'আদ দাওলাতুল মাক্কিয়্যা বিল মাদ্দাতিল গায়বিয়্যা' (১৩২৩ হি:/১৯০৫ খ্রি.)। উক্ত পুস্তিকায় তিনি অদৃশ্য বিষয়াবলী সম্পর্কিত জ্ঞান বা ইলমে গায়েব সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপ্রসূত আলোচনা করেছেন। পবিত্র মক্কা ও পবিত্র

মদীনার আলিমগণ উক্ত পুস্তিকাবিষয়ে যে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেন, তদ্বারা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। (আল ফুযুজাতুল মক্কীয়া দ্র.)

পবিত্র মক্কা ও মদীনার আলেমগণ ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রা.)কে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার চক্ষে দেখতেন। ফতোয়া লিখন শাস্ত্রে ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রা.) তাঁর সমসাময়িক আলেমগণের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। আল্লামা ইকবালও স্বীয় রচনায় তাঁর ফকীহ সুলভ যোগ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন। ড. আবিদ আহমদ আলীর বর্ণনা মতে একদা আল্লামা ইকবাল আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরেলভী সম্বন্ধে তাঁর একটি মজলিসে মন্তব্য করেছেন– 'মাওলানা আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী কীরূপ উচ্চপর্যায়ের ইজিতিহাদী যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন এবং তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের কীরূপ যুগশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ পণ্ডিত এবং অনন্য সাধারণ আলিম ও ফকীহ ছিলেন, তাঁর ফতোয়াসমূহ অধ্যয়ন করলে তৎসম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায়' (মাকালাত ৩য় খণ্ড ১০-১১পৃ.)। ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রা.) পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল ধরে ফতোয়া লিখন কার্য সম্পাদন করেছেন। (হায়াতে আ'লা হযরত ২৮০ পৃ.) ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রা.) এর বিশেষ পাণ্ডিত্যময় রচনাবলীর মধ্যে ফিকহ্ শাস্ত্রীয় 'জাদ্দুল মুমতায' এবং ফতোয়ায়ে রেজভিয়া নামীয় গ্রন্থদ্বয় ব্যতিত কোরআন মজীদের জরজুমার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত তরজমা (১৩৩০ হি:) ১৯১১ সনে 'কানযুল ঈমাম ফী তরজমাতিল' নামে প্রকাশিত

হয়েছে। ছদরুল আফাজিল আল্লামা সৈয়দ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (রা.) 'খাযাইনুল ইরফান ফী তাফসীরিল কোরআন নামে উক্ত একখান তরজমার টীকাগ্রন্থ রচনা করেন।

ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রা.) কর্তৃক রচিত উক্ত তরজমা এদিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যে, যে সকল আয়াতের তরজমা করার ক্ষেত্রে সামান্যতম অসতর্ক থাকলে উহার ফলে আল্লাহপাক এবং রাছুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর শান ও মর্যাদায় বে-আদবীর আশঙ্কা থাকতে পারে, সে সকল আয়াতের তরজমা লেখার ক্ষেত্রে ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রা.) বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন।

ইমাম আহমদত রেজা খাঁন বেরলভী (রা.) কবিতা রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি কাব্যশাস্ত্রের সকল শাখায়ই কবিতা রচনা করেছেন। তবে রাছুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর প্রশংসামূলক কবিতা রচনায় তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তাঁর সাধারণ কবিতাগুলোতেও সর্বত্র না'ত এর ঝলক পরিলক্ষিত হয়। তাঁর রচিত 'হাদায়েকে বখশিস' অধ্যয়নে জানা যায় যে, তিনি উর্দু, ফার্সি, আরবি ও হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় সমান যোগ্যতায় উচ্চপর্যায়ের কবিতা রচনা করতেন। রাসুলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামও জন্য সালামের দোয়া করে তিনি যে বিখ্যাত উর্দু কবিতা রচনা করেছেন তা ভারত উপমহাদেশের সর্বত্র পড়া হয়ে থাকে। উক্ত কবিতার প্রথম চরণদ্বয় নিম্নরূপ :

'মোস্তফা জানে রহমত পে লাখো ছালাম
শময়ে বজমে হেদায়েত পে লাখো ছালাম।'

অর্থাৎ– 'লক্ষ লক্ষ ছালাম বর্ষিত হোক মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)র উপর যিনি রহমতের জান ও প্রাণস্বরূপ। লক্ষ লক্ষ সালাম বর্ষিত হোক হিদায়তের মজলিসের প্রদীপের উপর।'

সকল সমালোচকই ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভীর কাব্য প্রতিভাকে আন্তরিকভাবে স্বীকার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইফতিখার আজমী ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভীর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও না'ত কবিতা রচনায় তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে লিখেছেন– 'ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী রচিত না'ত কবিতাবলী এরূপ উচ্চপর্যায়ের যে, তাকে প্রথম শ্রেণীর না'ত কবিতা রচনাকারী কবিদের মধ্যে স্থান দেয়া উচিত। (আরমুগানে হারাম- ১৪ পৃ.)

ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রা.)র জীবনের শেষদিকে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতি এক নতুন মোড় নিয়েছিল। ১৯১৯ সনে ভারতবর্ষে খেলাফত আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। পরবর্তী বৎসর ১৯২০ সনে আবার অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রা.) উক্ত আন্দোলনদ্বয়ের (শেষোক্ত আন্দোলনের) নীতিগত বিরোধিতা করেন। তিনি এ সম্পর্কে ১৯২০ সনে 'আল্ মাহাজ্জাতুল মু'তামানা ফী আয়াতিল মুমতাহানা' নামীয় একখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন। উক্ত পুস্তিকায় তিনি উপমহাদেশের কাফের ও মুশরিকদের সাথে সহযোগিতা করার ও তাদের সাথে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করার ভয়াবহ পরিণতির কথা উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁর ভক্ত অনুরাগীগণ 'জামাতে রেজায়ে মস্তফা' নামে

একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর 'অল ইন্ডিয়া সুন্নী কন্‌ফারেন্স' নামে আরেকটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। (হায়াতে সদরুল আফজিল ১৮৬ পৃ.)

জামাতে রেজায়ে মোস্তফা নামীয় সংগঠনের সদস্যগণ হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সংহতির বিরুদ্ধে ভূমিকা পালন করেন। উক্ত সংগঠনের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আল্লামা সৈয়দ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (র.) (ওফাত ১৯৪৮ইং)। উল্লেখ্য যে, তিনি ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রা.) এর অন্যতম খলিফাও ছিলেন। ১৯৪০ সনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত ও ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামায়ে কেরাম হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবিরোধী তৎপরতাকে অধিকতর জোরদার করেন। ফলে পাকিস্তান নামক পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশের বিপুলসংখ্যক দ্বীনি মাদ্‌রাসা ইমাম আহমদ রেজা খাঁর বেরেলভী (রা.) ও তাঁর খলিফাগণের নামের সাথে সম্পৃক্ত করে নামকরণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, জামেয়া রেজভীয়া মানজারুল ইসলাম বেরেলী, জামেয়া রেজভীয়া লায়ালপুর, জামেয়া নো'মানিয়া রেজভীয়া লাহোর, জামেয়া নঈমিয়া মুরাদাবাদ, জামেয়া এ নঈমিয়া লাহোর এবং দারুল উলুম আমজাদিয়া করাচি। এতদ্ব্যতিত আন্‌জুমান এ হিজবুল আহনাফ লাহোর এবং আনজুমান-এ নোমানিয়া এর ন্যায় প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলোও ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী

(রা.) এর খলিফাগণ এবং তাদের সম মতালম্বী সৃহৃদগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রা.)র খলিফাগণ শুধু ভারতীয় উপমহাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না বরং পবিত্র আরবদেশেও তাঁর প্রায় বত্রিশজন খলিফা ছিলেন। তাদের কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ :

সাইয়্যিদ আব্দুল হাই ফার্সি মরক্কোবাসী, শায়খ হুসাইন জামাল মক্কী, শায়খ সালেহ্ কামাল মক্কী (ওফাত ১৯০৭) সাইয়্যিদ ইসমাইল খলিল মক্কী (ওফাত ১৯১৯ ইং), সায়্যিদ মোস্তফা খলিল মক্কী, (ওফাত ১৯২০ইং), সাইয়্যিদ আবুবকর সালিস, শায়খ মুহাম্মদ উসমান দাহলান, শায়খ মুহাম্মদ ইউসুফ, শায়খ জিয়াউদ্দিন আহমদ মাদানী প্রমুখ বুজুর্গ ব্যক্তিগণ। (আল ইজাযাতুল মতীনা)

ভারতীয় উপমহাদেশে ও ইমাম আহমদ রেজা খান বেরলভী (রা.)র বিপুলসংখ্যক খলিফা ছিলেন। তাদের কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ :

১) ছাহেবজাদা হামিদ রেজা খাঁন (ওফাত ১৯৪৩ইং)

২) সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আব্দুস ছালাম (ওফাত ১৯৪৪ইং)

৩) আল্লামা জাফরুদ্দিন বিহারী (ওফাত ১৯৬২ইং)

৪) ছদরুল আফাজিল সাইয়্যিদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (ওফাত ১৯৪৮ইং)

৫) আল্লামা মুফতি আমজদ আলী আজমী (ওফাত ১৯৪৮)

৬) আল্লামা মুফতিয়ে হিন্দু মোস্তফা রেজা খাঁন (রা.)

৭) সাইয়্যিদ আহমদ আশরাফ গীলানী (ওফাত ১৯২৫ইং)

৮) মুহাম্মদ দিদার আলী আনোয়ারী (ওফাত ১৯৩৩ইং)

৯) (মাকালাত ৩য় খণ্ড ১৬-৩২ পৃষ্ঠা)

উল্লেখ্য যে, পীরে তরিকত আল্লামা শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরী সাহেবের এলমে হাদিস, তরিকতের সনদ ও এযাযত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভীর (রা.) খলিফাগণ থেকেই প্রাপ্ত।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী ২৫ সফর ১৩৪০ হিজরী (১৯২১ সনে) জুমার দিনে বিকাল ২-৩৮ মিনিটে ইন্তেকাল করেন। প্রকাশ থাকে যে, ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে তাঁর ছাহেবজাদা ও খলিফাগণ দ্বারা যে, অন্তিম উপদেশনামা প্রণয়ন করায়েছিলেন, তা 'ওছায়া শরীফ' নামে পরবর্তীতে প্রকাশিত হয়।

প্রাজ্ঞ ইসলামী সুপণ্ডিত ফকীহ ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রা.) এর রচিত অসংখ্য গ্রন্থাবলী রয়েছে। যা ইসলামী জ্ঞানচর্চায় সবিশেষ ভূমিকা রাখছে। তাঁর গ্রন্থাদি উর্দু, ফারসি ও আরবি ভাষায় রচিত হওয়ায় তা বাংলাভাষী মুসলিম সমাজে ব্যাপকহারে পরিচিতি লাভ করে নি। বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণে এমন ক্ষুরধার লেখনী বাংলায় অনুবাদ করে সকলের কাছে সহজবোধ্য করে তোলা সময়ের দাবি। আশাকরি দক্ষ অনুবাদকবৃন্দ এ ব্যাপারে এগিয়ে আসবেন– এটাই সকলের প্রত্যাশা।